COURSE OF DIVINE REVELATION

A BRIEF OUTLINE

OF THE

COMMUNICATIONS OF GOD'S WILL TO MAN,

AND OF THE

EVIDENCES AND DOCTRINES OF CHRISTIANITY;

WITH ALLUSIONS TO

HINDU TENETS.

In Sanskrit, Hindi and English.

NOW TRANSLATED INTO BENGALI,

BY THE

REVD. K. M. BANERJEA.

CALCUTTA:

OSTELL AND LEPAGE.

MDCCCXLVII

ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রধারা

ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র ধারা।

সংস্কৃত হিন্দি এবং ইংরাজী

ভাষায় রচিত

অধুনা

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ লরেঞ্জ

সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হইল।

ইংরাজি ১৮৪৭ শক ১৭৬৯।

ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র ধারা।

জগদঘ বিমোচক তুমি বিশ্বপতি।
তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে স্থির কর মোর মতি॥
তোমার প্রসাদে যেন পেয়ে মনঃ শান্তি।
অন্যের ঘুচাতে পারি মিথ্যা ধর্ম্ম ভ্রান্তি॥

এক শিষ্য গুরুকে কহিতেছেন হে গুরো এই দেশের মধ্যে ভিন্ন২ মতাবলম্বি যত উপদেশক আছেন সকলেই কহিয়া থাকেন মুক্তি পদের সাধন করিতেছি, বোধ হয় তাঁহারদের সকলের মতে মুক্তিই পরমপদার্থ আর ঐ পদার্থ চিন্তনে সমস্ত বুদ্ধিমান লোকের নিরন্তর নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য অতএব কৃপাবলোকন করিয়া কহুন মুক্তিপথ জানিবার উপায় কি?

গুরু। হে শিষ্য তুমি উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছে, এপ্রকার জিজ্ঞাসা সুবুদ্ধি লোকের কর্ত্তব্য বটে, কেননা মুক্তিপদ অন্যান্য৷ ইতর পুরুষার্থ হইতে অতি শ্রেষ্ঠ কারণ অন্যান্য পুরুষার্থ অনিত্য কিন্তু মুক্তপদ নিত্য স্থায়ি। অপর তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে মুক্তির উপায় কেবল শাস্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ হইতে জানা যাইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে জানা যায় না, কোন মনুষ্য অতি পণ্ডিত ও তার্কিক হইলেও আপনার বুদ্ধির প্রভাবে মুক্তির উপায় স্থির করিতে পারে না।

শিষ্য। হে গুরো মনুষ্য জাতি কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় মাত্র বিশিষ্ট নহেন যে তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ পদার্থ গ্রহ ব্যতিরেকে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহারদের

বিচার শক্তিও আছে তাহাতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন অতএব জিজ্ঞাসা করি বিচার শক্তির দ্বারা মুক্তি পথেরও উপায় কেন স্থির করিতে পারা যায় না। ?

গুরু। হে শিষ্য, মনুষ্য বুদ্ধি শক্তির দ্বারা ভূরি২ অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুভব করিতে পারেন ইহা যথার্থ বটে কেননা যে২ ব্যাপার আমাদের চক্ষুঃশ্রুতি গোচর হইয়া থাকে তাহার আলোচনা দ্বারা আমরা পরোক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকি, যথা বালুকার মধ্যে কাহারো পদচিহ্ন দৃষ্ট হইলে অনুমান করা যায় যে কোন ব্যক্তি ঐ স্থান দিয়া গিয়া থাকিবেক অথবা কোন গ্রামের মধ্যে সমস্ত গৃহ নির্মনুষ্য এবং উপরিস্থ পর্ণ ছাদ ভস্মসাৎ দেখিলে নিশ্চয় বোধ হয় যে কোন শত্রু আসিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছে কিম্বা অগ্নি অথবা অন্য কোন আপদ উপস্থিত হওয়াতে প্রজারা গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অপর গ্রীষ্মকালে গঙ্গা কিম্বা যমুনা নদীর বৃদ্ধি নয়ন গোচর হইলে প্রতীতি হয় হিমালয়ের শিখরস্থ তুষার সূর্য্যের উত্তাপে দ্রবীভূত হওত প্রবল স্রোতে পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া নদীকে পরিপূর্ণ করিতেছে। অথবা গ্রীষ্মকালে বায়ু শীতলস্পর্শ হইলে অনুমান হয় যে কোন স্থানে বৃষ্টি হইয়া থাকিবে, এই প্রকার অনুমান ন্যায়েতে অনেকানেক বিদ্যারও উপলব্ধি হয় যথা কোন দিবস গগণ মণ্ডলের কোন স্থলে এক তারা দেখিয়া পর বৎসরের সেই দিনে তাহা পুনশ্চ সেইস্থলে দৃষ্টিগোচর হইলে অনুমান করা যায় ঐ তারার এমত নিয়ম আছে যে বৎসরের মধ্যে তাহার চক্রবৎ পরিভ্রমণ সমাপ্ত হয়, এই রূপে প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক নির্ণয়ের ধারাতে ক্রমশঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সৃষ্টি হই- য়াছে। আর ঐ প্রকারে প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের স্বভাব এবং গুণ দর্শনেই সেই পদার্থ সমূহের শৃঙ্খলাপূর্ব্বক জ্ঞান প্রাপ্ত [illegible] অতএব এ[illegible]ম্বিধ অনুমানের ধারাতে ঈশ্বরেরও

জ্ঞান পাওয়া যায় কেননা এই বিশাল সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে অনুমান হয় যে একজন শুদ্ধবুদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎ কর্ত্তা অবশ্য বর্ত্তমান আছেন, আর মনুষ্য লোক বিবেক শক্তির দ্বারা সদসৎ কার্য্যেরও প্রভেদ জানিতে পারেন এবং পরকালেরও যৎকিঞ্চিৎ অনুভব প্রাপ্ত হয়েন। এই সংসারে অনেক সৎপুরুষ আজন্মকাল দুঃখে পতিত থাকেন এবং অনেক অসৎপুরুষ যাবজ্জীবন সুখে বাস করে তাহাতে বুদ্ধিমান লোকের মনে এই অনুভব উদয় হয় যে এমত কোন লোকান্তর থাকিবে সেখানে সদসৎ লোকের স্ব২ কর্ম্মানুযায়ি ফলপ্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ সাধুলোকের মঙ্গল এবং দুষ্টলোকের দণ্ড হইবে। এবম্প্রকার অনুমান প্রমাণে মনুষ্য নিজ বুদ্ধি-তেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব এবং লোকান্তরের তত্ত্ব ও অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ পদার্থের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু মনুষ্য নিজ যুক্তিতে পরমেশ্বর ও লোকান্তর বিষয়ে যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সুস্পষ্ট অথবা সম্পূর্ণ হয় না সুতরাং অনেক বিষয়ে সন্দেহ থাকে, আর মনেও তৃপ্তি না জন্মিয়া বরং অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিলাষ হয়।

শিষ্য। হে গুরো তবে আপনার বচনের তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিমান লোকে প্রত্যক্ষ বিষয় সদা দর্শন করিয়া অনু-মান দ্বারা অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন এবং পরমেশ্বর ও লোকান্তর বিষয়েরও পরিচয় পায়েন কিন্তু এই ধারাতে পর-মেশ্বর ও লোকান্তর অবস্থার যে জ্ঞান পায়েন তাহা সম্পূর্ণ নহে ও তাহাতে সংশয়চ্ছেদ হয় না অতএব আপনার বিবে-চনায় এই বোধ হয় যে মুক্তি পথ জানিবার নিমিত্ত কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে।

গুরু। হে শিষ্য তুমি আমার তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে বুঝিয়াছ। অপর এবিষয়ে শাস্ত্রের যে প্রয়োজন আছে তাহার আর এক প্রমাণ এই যে যেই দেশে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের

অভাব ছিল সে দেশীয় পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম ও লোকান্তরের যথার্থ ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন নাই আর পরমেশ্বরের মহিমাও উত্তম রূপে বর্ণনা করিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে যে রূপ ভয় রাখা কর্ত্তব্য তাহাও তাহারদের মনে স্থান পায় নাই সুতরাং তথাকার লোকেরা সকল প্রকার দুর্ক্রিয়াতে মগ্ন ছিল, গ্রীক ও রোম দেশ এই রূপ হইয়াছিল। হে শিষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে ধর্ম্ম ও লোকান্তরের যথার্থ জ্ঞান কেবল ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্রে পাওয়া যাইতে পারে

শিষ্য। আপনার বাক্যেতে আমারও নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে মনুষ্য শাস্ত্রবিনা সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে২ ব্যাকুল হইয়া থাকে আর কদাচ ইষ্ট সুখের স্থান প্রাপ্ত হয় না অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আজ্ঞা করুন পরমেশ্বর কৃপা করিয়া এমত কোন শাস্ত্র বিস্তার করিয়াছেন কি না যাহার সহায়তায় মনুষ্য এই অপার এবং অপথ সংসার উত্তীর্ণ হইয়া ইষ্ট স্থানে যাইতে পারে।

গুরু। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালাবধি আপনার আজ্ঞা ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। [এতদ্দেশীয় প্রায় সকল লোকেই কহিয়া থাকেন বেদ নিত্য, বেদব্যাস প্রণীত ঋক যজুঃ সামাদির সংগ্রহকে কেহই নিত্য কহেন না কেননা তাহা বহু প্রাচীন হইলেও একনির্দ্দিষ্ট কালে প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু পরমেশ্বর প্রথমাবধি সভ্যান্ত পথের প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা যথার্থ বটে] সে কালে মনুষ্য কুল অল্প সংখ্যক ছিল এবং সকলে এক দেশে বাস করিত তন্নিমিত্তে তখন তাহারদের সকলের মধ্যে পরমেশ্বর ও ধর্ম্ম পদবীর জ্ঞান চলিত ছিল পরে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন২ দেশে ব্যাপ্ত হইলেও ঈশ্বরের জ্ঞান তাহারদের অল্পগুণের মধ্যে লোক পরম্পরায় বিস্তৃত হইয়াছিল

এই কারণ সেই জ্ঞান জগতের সকল দেশেই কিয়ৎ পরিমাণে এখনও ব্যাপ্ত আছে।

শিষ্য। ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ব্বত্র এক সামান্য মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহার প্রমাণ কি?

গুরু। পৃথিবীতে যত মত ও ধর্ম্ম বিচারের ধারা চলিত আছে তাহার আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ বোধ হইবেক যে এক সামান্য মূল হইতে সকল মতের উৎপত্তি হইয়াছে। যাদৃশ দুই ব্যক্তির মুখ এবং চলন ও কথন এক প্রকার দেখিলে নিঃসন্দেহ রূপে জানা যায় তাহারা পরস্পরের ভ্রাতা তাদৃশ ভিন্ন২ দেশের ধর্ম্ম রীতি এবং মত স্থূল দৃষ্টিতে সামান্যতঃ সদৃশ বোধ হইলে অনুমান হয় তাহা এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে অনেক ধর্ম্মের ঐক্য দেখা যাইতেছে যথা (১) যদিও সর্ব্বদেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধে এক মতাবলম্বি নহে তথাচ সকল মনুষ্য কোন এক অদৃশ্য প্রভুকে মান্য করে। (২) পৃথিবীর প্রধান২ দেশের শাস্ত্র মধ্যে সৃষ্টি প্রকরণের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। (৩) ভিন্ন২ দেশীয় পুস্তকে মনুষ্যের আদ্যাবস্থার বর্ণনা প্রায় সমান, বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশে ষষ্ঠাধ্যায়ে মনুষ্যের আদ্যাবস্থার এইরূপ বর্ণনা আছে যথা।

প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতা।
সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাচারপ্রবণা মুনিসত্তম॥
যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্বাবাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ॥
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেঽন্তঃ সংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধজ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদং॥

অর্থাৎ "সেই সকল চাতুর্বর্ণ প্রজা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া অবধি সম্যক্ প্রকারে শ্রদ্ধালু এবং সদাচারি ছিল তাহারা

যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবাধে বাস করিতে পারিত এবং বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা নিতান্ত নির্ম্মল ও সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া কালযাপন করিত আর ধর্ম্মময় হরি তাঁহারদের পবিত্র অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিতেন সুতরাং তাহারা শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যোগ বলে সর্ব্বদা বিষ্ণুর পরম পদ অবলোকন করিত"।

এবং বায়ু পুরাণে লিখিত আছে তৎকালে বর্ণভেদ ছিল না যথা।

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदाऽऽसन्न सङ्करः ।
अनिच्छा द्वेषमुक्ताश्च वर्त्तयन्ति परस्परं ॥
तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमवर्ज्जिताः ।
सुखप्राया ह्यशोकाश्च उपयाते कृते युगे ।
तासां कर्माणि धर्मांश्च ब्रह्म व्यादधात् प्रभुः ॥

অর্থাৎ "সত্যযুগে বর্ণাশ্রম ভেদের ব্যবস্থা অথবা বর্ণসঙ্কর ছিল না সমস্ত লোকই নিস্পৃহ এবং পরস্পর দ্বেষ শূন্য হইয়া বাস করিত, আর আয়ুর পরিমাণ সকলেরি তুল্য ছিল এবং তাবৎ লোক সদাচারি হওয়াতে তাহারদের মধ্যে উত্তমাধম প্রভেদ হয় নাই, অপর সে কালে সকলেই সুখ ভোগ করিত কেহ শোক সন্তাপের লেশও জানিত না। ভগবান্ ব্রহ্মা তাহারদের ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধান করিয়াছিলেন"।

এবং বিষ্ণুপুরাণে পাপের উপক্রমের কথাও আছে যথা।

ततः कालात्मको योऽसौ स चांशः कथितो हरेः ।
स पातयत्यघं घोरमल्पमल्पाल्पसारवत् ॥
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते ।
रसोल्लासादयश्चान्याः सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति याः ॥

তাসু ক্ষীয়াস্বশেষাসু বর্দ্ধমানেষু পাপকে ।

দ্বন্দ্বাদিভবদুঃখার্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥

অর্থাৎ "অনন্তর ভগবানের কাল স্বরূপ অংশ অস্লং করিয়া ক্রমশঃ সকলকে ঘোর পাপে নিমগ্ন করিল সুতরাং তাহারদের সেই সিদ্ধি আর সহজে পূর্ণ হয় না, আর রস উল্লাস প্রভৃতি যে অষ্ট প্রকার সিদ্ধি হইত পাপের বৃদ্ধিতে সে সকল পরিক্ষীণ হওয়াতে সকলে দ্বন্দ্ব দুঃখে পীড়িত হইতে লাগিল"।

আর যেমন হিন্দুদিগের শাস্ত্রেতে সকল মনুষ্যকে সত্য যুগে পবিত্র সুখী এবং দীর্ঘায়ু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে পরে দ্বাপর ত্রেতা এবং কলিযুগে ক্রমশ আচার ভ্রষ্ট ও দুঃখী কহিয়াছে তদ্রূপ পূর্ব্বতন যবন অর্থাৎ গ্রীক জাতিরদের প্রাচীন গ্রন্থেও প্রথম যুগকে সুবর্ণ কাল স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছে তদনন্তর আর তিন যুগকে ক্রমশ রজত পিত্তল ও লৌহরূপে লক্ষিত করিয়াছে, এবং তৌরেত অর্থাৎ আদি পুস্তক নামে য়িহুদি-দিগের প্রসিদ্ধ প্রাচীন শাস্ত্রেও লিখে যে মনুষ্য জাতি আদ্যা-বস্থায় পবিত্র ও সুখী ছিল পরে আদি পুরুষেরা ঈশ্বরে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পতিত হয় এবং সেই অবধি তাহারদের সন্তানেরা স্বভাবতঃ আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে। (৪) অপর পূর্ব্বোক্ত তিন দেশের গ্রন্থেই লিখিয়াছে যে অত্যল্প লোক ব্যতীত পৃথি-বীস্থ সকল প্রাণি একদা জলপ্লাবনে বিনষ্ট হয় যদিস্যাৎ তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকে তথাচ আপাততঃ সে সমস্ত বিবরণ প্রায় সমান। মহাভারতের আরণ্যক পর্ব্বান্তর্গত মৎস্যোপাখ্যানে লিখিত আছে যে সত্যব্রত মনু প্রলয় কালে নৌকার মধ্যে সর্ব্ববীজ লইয়া সপ্ত ঋষির সহিত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন যথা।

নৌশ্চ কারয়িতব্যা তে দৃঢ়া যুক্তবটারকা ।

তত্র সপ্তর্ষিভিঃ সার্দ্ধং মারুহেথা মহামুনে ॥

বীজানি চৈব সর্ব্বাণি যথোক্তানি দ্বিজৈঃ পুরা।
তস্যামারোহয়ৈর্ নাবি সুসংগুপ্তানি ভাগশঃ॥
ততো মনু র্মহারাজ যথোক্তং মৎস্যকেন হ।
বীজান্যাদায় সর্ব্বাণি সাগরং পুপ্লুবে তদা॥
নৌকয়া শুভয়া ধীরো মহোর্ম্মিণ মরিংদম।

অর্থাৎ "হে মহামুনে তুমি রজ্জু সংযুক্ত এক সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সপ্ত ঋষির সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে আরোহণ কর এবং পূর্ব্বতন দ্বিজগণের দ্বারা বর্ণিত বীজ সকলও তাহার মধ্যে পৃথক২ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ কর। অনন্তর মনু মৎস্যের এই বাক্য শুনিয়া সকল বীজ সংগ্রহ করিয়া সুশোভিত নৌকায় আরূঢ় হইলেন এবং স্থিরচিত্তে মহা তরঙ্গ বিশিষ্ট সাগরের উপর ভাসিতে লাগিলেন"।

পরে সেই নৌকা হিমালয়ের শৃঙ্গে বদ্ধ হয় তাহাও উক্ত আছে যথা।

সাবদ্ধা তত্র তৈস্তূর্ণমৃষিভি র্ভরতর্ষভ।
নৌ র্মৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা॥

অর্থাৎ "হে ভরতশ্রেষ্ঠ ঋষিরা মৎস্যের বাক্য শুনিয়া পরে সেই নৌকাকে হিমালয়ের শৃঙ্গে বন্ধন করিয়াছিলেন"।

(৫) আর সকল দেশের মধ্যেই পশু বধ পুরঃসর যাগ যজ্ঞ করিবার প্রথা আছে, হিন্দু দিগের বেদে এবং য়িহুদিদিগের তৌরেতে যেমন যাগ যজ্ঞের বিধি-বাহুল্যরূপে প্রচারিত আছে তদ্রূপ প্রাচীন যবনেরাও ধূপ দীপ বলি প্রদান পূর্ব্বক আপনারদের দেবতার আরাধনা করিত (৬) এবং সকল জাতিমধ্যে পরকালের বিশ্বাসও আছে (৭) আর অনেক জাতীয় লোকের মধ্যে সপ্তাহ গণনা করিয়া কালভেদ করিবার প্রথাও

চলিত আছে, সপ্তাহ গণনার প্রথাকে অতি বিচিত্র কহিতে হইবেক কেননা তাহা চান্দ্র মাস সৌরীয় বৎসর এবং তীথ্যা-দির ন্যায় চন্দ্রের গতি অথবা সূর্য্যের অয়নাধীন নহে। অত-এব এই সকল কারণে নিশ্চয় অনুমান হইতেছে সকল দেশীয় শাস্ত্রের প্রথমতঃ এক মূল ছিল।

শিষ্য। হে গুরো যদি সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রের মূল এক হয় তবে সংসারের মধ্যে কি প্রকারে মত ও ধর্ম্মের এমত বৈল-ক্ষণ্য হইয়াছে?

গুরু। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ আদৌ নির্ম্মল ও যথার্থ থাকিলেও তৎ-কালে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা হয় নাই, প্রথমতঃ তাহা মৌখিক উপদেশে পুরুষ পরম্পরায় চলিত হয়। হিন্দুদিগের শাস্ত্রো-ক্তিতেও একথার দার্ঢ্য হয় কেননা ইহাঁরদের আদ্য শাস্ত্রের নাম শ্রুতি অর্থাৎ তাহা শ্রুত কথায় পরিপূর্ণ. ইহাতে আমার-দের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে হিন্দুদিগের মতেও আদ্য শাস্ত্র প্রথমতঃ লিখিত হয় নাই কেবল উপদেশক পরম্পারায় চলিত হইয়াছিল, ফলতঃ এস্থলে বেদের বিষয়ে অধিক তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি এই মাত্র বক্তব্য যে ঈশ্বর জ্ঞানের আদ্য শাস্ত্র প্রথমতঃ নির্ম্মল থাকিলেও ভিন্ন২ লোকে ক্রমশ তাহাকে বিকৃত করিয়া আপনারদের আধুনিক কল্পনায় মিশ্রিত করিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত শুন, যাদৃশ অনেকানেক স্রোতস্বতী পর্ব্বতস্থ নির্ম্মল উৎস হইতে স্বচ্ছ-ভাবে নির্গতা হইলেও পরে নানা দেশ মধ্য দিয়া বহনশীল হওয়াতে তথাকার সমল ভূমি সংযোগে মলিন হইয়া পড়ে তাদৃশ ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রবাহ আদৌ নির্ম্মল থাকিলেও নানা জাতীয় লোকের কুসংস্কার প্রযুক্ত বিবিধ প্রকারে অশুদ্ধ হই-য়াছে। আর সত্যের আকার এক প্রকার, ভ্রম বহুরূপী,

সুতরাং নানা দেশে লৌকিক কল্পনার বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত নানা প্রকার অযথার্থ মতের চলন হইয়াছে।

শিষ্য। হে গুরো সংসারের মধ্যে মতের বৈলক্ষণ্য হইবার আর কোন কারণ আছে কি না?

গুরু। হে সৌম্য মতান্তর হইবার আর এক হেতু এই যে মনুষ্যজাতি ভিন্ন২ দেশে পৃথক হইয়া বসতি করিবার পর পরমেশ্বর তাহারদের মতিভ্রম ও দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতীকার করণার্থ সাধু পুরুষদিগের নিকট নিজ মহিমা ও সত্য মার্গের জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন সুতরাং যে২ দেশে ঈশ্বরের জ্ঞান বারম্বার এই প্রকারে প্রকাশ হইয়াছিল তথাকার ভ্রমরূপ অন্ধকার সত্যের জ্যোতিতে প্রায় সমুদয় উচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু যে২ দেশে এই নূতন জ্ঞান জ্যোতি দেদীপ্যমান হয় নাই তথাকার অজ্ঞান তিমির মনুষ্যের মনকে ঘোরতর রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অতএব মতের বৈলক্ষণ্য হইবার এই দ্বিতীয় কারণ।

শিষ্য। আপনার বাক্যেতে প্রতীতি হইতেছে যে ঈশ্বরের ও ধর্ম্ম মার্গের জ্ঞান যাহা মনুষ্যদিগের প্রতি আদৌ প্রকাশিত হয় তাহা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পরে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় আর যে২ দেশের লোকদিগকে পরমেশ্বর পুনশ্চ উপদেশ করেন তাহারাই কেবল যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় অতএব হে গুরো কোন্২ লোকের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান পুনশ্চ প্রকাশ করেন তদ্বিষয় উপলব্ধি করণার্থ আমার অন্তঃকরণ অস্থির হইতেছে কেননা যথার্থ ধর্ম্মমার্গের জ্ঞান বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে পরম পুরুষার্থ।

গুরু। হে শিষ্য তুমি যে এবিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করিতেছ ইহা কর্ত্তব্য বটে, আমিও পরে তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব। সম্প্রতি বিবেচনা কর যাহারা ভ্রান্তিকূপে মগ্ন আছে তাহারাও আপনাদের মতকে শুদ্ধ জ্ঞান করে, যদি

কেহ তাহারদিগেকে কহে "তোমাদের মত অযথার্থ আর অমুক মত সত্য" তথাপি তাহারা আত্মমতের পক্ষপাত প্রযুক্ত অন্য কোন শাস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে না. একারণ প্রথমতঃ এমত কোন প্রমাণের নিরূপণ করা আবশ্যক হইতেছে যদ্দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতে পারে কোন্ মত ঈশ্বরোক্ত কোন মতইবা মনুষ্য কল্পিত। ফলতঃ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রকে ঈশ্বরোক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যাদৃশ কোন বিদেশী লোক আপনাকে সার্ব্বভৌম মহারাজের দূত বলিয়া পরিচয় দিলে যদি তাহার নিকট রাজার লিপি না থাকে তবে তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করে না তদ্রূপ কোন আচার্য্য যদি আপনাকে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রচারক বলিয়া পরিচয় দেন তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণের নির্দ্দেশ না করেন, ততক্ষণ বুদ্ধিমান লোকে তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিবেন না কেননা সংসারের মধ্যে অনেক ভাক্ত আচার্য্য আছে যাহারা প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবার নিমিত্ত ও আত্ম গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ মিথ্যা কহিতে কাতর হয় না এবম্ভূত ধূর্ত্ত পুরুষেরা আরো কহে যে ঈশ্বর তাহারদিগকে নূতন শাস্ত্র প্রচার করণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব বিচক্ষণতা পূর্ব্বক তাহারদিগের নিকট প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা অতি আবশ্যক।

শিষ্য। আপনি যথার্থ কহিতেছেন যে কোন শাস্ত্র ঈশ্বরোক্ত কি না তাহা নিশ্চয় করণার্থ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে অতএব হে গুরো কীদৃশ প্রমাণ রূপ কষ্টি প্রস্তরে শাস্ত্রের সত্যাসত্য বিষয়ক পরীক্ষা হইতে পারে তাহা কহিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। কোন শাস্ত্র ঈশ্বরোক্ত কি না তাহা সিদ্ধ করণার্থ প্রথমতঃ এই এক প্রমাণ যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে যদি শাস্ত্র সংস্থাপক আচার্য্য এমত২ অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন যাহা মানুষিক শক্তিকে অতিক্রমণ করে এবং ঈশ্ব-

রের সহায়তা বিনা প্রাপ্য হয় না। এই রূপ লোকাতীত অদ্ভুত শক্তি দুই প্রকার হইতে পারে প্রথমতঃ অদ্ভুত ক্রিয়া শক্তি, যথা রোগিকে বচন মাত্রে সুস্থ করা, মৃত লোককে সজীব করা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ অদ্ভুত জ্ঞান শক্তি অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃতা, যথা দশ কিম্বা শত বৎসরান্তে ভাবি ঘটনার সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা। এই দুই প্রকার অদ্ভুত শক্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে মৃত লোককে জীবিত করিবার ন্যায় আশ্চর্য্য ক্রিয়ার লক্ষণ শীঘ্র প্রকাশ হয় কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তৃতা রূপ অদ্ভুত জ্ঞান কহিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রতি-পন্ন হয় না, যেপর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বক্তার বচনানুযায়ি ঘটনা না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার সত্যাসত্য সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হয় না। যদি কেহ লোক সমূহকে কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করাইতে যত্ন করত ঐ দুই প্রকার অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন তবে প্রত্যয় করা যাইতে পারে যে তিনি ঈশ্বরের আদেশে ঐ শাস্ত্র বিস্তার করিতেছেন কেননা সকলেই বুঝিবে যে সামান্য মনুষ্যের এমত লোকাতীত শক্তি নাই, কেবল ঈশ্বর হইতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, আর ঈশ্বর পরায়ণ লো-কের এমত বিশ্বাস আছে যে পরমেশ্বর প্রজার বিড়ম্বনা করণার্থ এবম্ভূত আশ্চর্য্য শক্তি কোন বঞ্চক কিম্বা মিথ্যা পুরুষকে দেন না।

[শিষ্য। কিন্তু হে গুরো যদি কোন আচার্য্যাভিমানি ধূর্ত্ত পুরুষ ছল করিয়া কহে আমি লোকাতীত ক্রিয়া করিতে সক্ষম তবে তাহার ধূর্ত্তত্ব কিরূপে সপ্রমাণ হইতে পারে? ইদানীন্তন লোক আমারদের সাক্ষাৎ ঐ প্রচার অভিমান করিলে আমরা আপনারা তাহার কথার সত্যাসত্য সহজে পরীক্ষা করিতে পারি কেননা তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখাইতে কহিলেই তথ্যাতথ্য জানা যাইতে পারে। পরন্তু কোন্ পূর্ব্বতন লোকের উপাখ্যানে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার

বর্ণনা থাকিলে কি করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ ভিন্ন২ শাস্ত্রেতে স্ব২ পক্ষীয় আচার্য্যদের অদ্ভুত ক্রিয়ার বর্ণনা শুনা যায় সে সকল শাস্ত্রই কি গ্রাহ্য হইবে?

গুরু। না, তাহা হইতে পারেনা, আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা সত্য কিনা তাহার বিচার করিতে হইবে।

শিষ্য। এবিষয়ে সত্যাসত্য বিবেচনা করিবার উপায় কি তাহা বিস্তার করিয়া বলুন।

গুরু। কোন প্রাচীন আচার্য্যের বিষয়ে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা থাকিলে তাহা কেবল শাব্দ প্রমাণাধীন বিশ্বাস্য হইতে পারে, অতএব শাব্দ প্রমাণ কোন২ স্থলে গ্রাহ্য কোন২ স্থলে অগ্রাহ্য তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য, "শাব্দ প্রমাণ গ্রহণ কালে বিবেচনা করিতে হইবে যে যিনি সাক্ষ্য দিতেছেন তিনি আপ্ত কি না, অর্থাৎ আপনি উত্তম রূপে অবগত ছিলেন কি না, এবং সত্যবাদী হইয়া বর্ণনা করিবেন এমত সম্ভাব্য কি না, যদি তিনি আপনি অবগত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার চরিত্রেও সত্যবাদিত্বের লক্ষণ দেখা যায় তবে তাঁহার কথা অবশ্য গ্রাহ্য বটে নচেৎ তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে। যিনি আপনি উত্তম অনুসন্ধান না করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করেন তাঁহার বর্ণনায় ভ্রম থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা এবং তাহাতে নিশ্চয় বিশ্বাস করা যায় না, অথবা যিনি কোন ঐহিক চেষ্টায় সত্য হইতে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন ও যাহার স্বভাবে মিথ্যা কথনের প্রবর্ত্তক কারণ দেখা যায় তিনিও বিশ্বাস্য নহেন। যথার্থ তথ্য না বুঝিয়া লিখিলে গ্রন্থকর্ত্তা আপনি ভ্রান্ত হইয়া অন্যের ভ্রান্তি জন্মাইতে পারেন কিম্বা কোন অধম পুরুষার্থের লোভে মুগ্ধ হইলে সত্যের সরল পথ ত্যাগ করিয়া মিথ্যার কুটিল পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তাহাতে জ্ঞাতসারে অন্যের সম্বন্ধে মিথ্যাবাক্যের উপদেশক হয়েন"।

সুতরাং আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়ে এই বিবেচনা করিতে হই-বেক যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তিনি সত্যপ্রেমী ও মিথ্যাদ্বেষী ছিলেন কি না এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়া ছিলেন কি না, আব তাহাতে তাঁহার নিজের কোন ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা ছিল কি না ? আর তৎকালীন লোকের-দেরই বা সে বিষয়ে কি মত ছিল ? অপর যাহার প্রতি ঐ শক্তি আরোপ হয় তিনি সাধারণের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিয়াছি-লেন কি না ? যে ক্রিয়া অদ্ভুত রূপে বর্ণিত হইয়াছে স্বাভাবিক বস্তু গুণে তাহা করা যাইত কি না ? এবম্ভূত নানা প্রকার কথার বিবেচনা কর্ত্তব্য, অধিকন্তু আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণন-কারির নাম ধাম চরিত্র এবং তাৎপর্য্য আর তাহার গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশের দেশ কাল এবং তৎকালীন লোকের মত ইত্যাদি বিচার করিলে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সত্যাসত্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিবরণে কবিতাতে রচিত হইলে তাহার তথ্যতা বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। অলঙ্কার বেত্তারা রসাত্মক বলিয়া কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারদের মতে কেবল ইতিবৃত্ত লিখিলে কাব্যেতে দোষ জন্মে সুতরাং কবির বর্ণনায় আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রসঙ্গ দেখিলে আপাততঃ সন্দেহ জন্মিতে পারে বুঝি কবিবর অদ্ভুত রসে রসিক হইয়া পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ অত্যুক্তি করিতেছেন, অথবা বীররসে উৎসাহিত হইয়া বীরের বীর্য্য প্রকাশার্থ উৎকট বর্ণনা করিতেছেন।

যেং আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিবরণে উক্ত দোষ না থাকে অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষদর্শি অথচ সত্যপ্রেমি বিচক্ষণ লেখক দ্বারা গদ্যেতে সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যদ্বিষয়ে ভ্রম ও প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারে না তাহাকে যথার্থ ও আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে]

শিষ্য। শাস্ত্রের সত্যতা নিরূপণার্থ আর যে২ প্রমাণ আছে তাহাও বিস্তার করিয়া বলুন।

গুরু। যে আচার্য্য অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে পারেন তাহার প্রতি আপাততঃ এমত বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত, কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহার শাস্ত্রের বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবেন না, কেননা গ্রহণ করণের পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে হইবে সে শাস্ত্র ঈশ্বরের উপযুক্ত কি না আর তাহাতে ঈশ্বরের সদ্গুণের কোন প্রকার বিরুদ্ধ কথা আছে কি না। সকলেই বিবেক শক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন যে ঈশ্বর অসীম পরিমাণে পবিত্র, এবং ধার্ম্মিক লোকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও অধর্ম্মেতে তাঁহার বিরাগ। কোন২ লোক বিবেচনা না করিয়া কহেন যে ঈশ্বর আমারদের কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখেন না আর তাঁহার পক্ষে সৎ কর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম উভয়ই সমান, কিন্তু এপ্রকার উক্তিতে মহাভ্রম দেখা যাইতেছে কেননা ঈশ্বর সাধুলোকেতে প্রসন্ন ও দুষ্ট লোকেতে অপ্রসন্ন ইহার এই এক নিশ্চয় প্রমাণ দেখা যায় যে সকলের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ ধর্ম্মভয় আছে, অতি নরাধম পাপিষ্ঠ ব্যতিরেকে সকলেই নিভৃত স্থানেও কুকর্ম্ম করিতে ভয় করে, তাহারা যদি ঈশ্বরকে পাপির দণ্ডদাতা বলিয়া না মানে তবে কি কারণ ভীত হয়? পরমেশ্বর পরম পবিত্র ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে সকল লোকেরই ধর্ম্মা ধর্ম্মের বিবেক আছে, দুষ্ট লোকেরাও জানে যে ধর্ম্ম সাধন উত্তম বিহিত এবং ইষ্টফলদায়ি আর অধর্ম্মসাধন মন্দ এবং অনিষ্ট জনক। অপর মনুষ্যের অন্তঃকরণ যে স্বভাবতঃ ধর্ম্মেতে প্রসন্ন ও অধর্ম্মেতে অপ্রসন্ন তাহাকেও ঈশ্বরদত্ত কহিতে হইবে সুতরাং নিশ্চয় অনুমান হয় যে এমত স্বভাব শক্তির নির্ম্মাতা পরমেশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মের অনুরাগী এবং অধর্ম্মের বিরাগী, তাঁহার অভীষ্ট এই যে মনুষ্য ধর্ম্মজ্ঞ এবং শুদ্ধচিত্ত হয় আর সর্ব্বপ্রকার

দুষ্টতা ও মনের মালিন্য ত্যাগ করে। অপর ঈশ্বর যদি স্বয়ং এমত পবিত্রাত্মা হয়েন এবং মনুষ্যের শুদ্ধাচার বাঞ্ছা করেন তবে তাঁহার শাস্ত্র কেমন শুদ্ধ হইবে বিবেচনা কর। অতএব কোন আচার্য্য অশুদ্ধাচার ও কুনীতি পোষক অর্থাৎ দয়া সত্য ন্যায়াদি সদ্গুণ রোধক এবং কাপট্য ব্যভিচার বিরোধ হিংসাদি দুষ্ক্রিয়া বর্দ্ধক শাস্ত্র এই সংসারের মধ্যে চলিত করিলে বুদ্ধিমান লোকে কখন ঈশ্বরোক্ত বলিয়া তাহা স্বীকার করিবে না। অপর কোন ধার্ম্মিক পুরুষ জ্ঞাত সারে আপনার পুত্রকে এমত্য অসৎ উপদেশ দেন না যাহাতে অন্তঃকরণ মধ্যে মালিন্য ও পাপাসক্তি জন্মিতে পারে, ঈশ্বরও সম্পূর্ণ পবিত্রাত্মা ও ধর্ম্মময় হইয়া কখনও অশুদ্ধ দূষ্য শাস্ত্র দিয়া আপন প্রজাগণের বিড়ম্বনা করেন না।

[শিষ্য। হে গুরো কীদৃশ দোষ থাকিলে শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিতে হয় তাহার কএক উদাহরণ নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। দেখ, মোসলমান দিগের শাস্ত্রে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি মাত্রকে তাড়না ও বধ করিতে উপদেশ দেয়, তাহা কি ঈশ্বরোক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে ভ্রান্ত তাহার দিগকে সৎ শিক্ষা দিয়া এবং বিচারে পরাস্ত করিয়া ঈশ্বর পরায়ণ করাই যুক্তি সঙ্গত কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া অথবা বল দ্বারা আত্ম মতাবলম্বি করা কখন বিহিত নহে। ধনুর্ব্বাণ খড্গাদি লৌহময় অস্ত্রাঘাতে শরীর বিদীর্ণ হইতে পারে কিন্তু হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন হয় না সুতরাং যাহারা কায়িক ক্লেশ অথবা মৃত্যু দণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া লোককে ধর্ম্মানুরাগি করিতে চেষ্টা করে তাহারদের ঘোরতর মতিভ্রম প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর কখনও তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণের প্রবৃত্তি দেন না।

অপিচ, প্রাচীন যবন অর্থাৎ গ্রীক জাতিরদের আচার্য্যেরা যেং ব্যক্তিকে দেবাবতার বলিয়া বর্ণনা করিত তাহারদের অনেকের চরিত্র অতি জঘন্য সুতরাং সে সকল দুরাত্মাকে কথন দেবতা কহা যাইতে পারে না। তাহারা সর্ব্ব প্রধান দেবকে জুপিতর প্রজাপতি নাম দিয়া পূজা করিত। তিনি অত্যন্ত কামুক ছিলেন অনেক ব্যক্তির ভার্য্যার সতীত্ব ভ্রষ্ট করিয়া বিহার করিয়াছিলেন এবং ভগিনী গমন পর্য্যন্ত পাপাচরণেও বিরত হয়েন নাই অতএব যে আচার্য্যেরা এমত আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করে তাহারদিগকে কেমন করিয়া ঈশ্বর প্রেরিত কহা যাইতে পারে?

ইজিপ্ত অর্থাৎ মিসর দেশীয় আচার্য্যেরাও ঐ রূপ জঘন্য ধর্ম্মের উপদেশ করিতেন তাঁহারা পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ ফল মূলকেও দেবতা বলিয়া কুক্কুর বিড়াল ভুজঙ্গ বিহঙ্গ শাক পলাণ্ডুর পূজা করিতেন, তাহারদিগকেই বা কিপ্রকারে ঈশ্বর প্রেরিত কহা যাইতে পারে?

[অতএব যেং শাস্ত্রে পরমেশ্বরের মহিমার ব্যতিক্রম সম্ভাবনা আছে তাহা সদ্যই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, একারণ কোন আচার্য্যের কথায় মনোযোগ করিতে হইলে তাহাতে অসৎ শিক্ষার অভাব আছে কি না আদৌ তাহার বিবেচনা করিতে হইবে]

শিষ্য। হে গুরো আপনি ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রের দুই প্রমাণ কহিয়াছেন প্রথম শাস্ত্র প্রবর্ত্তক দিগের অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ, দ্বিতীয় শাস্ত্রের শুদ্ধ তাৎপর্য্য যাহাতে ধর্ম্মের উন্নতি ও অধর্ম্মের হ্রাস হইতে পারে, আমারও বোধ হইল সত্য শাস্ত্রের পক্ষে এই দুই প্রমাণের প্রয়োজন আছে বটে। এক্ষণে কৃপা করিয়া আজ্ঞা করুন কোন্ শাস্ত্র বিষয়ে এই দুই প্রমাণ পাওয়া যায়?

গুরু। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি ঈশ্বরজ্ঞান এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ সংসারের মধ্যে প্রথমতঃ সকলেই সত্যরূপে জানিত পশ্চাৎ অনেকে আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে অতএব আদৌ ঐ প্রাক্তন সত্য জ্ঞানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করি পরে বিস্তার করিয়া কহিব ঈশ্বর কোন্ আচার্য্য দ্বারা সত্য শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন আর ঐ শাস্ত্রের মতই বা কি? এবম্ভূত বর্ণনায় শাস্ত্রের সত্যতার ঐ দুই প্রমাণ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবা। প্রথম নর নারীর যখন সৃষ্টিহয় তখন তাঁহারা উভয়েই ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরাজ্ঞার পালনকারী ছিলেন, ঈশ্বরও তাঁহারদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন তন্নিমিত্তে তাঁহারা পরমানন্দে বাস করিতেন কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে সেই পরমানন্দের অবস্থা বহুকাল স্থায়িনী হয় নাই কেননা শয়তান নামক দুরাত্মা যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের আজ্ঞাকারি স্বর্গীয় দূত ছিল পরে অভিমানে ভ্রষ্ট হইয়া ঈশ্বরের বৈরী হয় সে ব্যক্তি আদি পুরুষদিগের ধর্ম্মাচরণ ও সুখ দেখিয়া ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহারদের বিনাশ চিন্তা করিতে লাগিল পরে কোন মতে জানিতে পারিলেক যে ঈশ্বর তাহারদিগকে এক বিশেষ বিধি পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিলেই তাহারদের পতন হইবে অতএব খলতা পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই ক্রমশঃ ঐ বিধির ব্যতিক্রম করিতে প্রবৃত্তি দিল। আদি পুরুষেরা এই রূপে শয়তানের বিড়ম্বনায় ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ও পাপি হইয়া আপনারদিগকে পরমসুখে বঞ্চিত করত অমরত্ব হারাইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইলেন। পরমেশ্বরও তাহারদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে রম্য উপবনের আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু যদিও জগদীশ্বর তাহারদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তথাচ করুণা করিয়া তাহাদের মনস্তাপের কিঞ্চিৎ উপশম করণার্থ গূঢ় বাণী দ্বারা ভবিষ্যৎ এক রক্ষক প্রেরণ

করিতে অঙ্গীকার করিলেন সেই রক্ষকের আবির্ভাব প্রত্যাশায় তাহারা যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল। অনন্তর তাহারদের সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইলে ইহারাও পিতৃমাতৃ স্বভাবানুসারে জন্মতঃ অশুদ্ধচিত্ত হইয়া উঠিল তাহাতে মনুষ্যের স্বভাব অদ্য পর্য্যন্ত তদ্রূপ দোষাশ্রিত হইয়া প্রবল আছে। কিন্তু মনুষ্যের আদিম শুদ্ধতা বিনষ্ট হইলেও তাহারা একেবারে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হয় নাই, ঈশ্বর দয়া করিয়া সে কালের ভক্তগণের প্রতি আপনার মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মের মার্গ প্রকাশ করিতেন এবং ভক্ত গণেরাও অন্যান্য লোককে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পরন্তু এ প্রকারে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলেও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে লাগিল পৃথিবীও দুর্নীতি এবং অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইল তা-হাতে পরমেশ্বর জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত মনুষ্যের কুল ধ্বংস করিলেন কেবল নোহ নামে ধার্ম্মিক পুরুষ আপনার স্ত্রী পত্র ও পুত্রবধূ সমেত প্রত্যেক জাতীয় জন্তুর এক২ দম্পতী লইয়া এক বিশেষ নৌকারোহণ পূর্ব্বক রক্ষা পাইয়াছিলেন পরে জলের হ্রাস হইলে ভূমির উপর অবরোহণ করিয়াছি-লেন। দুষ্ট লোকের এই ঘোর দণ্ড এবং সদ্যো বিনাশ হও-য়াতে নোহ ঈশরের প্রভাব দেখিয়া সপরিবারে অবশ্য মনে২ ভয়াকুল হইয়া থাকিবেন। অনন্তর তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইলে তাহারদের দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল। ফলতঃ ইদানীন্তন সকল জাতিই তাঁহার বংশে উৎপন্ন হই-য়াছে। নোহের বংশ বৃদ্ধি হইলে পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বর এবং ধর্ম্মমার্গ বিষয়ক জ্ঞান পুনশ্চ বিকৃতি ভাবাপন্ন হইতে লাগিল কেননা প্রায় সকলেই এক ঈশ্বরের সেবা ত্যাগ করিয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে পরমেশ্বর যিহুদিরদের পিতামহ আব্রাহাম নামে এক জন সাধু লোককে খল্‌দয়া নামক দেশ হইতে আহ্বান করিয়া কনান নামক দেশে প্রেরণ করিলেন এবং তথায় তাঁহার সন্তান দি-

গকে বাস করিবার অধিকার দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন অধিকন্তু তাঁহাকে কহিলেন "তোমার বংশ হইতে সমস্ত সংসারের কুশল হইবে" আব্রাহাম অতি ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন এবং পরমেশ্বরও তাঁহার ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অপর পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে আব্রাহামের বার্দ্ধক্য দশায় ইসহাক নামা এক পুত্র জন্মে পরে ইসহাকেরও য়াকুব নামা এক পুত্র হয়, পরমেশ্বর ঐ য়াকুবের নামান্তর ইস্রাএল রাখেন। তাহার দ্বাদশ পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই পিতার সহিত কনান ভূমিতে বাস করে এবং কিয়ৎকালানন্তর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে মিসর দেশে গমন করে সেখানে তাহারদের অনেক সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হয়। মিসর দেশীয় লোকেরা তাহারদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া তাহারদিগকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিল পরমেশ্বর তাহা দেখিয়া আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করত মুসা নামে এক সৎপুরুষকে নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া করিবার শক্তি প্রদান করেন। মিসর দেশীয় লোকেরা ইস্রাএল জাতিকে আপনারদের দাস করিয়া রাখিতে বাসনা করিয়াছিল কিন্তু তাহারদের রাজা মুসার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত তাহারদিগকে ত্যাগ করিল কেননা মুসার আজ্ঞাতে তাহারদের ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য পঙ্গপালে ও শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায় ও নদীর জল রক্তময় হয় এবং তিন দিবস পর্য্যন্ত ভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে আর প্রত্যেক গৃহে প্রথমজাত পুত্র এক রাত্রির মধ্যে পঞ্চত্ব পায়। অপর ইস্রাএল জাতি মিসর দেশ হইতে নির্গত হইলে মিসর দেশীয়েরা তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল তাহাতে উভয় জাতি সমুদ্রকূলে আসিয়া উপনীত হয় তখন ভক্তবৎসল পরমেশ্বর আপন সেবক গণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সমুদ্রের জল বিভাগ করাতে দুই পার্শ্বে জলপ্রবাহ প্রাচীরের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল এবং

মধ্যস্থল শুষ্ক হইয়া থাকিল তাহাতে ইস্রাএল জাতি পার হইবার পথ পাইল। এই রূপে ইস্রাএল লোকেরা পদব্রজে সমুদ্রপার হইয়া নির্বিঘ্নে অপরপারে উপস্থিত হইল কিন্তু মিসর দেশীয়েরা তাহারদের ন্যায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে জল প্রবাহ বহনশীল হওয়াতে মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ছিল যে ইস্রাএল লোকের প্রতি পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্য শাস্ত্র অর্পিত হয় এবং তাহারদের উপলক্ষে ক্রমশঃ তাহা সংসারের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ইস্রাএল জাতি মিসর দেশ হইতে নির্গত হইলে পরমেশ্বর প্রথমতঃ তাহারদিগকে আরবি দেশে লইয়া যান এবং সেখানে সিনায় নামে এক পর্ব্বতের উপর মহা প্রতাপের সহিত তাহারদিগকে দর্শন দেন। তৎকালে সেই পর্ব্বত মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে বিদ্যুতের উদ্দীপন এবং মেঘগর্জ্জন হইতেছিল তাহাতে পর্ব্বত কম্পমান হইয়া ধূমবান ও জ্বলনশীলরূপে প্রতীত হইয়াছিল অতএব পরমেশ্বরের প্রভাব এমত ভয়ানক রূপে প্রকাশ হওয়াতে সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হইল। অনন্তর পরমেশ্বর মুসার প্রতি আপন আজ্ঞা এবং ইস্রাএল লোকের শাসনার্থ সমস্ত ব্যবস্থা প্রচার করিলেন সেই ব্যবস্থা সংহিতায় যাগ যজ্ঞ শৌচ ক্রিয়াদি বিষয়ক নানা আচার ব্যবহারের নিয়ম এবং দয়া সত্যাদি আচরণের বিধি প্রকাশ হয়। তাহার মধ্যে দশ আজ্ঞা প্রধান ছিল। প্রথম আজ্ঞার তাৎপর্য্য, এক ঈশ্বর সেবা, ২ আজ্ঞার তাৎপর্য্য মূর্ত্তি পূজা নিষিদ্ধ, ৩ আজ্ঞার তাৎপর্য্য নিরর্থক ঈশ্বরের নামোল্লেখ অকর্ত্তব্য, ৪ আজ্ঞার তাৎপর্য্য সপ্তম দিনে বিষয় কর্ম্মে বিরত হওয়া আবশ্যক, ৫ আজ্ঞার তাৎপর্য্য পিতা মাতার আদর কর্ত্তব্য, ৬ আজ্ঞার অভিপ্রায় নরহত্যা নিষিদ্ধ, ৭ আজ্ঞার তাৎপর্য্য পরস্ত্রী গমন নিষিদ্ধ, ৮ আজ্ঞার তাৎপর্য্য চৌর্য্য বৃত্তি ত্যাজ্য, ৯ আজ্ঞার তাৎপর্য্য মিথ্যা সাক্ষ্য নিষিদ্ধ, ১০ আজ্ঞার তাৎপর্য্য পরকীয় বস্তুতে নিঃস্পৃহা।

পরমেশ্বর তাহারদের প্রতি ঐ আজ্ঞা করিয়া আরও অঙ্গীকার করিলেন "যদি তোমরা এই ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে আচরণ কর তবে কনান দেশে নানা প্রকার সুখ এবং কল্যাণ ভোগ করিতে পাইবা কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিলে মহা ক্লেশ এবং বিপদে পতিত হইবা" জগদীশ্বর যেমত কহিয়াছিলেন তদ্রূপ ঘটনা হইল, যে দিবস ঈশ্বর আপন শাস্ত্র প্রকাশ করেন সেই দিনেই ইস্রাএল লোকেরা তাঁহার আজ্ঞার ব্যতিক্রম করত এক স্বর্ণময় বৎস নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিল তাহাতে ঈশ্বরের কোপ প্রজ্বলিত হওয়াতে তাহারদের তিন সহস্র লোক সদ্যো বিনষ্ট হইল আর অবশিষ্ট ব্যক্তিরদের প্রতি ঐ অবিশ্বাসের এই দণ্ড হইল যে তাহারা আরব দেশীয় নির্জ্জল মরু ভূমিতে ভ্রমণ করত চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কানান দেশে প্রবেশ করিতে পাইবে না। অনন্তর পরমেশ্বর অনেক অদ্ভুত ক্রিয়ার দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে ঐ দেশের অধিকার দিয়া তাহারদের উপলক্ষে তথাকার নিবাসি দুষ্টলোকদিগকে নষ্ট করিলেন পরে সে দেশ ইস্রাএল লোকদিগের দ্বাদশ গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হইল এবং তাহারা সেখানে বাস করিতে লাগিল কিন্তু ঐ কৃতঘ্ন জাতি সেখানেও অবাধ্য হইয়া শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিল সুতরাং পরমেশ্বর যে পরমার্থ তত্ত্বের নির্ম্মল জ্ঞান ও পরমাত্মার যথার্থ সেবা এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত সদাচরণ তাহারাদর মধ্যে স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ হইল না তন্নিমিত্তে ইস্রাএল জাতি ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া শত্রুর বশীভূত হওত নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে কিন্তু যে২ সময়ে তাহারা আপনাদের দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিয়াছিল তখন ঈশ্বর কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন আর আবশ্যক মতে তাহারদিগকে সদুপদেশ দিবার জন্য আচর্য্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই

আচার্য্যেরা পরমেশ্বরের মহিমা এবং উৎকর্ষ প্রচার করিতেন এবং স্বদেশীয় দিগকে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্তি দিতেন আর কুকর্ম্মের দারুণ দণ্ড দেখাইয়া দুর্বৃত্ত লোকদিগের মনে শঙ্কা উৎপন্ন করিতেন। পরমেশ্বর ঐ আচার্য্য গণকে ভাবি বিষয়ের জ্ঞান দিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় এই যে দুষ্ট লোক ভবিষ্যৎ দণ্ডের প্রসঙ্গ শুনিয়া ভীত হইয়া দুষ্কর্ম্মে বিরত হইবে এবং সাধু লোক ভবিষ্যৎ কল্যাণের বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দচিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করত কল্যাণদাতা ঈশ্বরের সেবায় স্থির থাকিবে। আচার্য্যের দিগ-কে ভবিষ্যৎ ঘটনার জ্ঞান দিবার দ্বিতীয় অভিপ্রায় এই যে নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে তাহারদের ভবিষ্যৎ বাণী সকল দেখিয়া লোকে বুঝিবে যে তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রেরিত উপদেশক বটেন আর ঈশ্বরের শক্তিতে দৈবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সুতরাং যাহারা তাহারদের উপদেশ অনাদর করিবেক তাহার দিগকে অবশ্য দুঃখ ও দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। উক্ত আচার্য্যদের মূল গ্রন্থ হিব্রি ভাষাতে রচিত হইয়া অদ্যাবধি চলিত আছে ২১০০ বৎসর গত হইল তাহা গ্রীক অর্থাৎ প্রাচীন যবন ভাষায় অনুবাদিত হই-য়াছে তদ্দ্বারা সে শাস্ত্র অন্যান্য দেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং সত্যধর্ম্মের জ্যোতি সংসারের অনেক স্থলে প্রকাশ হইয়াছে।

শিষ্য। মুসার পর যে২ আচার্য্যের উদয় হয় তাহারদের শাস্ত্রে কি মুসার রচিত গ্রন্থের অতিরিক্ত অভিপ্রায় আছে?।

গুরু। মুসার পরে যে২ ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইয়াছিল তাহারদের গ্রন্থে পরমেশ্বরের মহিমা ও গুণ বর্ণন এবং তাহার সেবার যথার্থ ধারা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হই-য়াছে এসকল আচার্য্যেরা যিহুদিলোকদিগকে এই উপদেশ করিতেন যে পরমেশ্বর কেবল যাগ যজ্ঞ হোমাদির অনুষ্ঠানে

সন্তুষ্ট হয়েন না বরং এই চাহেন যে যাবদীয় মনুষ্য আপনাদের সৃষ্টি কর্ত্তার মাহাত্ম্য বুঝিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখে এবং তাঁহার আজ্ঞানুযায়ি দয়া সত্য ন্যায়াচরণে যথার্থ রূপে অনুরক্ত হয়।

শিষ্য। আপনি যে২ যিহুদীয় শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিলেন তদ্ভিন্ন কি অন্য কোন শাস্ত্র আছে? না তাহাতেই পরমার্থ তত্ত্ব এবং মুক্তি সম্বলিত সমস্ত কথা নিরূপিত হইয়াছে।

গুরু। পরমেশ্বর আপনার স্বভাব এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম ও শেষ গতির সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমস্ত সারাংশ যিহুদীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যিহুদীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরীয় শাস্ত্রের উপক্রম মাত্র তাহার অনেক স্থলে ভবিষ্যৎ বার্ত্তার প্রসঙ্গ আছে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মুসার আদ্য গ্রন্থ যাহাতে মনুষ্যের পতিত হওনের বর্ণনা আছে তাহাতে এক ভবিষ্যৎ ত্রাণ কর্ত্তারও সংবাদ আছে যিহুদিরা সর্ব্বদা সেই ত্রাণ কর্ত্তার প্রত্যাশা করিতে পরমেশ্বরও তাঁহার আগমনের বিষয়ে পুনঃ২ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি আব্রাহামকে কহিয়াছিলেন "তোমার বংশ হইতে সমস্ত সংসারের কল্যাণ হইবে" মুসাও কহিয়াছিলেন "ঈশ্বর আমার সদৃশ আর এক আচার্য্যের উৎপাদন করিবেন, পরমেশ্বর যিহুদিরাজ দাবিদের নিটকও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন "তোমার বংশে ইস্রাএল এবং সমস্ত সংসারের উদ্ধার কর্ত্তা উৎপন্ন হইবেন"। দাবিদ রাজার সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরানন্তর ইসায়া আচার্য্য জন্মিয়াছিলেন তাহার ভবিষ্যৎ বাণী সম্বলিত গ্রন্থে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে দাবিদ রাজার বংশে এক অতি মহাত্মা পুরুষের অবতার হইবে যিনি পাপহারক ও জগতের কল্যাণদাতা হইয়া এক সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন করিবেন, তদনন্তর দান্যাল নামক আচার্য্য ঐ মহাত্মার আগমন কাল নিরূপণ করিয় কত বৎসর পরে তিনি আবির্ভূত

হইবেন তাহার যথার্থ নির্ণয় করিয়াছিলেন সুতরাং নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ য়িহুদীয় আচার্য্যেরা এমত এক মহাশিক্ষকের প্রতীক্ষা করিতেন যাঁহার কালে পাপের বিনাশ এবং ধর্ম্মের বৃদ্ধি আর কল্যাণের সিদ্ধি মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইবেক।

শিষ্য। হে গুরো ঐ আচার্য্যেরদের ভবিষ্যৎ বাক্য যথার্থ রূপে পূর্ণ হইয়াছে কি না?

গুরু। হাঁ, ঐ আচার্য্যেরা প্রথমতঃ যে মহাত্মার আগমনের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তিনি নির্দ্দিষ্ট দেশ কালেই উৎপন্ন হয়েন, এক্ষণে তাঁহার জন্মের পর অষ্টাদশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। য়িহুদি লোকেরা তাঁহার নাম যিসা মসীহ রাখিয়াছে এবং প্রাচীন যবন ভাষানুসারে তাঁহার নাম য়িশু খ্রীষ্ট, মসীহ ও খ্রীষ্ট এ দুই শব্দের এক অর্থ অর্থাৎ অভিষিক্ত, আচার্য্যের-দের পুরাতন গ্রন্থে ভবিষ্যৎ ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে যেং লক্ষণ লিখিত ছিল সে সকলি য়িশু খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়, তিনি পরমেশ্বরের অনাদি পুত্র এবং দাবিদ রাজার বংশে পবিত্র কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, আর আচার্য্যদিগের বচনানু-সারে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মাত্রে রোগি লোক তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইত এবং জন্মান্ধ লোক দৃষ্টি ও বধিরেরা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইত আর মৃতলোকেরাও সজীব হইয়া উঠিত। য়িশু নানা প্রকার অদ্ভুত জ্ঞানও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি অন্তর্যামী হইয়া শিষ্যেরদের মনের কথা স্পষ্টরূপে কহিতে পারিতেন এবং ভবিষ্যৎ কালের ভাবি বিষয় প্রচার করিতেন। আচার্য্যেরা আদৌ লিখিয়াছি-লেন যে ঐ মহাত্মা সংসারের পাপ বিনাশ করণার্থ আপ-নার প্রাণ বলিদান করিবেন পরে মৃত্যুদেশ হইতে পুনর্জী-বিত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিবেন এবং জগতের মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম ব্যাপ্ত করিবেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল কেননা তিনি আপনার শিষ্যদিগকে দৈব শক্তি প্রদান করিয়া

তাঁহার মত প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাঁহারাও স্বদেশ হইতে নির্ভয়ে প্রস্থান করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনারদের প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সে ধর্ম্ম দূরস্থ দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। আরও বিবেচনা করা উচিত যে ঐ ধর্ম্মের সমস্ত উপদেশ ও নিয়ম অতি উত্তম এবং পরমেশ্বরের যোগ্য, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পশ্চাৎ করা যাইবে। এই সকল প্রমাণ বিবেচনা করিলে বুদ্ধিমান সমদর্শি লোক অবশ্য স্বীকার করিবেন যে য়িশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আজ্ঞানুসারে মনুষ্যের উদ্ধার এবং ধর্ম্ম মার্গ প্রকাশ করণার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন কেননা তাঁহার আগমনের বিষয় পূর্ব্বাবধি ভবিষ্যদ্বক্তৃদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে আর তাঁহার অদ্ভুত শক্তির প্রমাণ সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, অপর তাঁহার মতের মধ্যে পরমেশ্বরের সদ্গুণের বিরুদ্ধ কথার সম্পূর্ণ রূপ অভাব দেখা যায় অতএব এমত মহাত্মার ধর্ম্ম নিঃসন্দেহ ঈশ্বরোক্ত বটে।

[শিষ্য। হে গুরো আপনি আশ্চর্য্য ক্রিয়ার তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিবার যে২ লক্ষণ বিস্তার করিলেন তদনুসারে কি য়িশু খ্রীষ্টের অদ্ভুত চরিত্র সপ্রমাণ করা যায়?।

গুরু। হাঁ, করাযায়। কেননা প্রথমতঃ তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লেখক এবং শিষ্যেরা ঐ সকল ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় অহর্নিশি ঐ দৈব পুরুষের সমভিব্যাহারে বাস করিতেন এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্য মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেন সুতরাং তাঁহারদের ভ্রম জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া এমত অপূর্ব্ব ছিল যে তাহা কোন স্বাভাবিক বস্তু গুণে অথবা মানুষিক কৌশলে সম্পন্ন হইতে পারিত না আর প্রকাশ্য রূপে সাধারণের সমক্ষে সিদ্ধ হওয়াতে তদ্বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মিবারও সম্ভাবনা ছিল না

য়িশু খ্রীষ্ট সাধারণের সমক্ষে জন্মান্ধ লোককে ঔষধ সেবন ব্যতিরেকে দর্শন শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন পঙ্গুকে চলনশক্তি দিয়াছিলেন মৃতকে সজীব করিয়াছিলেন এবং আপনি মরণানন্তর পুনরুত্থান করিয়াছিলেন, এ সকল ব্যাপার লৌকিক অথবা সামান্য উপায়ে সাধ্য হয় না আর এবম্ভূত প্রকাশ্য বিষয়ে দর্শক দিগের মনে ভ্রান্তি জন্মিতেও পারে না।

তৃতীয়তঃ, যদি বল লেখকেরা প্রতারণা পূর্ব্বক মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছে এবং স্বধর্ম্ম মত্ত হইয়া স্বমত স্থাপন করিবার মানসে ঐ সকল গল্প কল্পনা করিয়াছে; উত্তর, তাহা হইতে পারে না। খ্রীষ্টের শিষ্যদিগের চরিত্রে প্রতারণার কোন চিহ্ন দেখা যায় না তাঁহারদের স্বভাবে স্বার্থপরত্বের সম্বন্ধ মাত্র ছিল না, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর পরায়ণ ও লোক বৎসল হইয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম প্রচারার্থ কোন প্রকার ক্লেশ সহিষ্ণুতা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই এবং আপদ বিপদের ভয়েও ভীত হয়েন নাই। রাজপুরুষেরা খ্রীষ্ট দ্বেষী হইয়া তাঁহারদিগের প্রতি ভয় প্রদর্শন করিলেও আপনারদের প্রভু বাক্য অমান্য করেন নাই বরং অবশেষে প্রায় সকলেই খ্রীষ্ট কথা প্রচার করত ধর্ম্মদ্বেষি লোকদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এবম্ভূত লোককে কখন প্রতারক অথবা স্বার্থপর কহা যাইতে পারে না, খ্রীষ্ট কথা প্রচার করাতে তাহারদের কোন ঐহিকার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না বরং দুঃখ যন্ত্রণাদি অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা ছিল তবে কি নিমিত্ত মিথ্যা কহিবেন? প্রতারক লোকে ধনলোভ অথবা যশঃস্পৃহা কিম্বা ইন্দ্রিয় সুখাসক্তিতেই অনৃত কহিয়া থাকে কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যদের সে প্রকার পুরুষার্থে প্রয়াস ছিল না, তাঁহারা খ্রীষ্ট কথা প্রচার করিয়া কেবল লোক লাঞ্ছনা অপমান এবং ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর তাঁহারদিগকে স্বধর্ম্মমত্তও কহা যাইতে পারে না, তাঁহারা সকলেই অন্যান্য য়িহুদিরদের ন্যায় বাল্য কালাবধি

অনেক কুসংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট মতের বিপরীতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ বরং খ্রীষ্টদ্বেষি ছিলেন, য়িহুদ লোকেরা খ্রীষ্টের নিদারুণ শত্রু ছিল তাহাতে উক্ত শিষ্যেরাও বাল্য কালের সংস্কারানুসারে প্রথমতঃ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা স্বধর্ম্মমত্ত হইলে তাঁহার শত্রুতা করিতে সত্বর হইতেন। কিন্তু তাঁহারা প্রভুর অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আপনারদের বাল্য কালের সংস্কার পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন অতএব যে২ অদ্ভুত ক্রিয়া তাহারদের জাতীয় মতের বিপরীত তাহা প্রতারণা পূর্ব্বক কল্পনা করিবেন ইহা সম্ভাব্য নহে ফলতঃ স্ব২ মত স্থাপনের অনুরোধে ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্মের কল্পনা না করিয়া বরং সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়াই তাঁহারদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, তৎকালীন লোকদিগের কথা প্রমাণও ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সত্যতা প্রকাশ পায়। শত্রু পক্ষীয় লোকেরা সে সকল ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারে নাই, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা প্রকাশ্য রূপে তাহার বর্ণনা করিলেও কেহ বিরুদ্ধোক্তি করে নাই। অনেকে আদৌ খ্রীষ্টেতে অবিশ্বাস করিয়াছিল বটে কিন্তু তিনি বাস্তবিক অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহা কখন অস্বীকার করে নাই, আর পরে ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ের আলোচনা বৃদ্ধি হওয়াতে শত্রু পক্ষীয় লোকেরাও ঐ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, ফলতঃ য়িশু খ্রীষ্টের অদ্ভুত ক্রিয়ার এমত অপার মহিমা যে রাজপুরুষ কুলীন বর্গ প্রভৃতি যাবদীয় মহৎ লোক পূর্ব্বে ঘোরতর বিরোধি হইলেও পরে সপক্ষতা করিতে লাগিল এবং যে রাজারা খ্রীষ্ট পরায়ণ অসংখ্য লোক দিগকে রক্তারক্তি পূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছিল তাহারাই অবশেষে ঐ ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক হইয়া উঠিল অতএব খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণনা

যদি অসত্য হইত তবে ভূরি২ মহাবল পরাক্রম শত্রু সত্ত্বে তাহার মিথ্যাত্ব অপ্রকাশ থাকিত না।

পঞ্চমতঃ, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র পদ্যেতে রচিত হয় নাই সুতরাং এমত আশঙ্কা করা যাইতে পারে না যে লেখকেরা অদ্ভুত রসে রসিক হইয়া উৎকট বর্ণনা করিয়াছেন। অপিচ খ্রীষ্টের চরিত্র সাধারণের স্মরণে থাকিতে২ তাঁহারা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সুতরাং মিথ্যা বর্ণনা করিলে সকলেই তাহা ধরিতে পারিত, ফলতঃ তাঁহারা অতি সরল ভাষাতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদের তাৎপর্য্যেও সরলতার অভাব নাই।

অতএব খ্রীষ্টের অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনায় কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে না তাহা সরলান্তঃকরণ সত্য প্রিয় বিচক্ষণ প্রত্যক্ষ দর্শি লেখক দ্বারা লিখিত হইয়াছে সুতরাং অবশ্য সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে এবং খ্রীষ্টকেও ঈশ্বর প্রেরিত দৈব পুরুষ কহিতে হইবে।

শিষ্য। আপনি খ্রীষ্টের পরমাদ্ভুত চরিতের বিষয়ে যাহা কহিলেন তাহা বিশ্বাস্য বটে কিন্তু সম্প্রতি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের ভবিষ্যদ্বাক্য সিদ্ধির বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। যে২ বাক্য খ্রীষ্টেতে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন কি আর কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে? আর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওনের প্রমাণ কি শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র পাওয়া যায়?

গুরু। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন যাহা বহুকাল গতে যথার্থরূপে সিদ্ধ হয়, আর তদ্বিষয়ে শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় পরন্তু এবিষয় এক্ষণে বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিবার অবকাশাভাব অতএব সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত কর। মুসা প্রভৃতি আচার্য্যদের রচিত গ্রন্থে নানা জাতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যথা (১) নোহের

পুত্র হামের প্রতি পিতৃ শাঁপ (২) ইস্মাএলের বংশের অর্থাৎ আরবি জাতির প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী (৩) বাবিলনের ভাবি বিষয়ের বর্ণনা, (৪) আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীক, এবং রোমান এই চারি সাম্রাজ্যের কথা (৫) মহান্ আলেগজন্দর অর্থাৎ সিকন্দরসাহ দ্বারা পারস্য রাজ্য নাশের বৃত্তান্ত, (৬) আলেগজন্দরের উত্তরাধিকারি সিরিয়া এবং ইজিপ্ত দেশীয় রাজারদের পরস্পর বিবাদ, (৭) য়িহুদিদিগের শেষ দুর্গতি এবং যিরুশালেম ও য়িরুশালেমস্থ মন্দিরের দাহ। এই প্রকার ভূরি২ বিষয়ে আচার্য্যেরা যে২ ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছেলেন তদনুযায়ি ঘটনা বাস্তবিক হইয়াছে ইহা শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্যান্য গ্রন্থেতেও সপ্রমাণ হয়। শাস্ত্রের বচনানুসারে হামের বংশ যে অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হয় তাহা অনেক পুরাবৃত্ত লেখক এবং ভ্রমণ কারি লোক দ্বারা কথিত হইয়াছে। বাবিলনের বিনাশ জেনোফন এবং হিরদতস নামে যবন গ্রন্থকারের কথা প্রমাণ শাস্ত্রের বচনানুযায়ি হইয়াছে। পরন্তু এসকলের মধ্যে য়িহুদিদিগের ভাবি দুরবস্থার প্রসঙ্গই অতি আশ্চর্য্য, মুসা খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে ঐ দুভাগ্য লোকদিগের নিদারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণা হইবে যথা

"এইরূপে তোমাদের অবরোধ সময়ে তোমাদের শত্রুগণ তোমাদিগকে ক্লেশ দিলে. তোমরা আপন২ শরীরের ফল অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণের মাংস ভোজন করিবা। এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও মৃদুস্বভাব হয়, সে আপন ভ্রাতার ও বক্ষঃস্থিত ভার্য্যার ও অবশিষ্ট বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। এব অবরোধ সময়ে সমস্ত খাদ্যের অভাব হইলে ও তাবৎ দ্বারে শত্রুগণ তোমাদিগকে ক্লেশ দিলে সে আপন খাদ্য সন্ততির মাংস তাহাদের কাহাকেও দিবে না। আর যে স্ত্রী কোমলতা

ও মৃদুস্বভাব প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রাখিতে সাহস করে নাই, তোমাদের মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও মৃদুস্বভাবা নারী আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। এবং তোমাদের শত্রুগণ দ্বার অবরোধ দ্বারা তোমাদিগকে যে ক্লেশ দিবে, তৎপ্রযুক্ত ঐ স্ত্রী খাদ্যের অভাবে আপনার দুই পায়ের মধ্য হইতে নির্গত গর্ত্তপুষ্পকে ও পসবিত বালককে গুপ্ত রূপে ভোজন করিবে"।

"পরমেশ্বর তোমাদিগকে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিদের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, এবং তোমরা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত কাষ্ঠ পাষাণময় দেবগণকে সে স্থানে সেবা করিবা। এবং সে জাতিদের মধ্যে কোন সুখ পাইবা না, ও তোমাদের পদতলের বিশ্রাম হইবে না; কিন্তু পরমেশ্বর সেস্থানে তোমাদিগকে অন্তঃকরণের কম্প ও চক্ষুঃক্ষীণতা ও মনেতে শোক দিবেন। তোমরা প্রাণের বিষয়ে নিরাশ হইবা, ও দিবারাত্রি শঙ্কা করিবা, ও আপন প্রাণরক্ষা বিষয়ে তোমাদের কোন আশা থাকিবে না"।

প্রভু যিশু খ্রীষ্টও যিরুশালেমস্থ মন্দিরের ভাবি বিনাশের প্রসঙ্গ করত কহিয়াছিলেন "আমি তোমার দিগকে যথার্থ কহিতেছি এই গাঁথনির এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপর থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে"। মুসার এবং প্রভুর বাক্য পরে যথার্থ সফল হইয়াছিল, যোসিফস এবং রোমান পুরাবৃত্ত লেখকেরা স্বয়ং খ্রীষ্ট ভক্ত না হইলেও যিরুশালেম এবং তত্রস্থ মন্দির ভগ্ন হইবার যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা কহেন বেস্পেসিয়ন নামক রোমরাজের অধিকার কালে তাইতস নামক রোমান সেনানী যিরুশালেম আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করেন তাহাতে সেনাগণের আক্রোশে মন্দির একেবারে ভস্মসাৎ

হইয়া যায়,"এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকে নাই"। আর সেই আক্রমণ কালে য়িহুদি লোকেরা যে প্রকার দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয় তাদৃক দুঃখ কেহ কখন শুনে নাই ক্ষুৎপিপাসার জ্বালায় লোকে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল এবং লক্ষ২ প্রাণি অনাহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যোসিফস নামা পুরাবৃত্ত লেখক যিনি তৎকালে সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনি এক দুর্ভিক্ষ ব্যথিতা পুত্রবতী নারীর বিষয়ে বিশেষ করিয়া লেখেন যে সে স্ত্রীলোক অপত্য বাৎসল্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঘৃণা শূন্য হইয়া আপনার অঙ্কস্থ শিশুকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল, যথা "অনন্তর ঐ নারী অত্যন্ত অপকৃষ্ট কল্পনা করিয়া আপনার অঙ্কস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে লইয়া কহিল, ওরে অশুভাদৃষ্ট শিশু! এই যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ এবং উপদ্রবের কালে তোকে কি নিমিত্ত রক্ষা করিব? আয় তোকে ভক্ষণ করি, এই কথা কহিয়া অপত্য হত্যা করিয়া সেই শব অগ্নিতে শূলিপক্ব করণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধেক ভক্ষণ করিল আর অর্দ্ধেক গোপনে লুকাইয়া রাখিল"। এমত অদ্ভুত দুর্গতি হইবে মুসা তাহা পঞ্চদশ শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বে জানিতেন অতএব ইহাকে আশ্চর্য্য জ্ঞান শক্তি কহিতে হইবেক এবং তাহাতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে মুসা ঈশ্বর প্রেরিত আচার্য্য।

আর য়িহুদিদিগের উপস্থিত অবস্থাতে অদ্যাবধি মুসার বচন সফল হইতেছে তাহারা দেশ দেশান্তরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া সর্ব্বত্র যন্ত্রণা ও অত্যাচার গ্রস্ত হয়]

শিষ্য। হে গুরো আপনার কথায আমার মনে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস জন্মিতেছে বটে কিন্তু আপনি ঐ জগৎ ত্রাতা মহাত্মার চরিত্র অত্যল্প মাত্র বর্ণনা করিলেন তাঁহার সমস্ত বিবরণ শ্রবণে আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেছে অতএব কৃপাবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার কথামৃত শ্রবণ করাইয়া আমাকে তৃপ্ত করুন।

গুরু। য়িশু খ্রীষ্টের চরিত্র নিউটেষ্টমেণ্ট অর্থাৎ এঞ্জিল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে তাহার মধ্যে চারি ভিন্ন২ গ্রন্থকারের প্রবন্ধ আছে শিষ্যেরা তাঁহার স্বর্গ গমনের কিয়দ্দিবসানন্তর প্রাচীন যবন ভাষায় তাহা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা যে২ অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন এবং যে২ উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন উক্ত গ্রন্থকারেরা যথার্থ নির্ণয় করিয়া তাহা লিখিয়াছেন, আর ঐ সকল ঘটনা জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া লোকের স্মরণে থাকিতে২ উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ হয়। নিউটেষ্টমেণ্ট শাস্ত্র সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে সুতরাং এতদ্দেশীয় সকল লোকেই তাহা পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে, একারণ এস্থলে কেবল তাহার সারাংশ লেখা যাইতেছে। পারস্য দেশের পশ্চিম অথচ আরবি এবং মিসর দেশের উত্তরে য়িহুদিয়া নামে এক দেশ আছে, ভারতবর্ষের ১২৫০ ক্রোশ পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ নামে যে সাগর আছে তাহার উত্তরে গ্রীক অর্থাৎ প্রাচীন যবন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় লোকদিগের ভূমি, আর ঐ সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে এস্যা নামক খণ্ডে য়িহুদিয়া ভূমি। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ ৫০ বৎসর গত হইলে য়িশু খ্রীষ্ট সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার শৈশবাবস্থায় পূর্ব্বাঞ্চলের পণ্ডিতেরা আকাশ মণ্ডলে এক অদ্ভুত নক্ষত্র দেখিয়া তদ্গত্যনুযায়ি পথ অবলম্বন করিয়া য়িশুর পূজা করিতে আসিয়াছিল পরে বিশেষ সুযোগে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। অপর তিনি য়িহুদি ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া মন্দিরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সমর্পিত হওনার্থ মাতার দ্বারা যিরুশালেমে নীত হইয়াছিলেন। তদনন্তর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মাতা ও মাতৃপতির সমভিব্যাহারে ঐ নগরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন সেখানে য়িহুদি পণ্ডিতগণের নিকট

বসিয়া তাহারদের শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে গভীরার্থ প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত লোক তাঁহার প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হয়। কিন্তু যদিও ঐ মহাত্মা এমত পরম জ্ঞানী ছিলেন তথাপি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন নাই, তিনি ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে যোহন নামক আচার্য্যের হস্তে জল সংস্কার প্রাপ্ত হয়েন। যোহন তাঁহার সংস্কার করিবার সময় কহিয়াছিলেন আমি এমত যোগ্য নহি যে তুমি আমার হস্তে জল সংস্কার গ্রহণ কর। অনন্তর ঐ জলাভিষেকের পর এক আকাশবাণী হইয়াছিল যথা “এই আমার প্রিয় পুত্র ইহাঁতে আমার পরম সন্তোষ”। তদনন্তর য়িশু সমস্ত য়িহুদি লোকদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রামে২ ভ্রমণ করত সকলকে কহিতে লাগিলেন “আপন২ পাপের অনুতাপ কর কেননা স্বর্গরাজ্য নিকটস্থ হইয়াছে,” আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিদ্বান অবিদ্বান অধন সধন সকলেই তাঁহার প্রমুখাৎ শিক্ষা পাইয়াছিল। ঐ জগদ্গুরু তাহারদিগকে উপদেশ করিতেন যে যাগ যজ্ঞ শৌচাদি বাহ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ধর্ম্মের সারাংশ নহে কিন্তু দয়া সত্য ও অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং ভক্তিই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ কেননা ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ সুতরাং সত্য অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হয়। পরে তিনি আপন ভাবি ধর্ম্মরাজ্যের প্রসঙ্গ করত কহিলেন যে সম্প্রতি ভবিষ্যদ্বক্তারদের বচন পূর্ণ হইবে। ফলতঃ ঐ যথার্থ দীনবন্ধু প্রভু অনেক দীন হীন লোককে বহুকালাবধি বিবিধ রোগার্ত্ত এবং দুরাত্ম ভূতদিগের উপদ্রবে দুঃখিত দেখিয়া কৃপাবলোকন করত সুস্থ করিয়া আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন এবং কুষ্ঠরোগিদিগকে আরোগ্য পঙ্গুদিগকে চলনশক্তি ও বধির দিগকে শ্রবণ শক্তি অন্ধদিগকে দর্শনশক্তি এবং মৃতলো-

ককে জীবন শক্তি দিয়া জগতের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব সপ্রমাণ করিলেন। এসকল অদ্ভুত ক্রিয়া ঐ দেশের নানা স্থানে অনেকানেক লোকের সমক্ষে বারম্বার ঘটিয়াছিল দুইবার সহস্রং লোকে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করণার্থ একত্র হইয়াছিল তাহাতে তাহারদের নিকট খাদ্য দ্রব্য না থাকাতে ঐ জগৎপতি অত্যল্প রুটি লইয়া অদ্ভুত রূপে বৃদ্ধি করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এমত মনে করিও না যে এ সকল অদ্ভুত ক্রিয়ার বিবরণ কেবল অত্যুক্তি অথবা ভক্ত লোকদিগের স্তুতিবাদ মাত্র, ঐ সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়া বস্তুতঃ ভূরিং লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাহা সকলে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। অনেকানেক য়িহুদিলোকে য়িশু খ্রীষ্টের বিপক্ষ ছিল তাহারদের মনে এই প্রত্যাশা ছিল যে ভবিষ্যদ্বাদি দিগের গ্রন্থোক্ত ত্রাণকর্ত্তা মহা প্রতাপে আগমন করিয়া তাহারদের রাজ্য পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করিবেন কিন্তু য়িশু খ্রীষ্টের এমত ইচ্ছা ছিল না যে কোন সাংসারিক রাজ্য স্থাপিত করেন তিনি এক সনাতন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন যাহাতে মনুষ্যবর্গ পাপরূপি শত্রুর বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পাইয়া সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওত অনন্ত কল্যাণের পাত্র হয় কিন্তু অনেকানেক য়িহুদি সাংসারিক বিষয়াভিলাষের প্রাবল্য প্রযুক্ত ঐপ্রকার ধর্ম্ম রাজ্যেতে বিমুখ হইয়া য়িশু খ্রীষ্টের বিরোধি হইয়াছিল সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে তাহার অদ্ভুত ক্রিয়ার পরীক্ষা করত তাঁহার কথায় মিথ্যাত্ব আরোপ করিবার কোন উপায় ত্যাগ করে নাই। পরন্তু সে সমস্ত দুষ্ট কুচক্রি লোকদিগের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল কেননা প্রভুর সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়া সত্য হওয়াতে তাহারা কোন প্রকার দোষ ধরিত পারে নাই, য়িশু খ্রীষ্ট তিন বৎসর ব্যাপিয়া স্বদেশীয় দিগকে পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ করেন তাহাতে

বহুসংখ্যক বিনয়ি সাধু লোকে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করে কিন্তু অভিমানি এবং প্রধান লোকেরা তাঁহার অনাদর করত ঈর্ষায় পূর্ণ হইয়া তাঁহার বধ কল্পনা করিয়াছিল, অবশেষে যখন সকল লোক মুসার শাস্ত্রানুযায়ি এক মহা পর্ব্ব সময়ে যিরু-শালেম নগরে সমাগত হইয়াছিল তখন য়িহুদিরা য়িশুকে ধরিল। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ছিলেন অতএব ইচ্ছা করিলে তাহারদের হস্ত হইতে আপনাকে সহজে উদ্ধার করত শত্রু কুল বিনষ্ট করিতে পারিতেন কিন্তু ঐ দীন বন্ধু প্রভুর বোধে সাংসারিক পরাক্রম প্রকাশ সত্য মাহাত্ম্যের লক্ষণ ছিল না বরং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ক্লেশ স্বীকার করা এবং সত্য শাস্ত্র স্থাপনার্থ দুঃখ ভোগ করাই যথার্থ ঔদার্য্যের লক্ষণ বোধ হইয়াছিল ফলতঃ এই কারণে ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গ ত্যাগ করিয়া মনুষ্য হইয়াছিলেন যে পাপেতে মগ্ন এবং দারুণ দণ্ড পাইবার যোগ্য নরজাতিকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গাধিকারি করেন, ঈশ্বরেরও এই অভিপ্রায় ছিল যে য়িশু খ্রীষ্টের মরণে মনুষ্য জাতির পাপমোচনার্থ সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয় ও তাহাতে নরলোকের ক্ষমা প্রাপ্তি এবং পাপের শক্তি ক্ষয় হয়। য়িহুদিলোকেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া এই অপবাদ করিতে লাগিল যে তিনি মুসার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন এবং রোমান লোকদের রাজ্য বিপর্য্যয় করিতে চেষ্টা করিতেন তৎকালে য়িহুদীয় দেশ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল একারণ তাহারা য়িশুকে পিলাত নামা রোমান অধিপতির নিকট লইয়া গেল। পিলাত উভয় পক্ষের উক্তি শ্রবণ করিয়া কহিল আমি এই ব্যক্তির কোন দোষ দেখিতে পাইনা তো-মরা গিয়া আপনারদের শাস্ত্রানুসারে বিচার কর। রোমান অধিপতি য়িশুকে য়িহুদিদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন নাই তাহার কারণ এই য়িহুদিরা য়িশুকে বধ করিতেই অনুরক্ত হইয়াছিল তিনিও ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া য়িহুদির-

দিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরে য়িহুদিরা ঐ জগদ্বন্ধুকে লইয়া গিয়া ক্রুশ নামক এক দণ্ড যন্ত্রে পেরেক দ্বারা হস্ত পাদ বিদ্ধ করিয়া টাঙ্গাইয়া দিল। তৎকালে ঐ দেশ বেলা দুই প্রহর অবধি তিন প্রহর পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারময় হইয়াছিল এবং ঐ জগৎ প্রভুর প্রাণ বিয়োগ কালে ভূমিকম্প এবং পর্ব্বত বিদারণ হইয়াছিল। এই প্রকারে ঈশ্বরের অনাদি পুত্র আপনার অনন্ত তেজ তিরোহিত করত মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উদ্ধারের নিমিত্ত মৃত্যু লোকে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যু অনেক কাল পর্য্যন্ত তাঁহার উপরে প্রভুত্ব করিতে পারে নাই, তিনি তৃতীয় দিবসে আত্ম প্রভাবে পুনশ্চ জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজ শিষ্যদিগকে বারম্বার দর্শন দিয়া আপনার নূতন ধর্ম্ম রাজ্যের বিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন অনন্তর চল্লিশ দিন অতীত হইলে শিষ্যেরদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করণার্থ আদেশ করত আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলের সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিলেন। পরে শিষ্যেরা অদ্ভুত ক্রিয়া করণ শক্তি এবং বিদেশীয় অনেক ভাষায় দৈব বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া দূর স্থিত দেশ দেশান্তরে গিয়া আপনারদের প্রভুর কীর্ত্তি এবং ধর্ম্মের ঘোষণা করিতে লাগিলেন তাহাতে অনেকানেক লোক তাঁহারদের উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া য়িশু খ্রীষ্টের ভক্ত হইল তাহাতেই এক্ষণে প্রায় সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ঐ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়াছে আর এস্যা খণ্ডেও বহুবিধ খ্রীষ্টীয় লোক আছে।

শিষ্য। মহাশয় এক্ষণে কৃপা করিয়া খ্রীষ্টীয় মতের বর্ণনা করুন যাহাতে আমি তদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারি।

গুরু। ভাল, সম্প্রতি তোমার এ অভিলাষ পূর্ণ করিব কিন্তু যে কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছ তাহার মাহাত্ম্য এবং গুরুতার সীমা নাই, তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেই

মনুষ্য লোকের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ হয় অতএব আমার-দের কর্ত্তব্য যে এতং সংযোগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমারদিগকে সত্য পথ দেখাইয়া দেন কেননা তিনিই জ্ঞান ধর্ম্ম এবং যথার্থের আকর।

শিষ্য। হে পরমেশ্বর তুমিই জীবাত্মার ত্রাতা এবং জ্ঞান দাতা সত্যের আকর ও ধর্ম্মের প্রভাকর আমারদিগকে সত্যা-সত্য বিবেক শক্তি প্রদান কর এবং আমারদিগকে ভ্রমরূপ তিমির হইতে রক্ষা করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। হে গুরো আপনি বর্ণনা করুন।

গুরু। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে পরমেশ্বরের স্বভাব এবং সদ্গু-ণের যে বর্ণনা আছে প্রথমতঃ নমুান্তঃকরণ হইয়া তাহারই সারাংশের উল্লেখ করি। ঈশ্বর আত্মরূপী স্বয়ম্ভু অনাদি অবিনাশী সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ রাগদ্বেষাদি বিহীন পবিত্র এবং দয়ালু অর্থাৎ তিনি পরম সদ্গুণান্বিত। মনুষ্যের এমত শক্তি নাই যে সেই পরমেশ্বরের মহিমা ও গুণকীর্ত্তন সমুচিত রূপে করিতে পারে কেননা ক্ষুদ্র প্রাণিরা কি প্রকারে অনন্ত ও অমিত বস্তুর বর্ণনা করিতে পারিবে? তথাপি মনুষ্যের বুদ্ধিতে পরমেশ্বরের মহিমা যৎকিঞ্চিৎ প্রবিষ্টহইতে পারে আর তাঁহার আরাধনাই যে পরম পুরু-ষার্থ তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর নিজ প্রভাবে শূন্য এবং অসৎ অবস্থা হইতে এই সংসারের উৎপত্তি করিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পরমাণু অথবা প্রকৃতি কিছুই ছিল না পরমেশ্বর ব্যতীত কোন বস্তুই নিত্য নহে সুতরাং যেং বস্তু বিদ্যমান আছে সকলই আপনং মূল পদা-র্থের সহিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কোনং পণ্ডিতেরা কহেন যে ঈশ্বর সংসারের উপাদান কারণ অর্থাৎ আপনি সংসার রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং সংসার তাঁহার পরি-

নাম মাত্র, কিন্তু এ কথা খ্রীষ্টীয় মতের বিরুদ্ধ এবং বস্তুতঃ অসম্ভব।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যেমন জগতের মূল পদার্থাদি কোন বস্তু ঈশ্বরের অংশ নহে তদ্রূপ মনুষ্যের আত্মাও তাঁহার অংশ নয়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যত মনুষ্য আছে সকলেরি আত্মা পৃথক্২, পরমেশ্বর সে সকল আত্মার সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগকে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন সুতরাং কোন দেহী অনাদি নহে সকলেরি আদি আছে, যে২ শরীরের সহিত তাহারদের সংযোগ আছে সে সকল শরীরের উৎপত্তি কালে আত্মারও সৃষ্টি হয় কিন্তু যদিও মনুষ্যের আত্মা অনাদি নহে তথাপি পরমেশ্বর তাহারদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন, শরীরের বিয়োগ হইলে তাহারা পরলোকে পুনশ্চ স্ব২ কলেবর প্রাপ্ত হইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ, মনুষ্য স্বভাবের বিশেষ বর্ণন। সংসারের মধ্যে যত প্রাণী প্রত্যক্ষ দেখা যায় সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্য জাতি বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ এ কথা সর্ব্ববাদি সম্মত। মনুষ্য এবং ইতর জন্তুর মধ্যে এই এক বিশেষ প্রভেদ যে কেবল মনুষ্যই ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারেন যদিও পশ্বাদিতে যৎকিঞ্চিৎ স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় শক্তি ও রাগ দ্বেষাদি অন্যান্য গুণ দেখা যায় বটে তথাপ তাহারদিগের প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্মের আরোপ করা যাইতে পারে না কেবল মনুষ্যেরই সদসৎ বিবেক শক্তি আছে, মনুষ্যই জানেন এবং বুঝিতে পারেন যে দয়া সত্য ভক্তি প্রভৃতি সুকৃত স্বরূপ সুতরাং তাহা প্রশংসনীয় এবং পরমেশ্বরও তাহাতে প্রসন্ন হয়েন আর মিথ্যা ভাষা চৌর্য্য বৃত্তি ঈর্ষ্যাদি দুষ্কৃত স্বরূপ ও নিন্দনীয় এবং পরমেশ্বরও তাহাতে রুষ্ট হয়েন। অপিচ মনুষ্য মাত্রেই সদাচরণ করিলে স্বভাবতঃ আপনাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণে সুখ প্রাপ্ত হয় এবং অভদ্রাচরণ করিলে আপনাকে

দোষি জ্ঞান করিয়া ক্ষুণ্ণ মনা হয় এবং লোক নিন্দা ও অন্যান্য দণ্ডের ভয়ে ব্যাকুল চিত্ত হয়। পিতা মাতাও পুত্র সৎকর্ম্ম করিলে মহা আদর করেন এবং অসৎ কর্ম্ম করিলে তাড়না করেন আর রাজারাও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। এই সকল প্রমাণে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে মনুষ্য জাতির পাপ পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেক শক্তি আছে ফলতঃ সুকৃত দুষ্কৃতের প্রভেদ না থাকিলে নিন্দা ও প্রশংসাবাদের প্রয়োজন কি? দোষি ব্যক্তি যদি পশুগণের ন্যায় সদসৎ কর্ম্মের প্রভেদ না জানিত তবে দোষের দণ্ড করা অন্যায় হইত কিন্তু কোন মনুষ্য এমত মূর্খ ও পামর নহে যে সদসৎ কর্ম্মের প্রভেদ না জানে ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে মানুষিক স্বভাবের বিশেষ লক্ষণ এই যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেচনা করিতে পারে অর্থাৎ ধর্ম্মকে উত্তম অধর্ম্মকে অধম বলিয়া জানে।

(৪) চতুর্থতঃ, মনুষ্য যেমন ধর্ম্মেতে প্রসন্ন ও অধর্ম্মে অপ্রসন্ন হয়েন তদ্রূপ পরমেশ্বরেরও বিষয়ে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, তিনিও ধর্ম্মেতে প্রসন্ন ও অধর্ম্মেতে অপ্রসন্ন। জগদীশ্বর যদিও রাগ দ্বেষেতে বর্জ্জিত এবং পক্ষপাত শূন্য আর সকল প্রাণির হিতৈষী বটেন তথাপি তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমান নহে বরং তিনি স্বয়ং নিত্যধর্ম্মের আকর, মনুষ্যেতে যে ধর্ম্ম প্রকাশমান হয় তাহা ঐ পরম ধর্ম্মের ছায়া মাত্র। অপর অধর্ম্ম সাধু জন মাত্রেরই অসন্তোষকারক, যাহারা কহে অধর্ম্ম ঈশ্বরের অসন্তোষ জনক নহে তাহারা ঈশ্বর নিন্দক, কেননা ঈর্ষাকাপট্য অন্যায় ব্যভিচারাদি পাপে কোন নির্ম্মলাত্মার অসন্তোষ বিরহ হইতে পারে? পাপাচরণে সন্তুষ্ট হইবার পর আর জঘন্য দোষ কি আছে? যদি বল পরমেশ্বরের অপার মহিমা, কিন্তু আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণি, তিনি আমারদের দোষ গ্রহণ করিবেন না, কেননা আমারদের ধর্ম্মাধর্ম্মে তাঁহার কোন ইষ্টানিষ্ট নাই, উত্তর, এ বিচার যথার্থ নহে। আমারদের ধর্ম্মাধর্ম্মে

তাঁহার ইষ্টানিষ্ট না থকিলেও তিনি ধর্ম্মেতে সন্তুষ্ট অধর্ম্মেতে অসন্তুষ্ট হয়েন যেমন জগৎ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন লাভ নাই তথাপি সংসারের উৎপত্তি করিয়া রক্ষা করিতেছেন এবং আমারদের সুখ ও কল্যাণে সন্তুষ্ট হয়েন তদ্রূপ আমারদের ধর্ম্মাধর্ম্মে তাঁহার প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা জানিবা, কেননা পরমেশ্বর যেং প্রজার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন তাহারদের ভদ্রাভদ্র আচার ব্যবহার অবশ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন, যাহারদিগকে সদসৎ বিবেক শক্তি দিয়াছেন তাহারা যদি সে শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া ধর্ম্মে বিমুখ হয় তবে তাহারদের প্রতি অবশ্য রুষ্ট হইবেন ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহাও ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে ধার্ম্মিক লোক অন্তঃকরণে সুখ এবং শান্তি ভোগ করে অধার্ম্মিক জন মনঃপীড়া অথবা রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া ব্যাকুল হয় ইহাও জগৎ প্রভুর আজ্ঞা বশতঃ হইয়া থাকে, এইং বিবেচনায় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি ধর্ম্মেতে প্রসন্ন ও অধর্ম্মেতে অপ্রসন্ন হয়েন।

(৫) পঞ্চমতঃ, পূর্ব্বে মনুষ্যের আচার ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে সম্প্রতি বিস্তার পূর্ব্বক কহা যাইতেছে। পরমেশ্বর আদৌ এক দম্পতী নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়েই প্রথমতঃ নিষ্পাপ ও সুখি ছিলেন পরে শয়তানের কুমন্ত্রণা কুহকে পতিত হইয়া জগৎ কর্ত্তার আজ্ঞার ব্যতিক্রম করাতে দোষি এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন তখন তাঁহারদের স্বভাবে রাগ দ্বেষাদি বিকারের সঞ্চার হইতে লাগিল সুতরাং বিচার শক্তিও হ্রাস হইল এবং মানব জাতি পাপ ও ভ্রান্তিকূপে পতিত হইল। আদি পরুষের স্বভাবে দোষস্পর্শ হওয়াতে তাঁহারদের সমস্ত বংশেও তদ্রূপ দুষ্কৃত প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ মনুষ্য জাতি যে কুৎসিত স্বভাব হইয়াছে তদ্বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বোধগম্য

হইবে এবং বুদ্ধিমান্ লোকে অবশ্য স্বীকার করিবেন যে আমরা পাপ এবং মায়ার বশীভূত হইয়াছি এবং কাম ক্রোধাদির প্রাবল্যে ধর্ম্মান্ধ হইয়া ধর্ম্মমার্গ ত্যাগ পূর্ব্বক বিপথগামি হইয়াছি, বিবেচনা শক্তি দ্বারা যেহ কর্ম্ম উত্তম এবং উচিত বলিয়া জানি কাম ক্রোধাদি বশতঃ তাহারও বিপরীত করিয়া থাকি। হায় আমাদের কি দুর্গতি! বিচার শক্তি সর্ব্ব প্রধান এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও তাহা প্রবল হয় না এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি ও মায়া বস্তুতঃ নীচ পদার্থ হইলেও তাহা বিচার শক্তি হইতে প্রবল হইয়া আমারদিগকে বশীভূত করে [কবিবর যথার্থ কহিয়াছেন "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্য ধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ"] কোন স্থলে রাজা পদচ্যুত এবং দেশ অরাজক হইলে যেমন প্রজারা সংশাসন অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারি হয় এবং রাজ্যে ঘোর বিভ্রাট ঘটে মনুষ্যের স্বভাবে তদ্রূপ হইয়াছে। অথবা কোন বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত যন্ত্রের একাঙ্গ বিকৃত হইলে যেমত তাহার সমস্ত ব্যাপার বিশৃঙ্খল হইয়া যায় তদ্রূপ মনুষ্যের আদ্য স্বভাব বিকৃত হওয়াতে কোন কর্ম্মে শুভগতি হয় না। ধর্ম্মের বিধানানুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্রাচরণ করে। সকলবিষয়েই ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি আচার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য কিন্তু মনুষ্য ফলে তাদৃক্ শুদ্ধাচারি হয় না, তাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ কেননা তাহাতে কুচিন্তা এবং দুষ্ট অভিলাষ সর্ব্বদা উদিত হইয়া বুদ্ধিকে মলিন করে। ফলে অন্তঃকরণেই পাপের উৎপত্তি হয়, এবং কুচিন্তা ও দুষ্ট অভিলাষই কুৎসিত বাক্য এবং অসৎ ক্রিয়ার মূল, অতএব চিত্তেতে দ্বেষের সঞ্চার হেতুক লোভ হিংসা দুর্ম্মুখতা কলহাদি দুষ্ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং লোভ প্রযুক্ত চৌর্য্যবৃত্তি মিথ্যাভাষা অন্যায় অত্যাচারাদির বৃদ্ধি হয় সুতরাং মনুষ্যের স্বভাবতঃ ঘোরতর দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইতেছে, তজ্জন্য সুখ ও সন্তোষের স্থিতি হইতে

পারে না। আর স্বভাব ভ্রষ্ট এবং বিচার শক্তি বিরূপ হইলে কি প্রকারেই বা সুখানুভব হইতে পারে? যে ব্যক্তি পরম পদার্থ ধর্ম্মরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে সে কিরূপে নিরুৎকণ্ঠ এবং স্থিরচিত্ত হইতে পারে? মনুষ্যের এই দুর্গতি হইয়াছে, মনুষ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট সুতরাং পাপি, আর পাপের ফল দণ্ড। এমত মনে করিও না যে মনুষ্যের স্বভাব ভ্রষ্ট এবং বিচার শক্তি বিরূপ হওয়াতে তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হইয়া থাকাই আবশ্যক, অথবা দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার আর দোষ নাই সুতরাং সে দণ্ডনীয়ও হয় না। এবম্ভূত তর্ক বিতণ্ডা মাত্র, কেননা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মনুষ্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কুকর্ম্ম করিলে নিন্দনীয় এবং সৎকর্ম্ম করিলে প্রশংসনীয় হইয়া থাকে ফলতঃ মনুষ্যের সদসৎ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে যখন কাম ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাবে দুষ্কর্ম্ম করে তখন আপন ইচ্ছাতেই দোষী হয় এবং সেই দুর্বৃত্ততায় নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ হয়। পরন্তু সুধীজনেরা এই স্বাভাবিক দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া অবশ্য তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিবেন।

(৬) ষষ্ঠতঃ, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে উদ্ধারের যে উপায় ব্যক্ত আছে তাহার বর্ণনা উপরিভাগে করা গিয়াছে সম্প্রতি তাহার বিস্তার বিবরণ লিখিতেছি। কি উপায়ে পাপের ফল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় পরমেশ্বর বিনা অন্য কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না কেননা যিনি সংসারের কর্ত্তা এবং স্বামী ও রাজা, তিনিই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল নিরূপণ করিতে পারেন। পাপ করিলে তাঁহার আজ্ঞার ব্যতিক্রম হয় একারণ তিনিই পাপের ফল হইতে রক্ষা করিতে পারেন, এবং উদ্ধারের উপায় কি তাহাও তিনি নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন। অতএব খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেতে লিখে যে পরমেশ্বর প্রভু খ্রীষ্টের মৃত্যুকে মনুষ্য লোকের উদ্ধারের উপায় রূপে ধার্য্য করিয়াছেন, ঐ জগন্মোক্তার বলিদান হইবার ফল অনন্ত, তাহাতে পাপের সম্পূর্ণ প্রায়-

শ্চিত্ত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাবান্ লোক মাত্রের পাপ ক্ষমা প্রাপ্ত হইবার পথ হইয়াছে। কিন্তু পাপ ক্ষমা হইলেই পাপের শক্তি নষ্ট হয় না যত ক্ষণ মনুষ্যের চিত্তে ধর্ম্মের শক্তি পাপ হইতে প্রবল না হয় তত ক্ষণ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার হইতে পারে না কেননা পাপাধীন হইয়া থাকাই সমস্ত দুঃখের মূল এবং ধর্ম্মের প্রবলতাই বস্তুতঃ কল্যাণ কর। ধর্ম্মাচারি হইবার প্রবৃত্তি কেবল ঈশ্বর প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় সে প্রসাদ য়িশুখ্রী- ষ্টের মৃত্যুর দ্বিতীয় ফল। তৃতীয় ফল এই যে শ্রদ্ধাবান ধার্ম্মিক জন পরলোকে অনন্ত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।

(৭) সপ্তমতঃ, যদি বল য়িশুখ্রীষ্টের বলিদান কি প্রকারে এমত অনন্ত ফলদায়ক হইল, উত্তর, তিনি ঈশ্বরের অনাদি পুত্র এবং স্বয়ং ঈশ্বর। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর এক বটেন কিন্তু তাঁহার একত্বে তিন ব্যক্তি আছে যথা পিতা ও পুত্র ও সদাত্মা। এস্থলে পিতা পুত্র শব্দে যে সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয় *তাহা সাংসারিক সামান্য সম্বন্ধের তুল্য নহে, সে সম্বন্ধ অতি* গুহ্য ও অনির্ব্বচনীয় এবং মানুষিক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত। পিতা পুত্র সদাত্মা তুল্যরূপে ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য এবং সদ্গুণ বিশিষ্ট বটেন কিন্তু তাঁহারা তিন ঈশ্বর নহেন একই ঈশ্বর। ঈশ্বর পিতা আপনার পুত্রকে মনুষ্যের উদ্ধারার্থ জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর পুত্র মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উদ্ধার কর্ত্তা হইয়াছেন, ঈশ্বর সদাত্মা প্রসাদ দাতা তাঁহার দ্বারা মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি এবং পাপ হইতে ধর্ম্মের প্রাবল্য হয়। যদি বল ঈশ্বর এক অথচ তাহাতে তিন ব্যক্তি আছেন ইহা কি রূপে সম্ভাব্য? উত্তর, এপ্রকার জিজ্ঞাসা অত্যন্ত অসঙ্গত, এবিষয় মানুষিক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, লৌকিক বিচারে ইহার নির্ণয় হইতে পারে না, মনুষ্য অল্পবুদ্ধি হওয়াতে অনেকানেক গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, আমরা যুক্তি দ্বারা এমত বাক্যের স্থাপন অথবা খণ্ডন করিতে পারি

না, কেবল শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ। আমারদের অল্প বুদ্ধিতে ঈশ্বরের নিগূঢ় স্বভাব ও অপার মহিমা কিপ্রকারে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইবে তদ্বিষয়ে আমরা কেবল সমুদ্রের মধ্যে এক বিন্দু জলের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। পরমেশ্বর নিগূঢ় স্বভাব, আমারদের পক্ষে অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, একারণ বুদ্ধিমান্ লোকের মনে কখন অসন্তোষ অথবা ঔদাস্য জন্মে না কেননা পরাৎপর পরমাত্মার মাহাত্ম্যের এই মহৎ লক্ষণ যে তাহার একাংশ মাত্র আমারদিগের অন্তরেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়। আমরা যাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা বস্তুতঃ অতি ক্ষুদ্র।

(৮) অষ্টমতঃ, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরের সদ্গুণ এমত উত্তম রূপে প্রকাশিত আছে যে তাহা ধ্যান করিলে বুদ্ধিমান্ লোকের ভক্তি অবশ্য বৃদ্ধি হইবে, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত পরিত্রাণের উপায়ে পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় করুণা এবং প্রজা বাৎসল্য দেদীপ্যমান হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ঐ শাস্ত্রে ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং ন্যায় জাজ্বল্যমান আছে কেননা তিনি প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে মনুষ্যের পাপ মার্জ্জনা করেন নাই এবং প্রায়শ্চিত্তও যৎসামান্য রূপে সিদ্ধ হয় নাই এক মহাত্মা ও পুণ্যাত্মা পুরুষের অমূল্য বলিদান ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে উদ্ধারের উপায় স্থির হয় নাই ইহাতে নিশ্চয় অনুমান হইবে পরমেশ্বর পাপেতে কেমন বিরক্ত এবং পাপের কলঙ্ক মোচন কেমন কঠিন। কোন অমূল্য এবং দুর্লভ ঔষধ বিনা যে রোগের শান্তি হয় না সে ব্যাধি অবশ্য অতি ভয়ানক সুতরাং যাহারা পাপেতে নিরন্তর আসক্ত থাকে এবং তজ্জন্য অনুতাপ করে না তাহারদের দুর্গতির শেষ নাই। পরমেশ্বর পরের পাপ মোচনার্থ আপন অনঘ পুত্রকেও যন্ত্রণা ভোগে নিরস্ত করেন নাই তবে পাপিষ্ঠ লোকদিগকে দণ্ডভোগ হইতে রক্ষা করিবেন এমত কখন সম্ভাব্য নহে।

(৯) নবমতঃ। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের কিরূপ আচার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বর্ণনা। ঐ শাস্ত্রের মতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি করে এবং কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যিশু খ্রীষ্টের শরণ লয় আর সদাত্মার প্রসাদ ও সহায়তার উপর নির্ভর রাখে এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি আচরণ করে সেই ধার্ম্মিক, ঈশ্বর সেবাই পরমার্থ এবং পরমধর্ম্ম আর সে সেবার প্রধান অঙ্গ স্তুতি নতি ধন্যবাদ এবং প্রার্থনা, কেলব ঈশ্বরের নাম জপ ও গুণানুবাদকে শব্দোচ্চারণ করিলেই যথার্থ সেবা হয় না, সত্য ভক্তের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জগদীশ্বরের প্রেম এবং আদর দেদীপ্যমান থাকে। সত্য ভক্ত তাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বজ্ঞতা করুণা এবং পবিত্রতা উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া তাহাকে পরম ভক্তির বিষয় জ্ঞান করেন এবং মনে২ এই ধ্যান করেন যে যিনি এই বিশাল সংসারকে সৃষ্টি করিয়া অগণনীয় প্রাণিতে পরিপূর্ণ করত নানাপ্রকার শোভায় বিভূষিত করিয়াছেন সেই মহাপ্রভুর শক্তি! কেমত অনন্ত আর ঐ পরম জ্ঞানময় প্রভুর জ্ঞানও কেমত অসীম যাঁহার কৌশলে এই সংসারের পদ্ধতি স্থির রহিতেছে এবং সকল কার্য্যের নির্ব্বাহ অবাধে চলিতেছে এবং সকল মনুষ্য আপন২ পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হইতেছে! ঐ দীনবন্ধু প্রভুর দয়াও কেমত অসীম যিনি সকল জীব জন্তুকে সুখে রক্ষা করিতেছেন এবং মনুষ্যের মনে সদ্বুদ্ধি আত্মীয় বাৎসল্য সৎসঙ্গানুরাগ ধর্ম্মজ্ঞান শাস্ত্রশিক্ষা এবং পরমার্থের প্রত্যাশা উৎপন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ যে পরম প্রভু আপনার অনাদি পুত্রকে অবতীর্ণ হইয়া পাপ মোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সদাত্মার প্রসাদে ভক্ত গণের চিত্তশুদ্ধি করেন তাঁহার কেমত অদ্ভুত প্রেম! এই২ প্রকারে ধ্যান করিলে ভক্তগণের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রতি মহা প্রেম এবং আদর জন্মে, এবম্ভূত ধর্ম্ম পরায়ণ লোকের মনে সর্ব্বদা এই

বিশ্বাস থাকে যে জগদীশ্বর নিরন্তর আমারদের হিত চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বাস হেতুক বিপদ কালেও এই ভাবিয়া মনঃস্থৈর্য্য জন্মে যে পরমেশ্বর আমারদের বিশ্বাস এবং ভক্তি দৃঢ় করণার্থ ক্লেশ দিতেছেন কেননা ক্লেশভোগে ধৈর্য্যাবলম্বনের অভ্যাস হয় আর সাংসারিক ভাবের উপশম হওয়াতে বিবেকি লোক চিত্ত স্থির করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের এমত তাৎপর্য্য নহে যে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহাতে বরং এই উপদেশ দেয় যে প্রত্যেক লোক আপন২ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ঈশ্বরের সেবা করে। যুক্তিতেও বোধ হইতেছে যে সংসারের কার্য্য ত্যাগ করা উচিত নহে* কেননা সংসার ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে আমারদের স্বভাব এবং পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধও তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে সংসার ত্যাগ করিলে এ সকল ব্যর্থ হইয়া যায় এবং পরোপকার ধর্ম্ম সাধনও হয় না একারণ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে দয়া সত্য ও ন্যায়ানুসারে সংসার ধর্ম্ম পালন করা উচিত। যদি বল সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ঈশ্বর চিন্তায় বাধা জন্মে এবং অন্তঃকরণ ঐহিক বিষয়ে সংলগ্ন হয়, উত্তর, তাহা হয় বটে কেননা

---

*শ্রীভাগবতের ৫ স্কন্ধ ১ অধ্যায়েও ঐরূপ উপদেশ আছে যথা

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমং কিন্নু করোত্যবদ্যং।

অর্থাৎ প্রমত্ত ব্যক্তির বনেও ভয় আছে কেননা ষড়বর্গ শত্রুর সহিত বাস করে আর ঈশ্বর পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিতের পক্ষে গৃহাশ্রমে কি অপকার হইতে পারে।

মনের ধর্ম্মই এই যে এককালে দুই বিষয় ধ্যান করিতে পারে না ফলতঃ কোন কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাহাতে একাগ্রচিত্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যদিও সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অন্তঃকরণ তাহাতেই লীন হয়, তথাপি ভক্তির সদ্য বিনাশ হয় না, বিষয় কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই ভক্ত লোকে পরমেশ্বরের স্মরণ ও ভজনা করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে প্রসন্ন করত তাঁহার আদেশানুযায়ি হইবার ইচ্ছ যখন কোন পুরুষের অন্তঃকরণে একবার বদ্ধমূল হয় তখন তাহার সকল আচার ব্যবহার সেই ইচ্ছানুসারে ধারাবাহিক চলিয়া থাকে, ঈশ্বরের ভয় অসৎ ইচ্ছা এবং কুৎসিত ক্রিয়ার শমতা হয় এবং ধর্ম্মের চেষ্টাও বলবতী হয়। ধার্ম্মিক লোকেরা কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনে বিবেচনা করেন তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ি কি না, যদি ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাতে ক্ষান্ত হয়েন। যদি কখন ধনোপার্জ্জন করিবার সুযোগ হয় কিন্তু তাহা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ভাষা ব্যতিরেকে প্রাপ্য না হয় তবে ভক্ত লোকেরা অর্থের লোভে ধর্ম্মের ব্যতিক্রম না করিয়া বরং তাহাতে নিবৃত্ত হয়। যদিও কখন ধর্ম্মপথে স্থির থাকাতে কষ্ট বোধ হয় এবং অধর্ম্মাবলম্বনে সুখানুভব হয় তথাপি তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া সুখ ভোগ পরিহার করত ক্লেশই স্বীকার করেন কেননা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনেই তাঁহারদের আমোদ হয়, যদিও সে আজ্ঞা পালন কঠিন বোধ হয় তথাচ যত্ন করিতে ত্রুটি করেন না। যদি কোন সময়ে সে আজ্ঞার ব্যতিক্রম করেন তবে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া বিলাপ করত জগৎ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ধার্ম্মিক লোকের আর এক লক্ষণ এই যে তাহারা সুখ এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হইলে তাহা আপনারদের পুণ্যের ফল জ্ঞান করেন না কিন্তু ঈশ্-

রের করুণাই সুখের মূল কারণ এই ভাবিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন। যাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত থাকে তাহারদের সকলেরি এইরূপ স্বভাব।

দশম প্রকরণ। কোন লোকের অন্তঃকরণে ভক্তি এবং পরমার্থ চিন্তা বদ্ধ মূল হইলে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃক্ষের ফল যেমত মনুষ্যের পরিশ্রম এবং সূর্য্যের উত্তাপে ক্রমশঃ পক্ব হইয়া থাকে তদ্রূপ ধর্ম্মও অভ্যাস দ্বারা ঈশ্বরের সাহায়তায় সিদ্ধ হয় কেননা যদিও ঈশ্বরের প্রসাদ বিনা ধর্ম্মের উন্নতি অসম্ভব তথাচ আপেনারদের যত্ন না থাকিলে ঈশ্বরের প্রসাদ সফল হয় না, আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মা-চরণের অভ্যাস এবং চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যত্ন না করে সে কখন তাঁহার প্রসাদের পাত্রও হইতে পারে না। লোকের মধ্যে এই এক প্রসিদ্ধ কথা আছে যে পরিশ্রম ও যত্ন ব্যতিরেকে প্রায় কোন ইষ্ট সিদ্ধ হয়না, যেমত নিত্য ব্যায়াম না করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয় না এবং চিন্তা ও উদ্যোগ বিনা অর্থ সঞ্চয় হয় না ও বহুবিধ চেষ্টা এবং অভ্যাস ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না ধর্ম্ম বিষয়েও তদ্রূপ জানিবা। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে মনুষ্যের ধর্ম্ম এবং সদ্গুণ অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সিদ্ধ হইবে। পরমেশ্বরের এমত অভিপ্রায় নহে যে মনুষ্যকে বল দ্বারা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করেন কিন্তু তিনি এবিষয়ে এই মাত্র সাহায্য করেন যাহাতে মনুষ্য স্বতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে। উদাহরণ। কোন পিতা নিজ শিশু চলিতে অসমর্থ হইলে যদি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যায় তবে তাহাতে শিশুর আপনার চেষ্টা কিম্বা মতামত কিছু থাকে না, কিন্তু শিশু চলিতে সমর্থ হইলে পিতা যদি তাহাকে ভূমিতে নামাইয়া কেবল হস্ত ধরেন তবে শিশু পিত সাহায্যে আপনি গমন করে। পরমেশ্বর আমারদিগকে অঙ্কস্থ শিশুর ন্যায় ধর্ম্ম সাধনে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত করেন না কিন্তু পিত

হস্তাবলম্বনে গমন শীল শিশুর ন্যায় আমারদিগকে সাহায্য করেন আমরা সেই সাহায্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম পথে গমন করি। আমরা ধর্ম্মের সাধন করি কি না তাহারি পরীক্ষা সংসারের মধ্যে হইয়া থাকে, ফলে আমারদের কি প্রকার আচার হইবে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ প্রযুক্ত যদিও তাহা প্রথমাবধি উত্তম জানেন তথাপি তাহার অভিপ্রায় এই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই আমারদের স্বেচ্ছাধীন হয় এবং আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারি। ধর্ম্ম বিষয়ে সংসার এক প্রকার শিক্ষাশালা, যে কেহ মনোযোগ পুর্ব্বক ধর্ম্মের অভ্যাস করে তাহার শ্রদ্ধা ও চিত্তশুদ্ধি এবং পবিত্রাচরণ নিরন্তর বৃদ্ধিশীল হয় তাহাতে সে ব্যক্তি চরমে পারমার্থিক সুখ ভাজন হয়।

একাদশ প্রকরণ। যদিও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে তথাচ কেহ২ তাহার মর্ম্ম গ্রহণে অশক্ত হইয়া ভ্রান্তিকুপে পড়িতে পারে একারণ ধর্ম্মাচরণের কোন আদর্শ থাকিলে আমারদের মহোপকার হয় অতএব যিশু খ্রীষ্টের চরিত্রে আমরা ঐ রূপ ধর্ম্মের আদর্শ প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারি না বটে তথাচ তাঁহার পুণ্যাচরণের সদৃশ ব্যবহার করণার্থ আমারদের সকলের যত্ন কর্ত্তব্য।

দ্বাদশ প্রকরণ। পারলৌকিক কল্যাণের বিবরণ। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে এ বিষয়ের এমত উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে যে তাহা পাঠ করিলে চমৎকার জন্মে। লিখিত আছে যে যত লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা হইবে সংসারের অন্তে তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে এবং তাহারদের আত্মা আপন২ শরীরে পুনর্ব্বার সংযুক্ত হইবে তখন প্রভু যিশু খ্রীষ্ট তাহারদের বিচার করণার্থ মহা প্রতাপে পুনরাগমন করিবেন তাঁহার আদেশানুসারে সকলেই আপন২ কর্ম্মফল প্রাপ্ত

হইবে। যে সকল লোক জীবদ্দশায় স্ব২ পাপের জন্য অনু-
তাপ করে নাই এবং যাহারা মৃত্যুকালপর্য্যন্ত দুষ্টতা ছল
মিথ্যা ভাষা কিম্বা ব্যভিচারে অনুরক্ত ছিল আর যাহারা
সাংসারিক বিষয়কে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরকে বিস্মরণ
করিয়াছিল তাহারা সকলে নরকগামি হইবে, আর যাহারা ধর্ম্ম
পরায়ণ প্রযুক্ত অন্তকাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধস্বত্ত্ব ও নম্রাত্মা এবং
শ্রদ্ধালু হইয়াছিল তাহারা স্বর্গের অধিকারি হইবে। এই
জীবদ্দশাতেই আমারদের উদ্ধারের সুযোগ আছে, কিন্তু
পাপি লোক যখন যিশু খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত
হইবে তখন ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা আর থাকিবে না অতএব
কিঞ্চিৎ বিবেচনা থাকিলে মনুষ্য লোক নরক ভোগের ভয়ে
ভীত হইয়া কুকর্ম্মে বিরত হওত পাপ ক্ষমার নিমিত্ত অবশ্য
পরমেশ্বরের বিনতি করিবেক এবং সাবধান পূর্ব্বক তাঁহার
আজ্ঞানুযায়ি আচার ব্যবহার করিবেক, কেননা নরক যন্ত্রণার
কথা মনে করিলেও অন্তঃকরণে শঙ্কা এবং দুঃখ জন্মে তবে
তাহা ভোগ করা কেমন কঠিন হইবে। বিবেকি লোক যেমত
দুর্গতির ভয়ে ভীত হইয়া দুষ্কর্ম্মে বিরত হইবেন তদ্রূপ স্বর্গের
প্রত্যাশাতেও ধর্ম্ম চিন্তা করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে যদিও
সংসারের মধ্যে কোন ক্লেশ কিম্বা পরিশ্রম ভোগ করিতে হয়
তথাপি শ্রদ্ধাবান্ লোকে তাহাতে বিরক্ত হইবেন না কেননা
সংসারের সুখ দুঃখ অনিত্য শীঘ্র অবসন্ন হইবে পারত্রিক
কল্যাণ নিত্য থাকিবেক। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে স্বর্গ ভোগকেই মুক্তি
কহে তাহার পর আর কোন পরম মুক্তি নাই, উক্ত
শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে স্বর্গেতে শরীর এবং
আত্মার বিয়োগ হইবে না কেবল পাপ দুঃখ এবং অবি-
দ্যার বিচ্ছেদ হইবে তাহাই যথার্থ নিঃশ্রেয়স মোক্ষ। স্বর্গবাসি
সাধু জনগণের শরীর নির্ম্মল এবং তেজোময় হইবে তাহাতে
ভোজন পানাদি স্থূল শরীরের ব্যাপারের আর অপেক্ষা

থাকিবেনা এবং কাম ক্রোধাদি মানসিক বিকার হইতেও আত্মা সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইবেন। তৎকালে অবিদ্যা রূপ তিমির তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিতে একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে সকল বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং মানসিক সকল ব্যাপারের বৃদ্ধি হইবে তাহাতে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহ শক্তি জন্মিবে এবং সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদ হওয়াতে সকল বিষয়ে নিশ্চয় বিচার করিবার সামর্থ্য হইবে আর বিজাতীয় জ্ঞান প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা মনের তৃপ্তি জন্মিবে। যদ্যপি পরমেশ্বরের অপার মহিমা সম্পূর্ণ রূপে কোন প্রজার হৃদয়ঙ্গম হইতে পারেনা তথাপি ভূরি২ নিগূঢ় বিষয় যাহা আমরা ইহকালে আপনারদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিতে পারি না তাহা স্বর্গ ধামে বোধগম্য হইবে। সংসারের মধ্যে সাধুলোক ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেও তাহারদের ভক্তি নিতান্ত সংশয় শূন্য হয় না কিন্তু স্বর্গেতে পরমেশ্বরের অনুগ্রহের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিবে এবং তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তা ও অদ্ভুত ক্রিয়া ধ্যান এবং আজ্ঞা পালনাদি সাধনে প্রবৃত্ত থাকাতে অক্ষয় আনন্দ হইবে। ফলতঃ যে মোক্ষদ প্রভু পূর্ব্বে মহীমণ্ডল মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আমারদের অক্ষয় সুখের নিমিত্ত মানুষিক মর্ত্যাবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে স্বকীয় অপার মহিমাতে ভূষিত হইয়া জগতের উপর আধিপত্য করিতেছেন তাঁহার সন্দর্শন এবং পরিচর্য্যাতে সকল স্বর্গবাসি লোক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু স্বর্গেতে কি২ প্রকারে পরমেশ্বরের সেবা করিতে হইবে এবং আমারদের কল্যাণ সিদ্ধিরও কি২ উপায় হইবে সে সকল গূঢ় বিষয় ইহকালে আমারদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে তথায় আমারদের আত্মা অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইবে।

দেখ সংসারের মধ্যে আমারদের বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইলেও আমরা পরমার্থের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ পাই অর্থাৎ বিদ্যানুশীলনের আমোদ, সৎসঙ্গের সুখ, জ্ঞাতি বাৎসল্যের আনন্দ ও ঈশ্বরারাধনার আহ্লাদ ভোগ করিতে পাই যদি সংসার রূপি কালকূটেও এমত অমৃত সংযোগ থাকিল তবে কালকূট শূন্য স্বর্গধামে কেবল অমৃত পান করিতে পাইলে কেমত পরম সুখানুভব হইবে। সেখানে পাপের সম্পূর্ণ অভাব হওয়াতে সুখের কোন প্রতিবন্ধক থাকিবেক না এবং পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে পাইলেও অভিমান জন্মিবে না ও পরমেশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তিও শিথিল হইবে না এই কারণ দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর আপনার অনন্ত শক্তিতে স্বর্গবাসি পুণ্যাত্মাদিগকে সম্পূর্ণ এবং অক্ষয় সুখ প্রদান করিবেন তখন তাহারদের স্বভাবে দোষ কিম্বা কলঙ্কের লেশও থাকিবে না এবং ধর্ম্ম ও পবিত্রতা সিদ্ধির কামনা যাহা সংসারের মধ্যে পূর্ণ হইতে পারে না স্বর্গেতে তাহা সফল হইবে।

শিষ্য। হে গুরো আপনার বদনোৎস নির্গত নির্ম্মল বাক্য রূপ বারি ধারায় মদীয় মানস সন্দেহ পঙ্ক হইতে ধৌত হইলেও মতান্তর সম্পর্কে পুনশ্চ শঙ্কা মলিন হইল যেহেতু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে যে নিঃশ্রেয়স গতি প্রাপ্তি হয় তাহা এখনও আমার বুদ্ধিতে লগ্ন হইতেছে না কেননা তন্মতে মুক্তিদশাতেও অশুচি দেহের সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ উক্ত আছে এবং স্বর্গাখ্য কোন স্থান বিশেষে সদেহ আত্মার সুখরূপ ফলভোগই পরমার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেহ স্বভাবতঃ দুঃখের মূল, আর ফলভোগই মুক্তির প্রতিবন্ধক; সুতরাং তাদৃশী সিদ্ধি যে পরমার্থ ইহা কিরূপে সম্ভব হয়।

গুরু। এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র প্রতিপাদিত পরলোকে দেহ সম্বন্ধও

ফলভোগ থাকিলেও তাহার পরমার্থত্ব ব্যাহত হয় না। ইতর শাস্ত্রে স্বর্গশব্দে যদ্রূপ অনিত্য তুচ্ছ সুখের অবস্থা বুঝায় এ শাস্ত্রে তদ্রূপ নয় এস্থলে স্বর্গ শব্দে সর্ব্ব প্রকারে সম্পূর্ণ কল্যাণ সিদ্ধিকে প্রতিপন্ন করে। তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বাহুল্য বর্ণনা করিতেছি।

পরমেশ্বর খ্রীষ্টীয় মত প্রচার করণার্থ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে তন্মত বাস্তবিক পারমার্থিক, যদি ইহা স্বীকার না করি তবে ঈশ্বরের অবতার দ্বারা আমাদের কি লাভ হইল। অতএব খ্রীষ্ট প্রতি-পাদিত মুক্তি মনুষ্যের পরমার্থ যেহেতু তিনি আমাদের প্রাপ্য কোন্ সিদ্ধি উৎকৃষ্টতমা ইহা সম্যক্ রূপে জানিতেন এবং অসীম কারুণিক প্রযুক্ত অস্মদাদির পরম কল্যাণের অভিলাষী ছিলেন। অতএব এস্থলে ফলভোগ শব্দশ্রবণ হেতু তোমার যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা অমূলক, কেননা ফলভোগমাত্র মুক্তির প্রতিবন্ধক নহে কেবল অযোগ্য ফলভোগই হেয় পদার্থ। উত্তম মধ্যম অধম ইত্যাদি নানা প্রকার ফল আছে জীবসমূহ স্ব২ কর্ম্মানুসারে তাহা ভোগ করে। উদাহরণ। লোকে বালকদিগকে সদাচরণের প্রতিফল রূপে মিষ্টান্ন দান করিলে বালকেরাও তাদৃশ ফল বাঞ্ছা করিয়া আরো সৎকর্ম্ম করিতে উদ্যত হয় কিন্তু বয়ঃ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সে প্রকার ফলের অভিলাষ করেনা বরং স্ব২ অবস্থানুসারে ধন যশঃ প্রভৃতি সৎকর্ম্মের ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে আর সাধুলোকে আত্মসন্তোষ ও ঈশ্বর প্রসাদাদি স্বরূপ উৎকৃষ্টতর ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন। যাহারা পরমেশ্বর সেবাতে রত ও সর্ব্বান্তঃ করণের সহিত তাঁহার প্রতি প্রেম করে এবং তাঁহার অনন্ত মহিমার সমাদরে তৎপর হয় এমন সকল লোকে ঈদৃশ সদুপায় প্রয়োগেও সিদ্ধির প্রতিবন্ধক স্থূল কায়িক সুখ প্রভৃতি সামান্য ফল প্রাপ্ত হইলে তাহারদের যথার্থ পুরস্কার হয় না একথা নিশ্চয় সত্য, যেহেতু ভক্তি থাকিলে প্রেম ও

মনঃশান্তিরূপ আনন্দ জন্মে তাহাও সমস্ত লৌকিক সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুতরাং সে প্রকার ভক্তির পারলৌকিক প্রতিফল কোন মতেই অসর্ব্বোত্তম হইতে পারে না। অধিকন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র প্রতিপাদিত যে নিঃশ্রেয়স পরম গতি তাহার সারভাগ স্থূলপদার্থের উপভোগ নহে কিন্তু মনুষ্য স্বভাবের পরিবর্ত্তন দ্বারা আন্তরিক ভাবের সংসিদ্ধিই তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য অর্থাৎ এক্ষণে প্রবল যে স্বভাবদোষ তাহার দূরীকরণপূর্ব্বক পরমেষ্ট সৎসংস্কারের উৎপত্তি, স্বধর্ম্ম প্রাবল্যদ্বারা পাপ শক্তির মুলোৎপাটন, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ধ্বংসনের নিমিত্তে জ্ঞান সূর্য্যের উদয়, ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ে অধিক পরিচয় ইত্যাদি কল্যাণ সম্পত্তিই ঐ পরম পদের ফল।

অপিচ শরীর স্বভাবতঃ অশুচি অথচ আত্মার অসিদ্ধির প্রতি নিত্য কারণ ইহা কেবল ভ্রান্ত প্রলপিত মাত্র কেননা স্বয়ং পরমেশ্বর সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়া শরীর গ্রহণ করেন, যদি শরীরমাত্র পাপের মূল হইত তবে ঈশ্বরের শরীর ধারণ সম্ভাব্য হইত না তবে যে আমাদিগের পাপাত্মতা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কেবল দেহ সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু নিষ্কলঙ্ক ভাবের নাশেই হইয়াছে কেননা সৃষ্টির অব্যবহিত পরে সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বিত তনু আত্মার সম্যক্ বশীভূতা দাসী রূপা ছিল পরে যখন মনুষ্যের আদিম সদ্দশা ভ্রংশ হইয়া স্বভাবের বিপর্য্যয় হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিরঙ্কুশ হইয়া আত্মার সহিত নিত্য বিরোধী হইল তৎকালাবধি এই নরতনু রূপ ভূমি পাপের বীজ বপনহেতু দুঃখোৎপাদনে উর্ব্বরা হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্ট আপনি মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্বকে শুদ্ধি ও মহিমার আধার ও নিত্য সিদ্ধির পাত্র করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বভ্রষ্ট মনুষ্য স্বভাবের পরিবর্ত্ত করিয়া বিশ্বাসিরদের আত্মাতে পুনর্ব্বার নবীন সুধারা স্থাপন করিয়াছেন মনুষ্যগণও খ্রীষ্টোপার্জ্জিত সদাত্মার প্রসাদ সাহায্যে পুনর্ব্বার ঈশ্বরানুরূপে সৃষ্ট হই-

য়াছে আর ঈশ্বর দত্ত শুদ্ধি দ্বারা নির্ম্মল স্বান্ত হইয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী প্রায় হইয়াছে।

হে শিষ্য অবধান কর সৎপুরুষেরদের ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য ইহলোকেও উত্তরোত্তর ক্ষীণ হয়, পরলোকে সেইসকল ইন্দ্রিয় সম্যক শুদ্ধ, ও সূক্ষ্মীকৃত, এবং স্বকীয় অধ্যক্ষ স্বরূপ আত্মার একান্ত বাধ্য হইয়া সহজে তদভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে অতএব নিরঙ্কুশ প্রজার ন্যায় দুর্দম্য রাগ দ্বেষাদির শক্তি ক্ষীণ হইলে আত্মা নিঃসপত্ন হইয়া দেহসম্বন্ধ সত্ত্বেও অবশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন সুতরাং উৎকৃষ্টতম পরমার্থ সম্পাদন যে খ্রীষ্টীয় মতের অভিপ্রায় ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র হইতে পারে না।

শিষ্য। হে গুরো আমি মহাশয়ের প্রমুখাৎ য়িশু খ্রীষ্টের সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম যে আচার্য্যেরা সৃষ্টিকালাবধি ঈশ্বর সকাশাৎ ঐ মুক্তি দাতার অবতার সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা বারম্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই য়িহুদি এবং অন্যান্য জাতীয় লোকেরদের মনে এক মহাত্মা পুরুষের আগমন বিষয়ক প্রত্যাশা জন্মিয়াছিল পরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কালে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন সিদ্ধ করত ধর্ম্ম ও সাধুতার সম্পূর্ণ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাইলেন এবং অপূর্ব্ব ও অনুপম শিক্ষা প্রদান এবং অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়া সংসারস্থ লোকের পাপ মোচন করণার্থ অবশেষে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন এবং শিষ্যগণকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ ধর্ম্মে দেশ কাল বর্ণ ভেদ আছে কি না? কোন বিশেষ দেশীয় অথবা জাতীয় লোক ঐ ধর্ম্মের অধিকারী? কি সকল দেশীয় এবং সর্ব্ব জাতীয় লোকের পক্ষে তাহা অবলম্বন ও পালন করা কর্ত্তব্য?।

গুরু। প্রভুর আপনার বচনেই তুমি এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবা, তিনি স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে কহিয়াছিলেন "তোমরা মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র গমন করিয়া সকল প্রাণির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর"। এবম্ভূত অনেকানেক বচনে নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদিগের কর্ত্তব্য আপনারদের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রকাশ করে সুতরাং ঐ ধর্ম্ম যে২ লোকের কর্ণ গোচর হয় তাহারদের সকলেরি তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি বল সকল লোকের তাহা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? উত্তর, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম মার্গের জ্ঞান আদৌ প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন প্রায় সকল দেশে অদ্যাপি পাওয়া যায় একারণ যদি কেহ কহে "আমরা আদ্য শাস্ত্রের সারাংশ পূর্ব্বাপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অদ্যাপি অবগত আছি অতএব খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি?" উত্তর, এপ্রকার তর্ক যথার্থ নহে, কেননা যদিও আদ্য শাস্ত্রের কোন২ চিহ্ন সর্ব্বত্র পাওয়া যায় বটে তথাপি অনেক স্থলে তাহার সারাংশ বিকৃত হইয়াছে আর তন্নিমিত্তই পরমেশ্বর য়িহুদি জাতির মধ্যে নূতন শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নূতন শাস্ত্র প্রকাশ করণের এই অভিপ্রায় যেন য়িহুদিদিগের দেশে তাহার তত্ত্ব জ্ঞান নির্ম্মল ভাবে রক্ষা পাইয়া পরে অবনি মণ্ডলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় অতএব আদ্য শাস্ত্র ব্যতীত যদি অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন না হইত তবে পরমেশ্বর য়িহুদিদিগকে নূতন শিক্ষা প্রদান করিতেন না ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হইতেছে সকল জাতীয় লোকেরদের পক্ষে নূতন শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অপর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম য়িহুদিদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইলেও পূর্ব্বতন গ্রীক রোমান প্রভৃতি অন্যান্য লোকেরা তাহা অবলম্বন করিয়াছিল এবং লোকদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও দেশ দেশান্তরে তাহা চলিত হইয়া-

ছিল যদিও ঐ সকল জাতির মধ্যে ঈশ্বরের আদ্য শাস্ত্রের কোন২ চিহ্ন সমুদয় বিলুপ্ত হয় নাই বটে তথাপি তাহারা ঐ প্রাচীন ধর্ম্ম বিকৃত হওয়াতে পরমেশ্বরের যথার্থ আরাধনা করিতে অক্ষম হইয়াছিল এবং মুক্তি পথও জানিত না একারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা দেখিয়া মুমুক্ষুতা প্রযুক্ত তাহা অবলম্বন করিল। ইংলণ্ডীয় লোকেরাও ঐ প্রকার খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, খ্রীষ্টের আরাধনা তাহারদের জাতীয় ধর্ম্ম ছিল না কেননা তাহারা য়িহুদি জাতি হইতে পৃথক এবং তাহারদের দেশও য়িহুদি ভূমি হইতে দূরস্থিত সুতরাং তাহারা প্রথমতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না কিন্তু পরে তাহা পৃথিবী মণ্ডল ব্যাপ্ত হওত তাহারদের দেশে প্রচার হওয়াতে তাহারা আপনারদের প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টাশ্রিত হইল। ফলতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে যে২ লোক তাহা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারদের মধ্যে প্রায় কোন জাতি য়িহুদিদিগের স্বদেশীয় ছিল না সুতরাং খ্রীষ্টমতকে জাতীয় ধর্ম্ম বোধে অবলম্বন না করিয়া কেবল তাহার উৎকৃষ্টতা বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছিল।

অপিচ বিবেচনা কর সকল মনুষ্যই বস্তুতঃ এক জাতি এবং সকলের স্বভাবও এক প্রকার, সকলেই রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হইয়া পাপ সাগরে মগ্ন হইয়াছে সুতরাং সকলেরি উদ্ধারের অপেক্ষা আছে। সকলেই পাপ রোগে পীড়িত সুতরাং সকলেরি য়িশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন আছে কেননা সেই বিশ্বাস পাপ রোগ নাশার্থ মহৌষধি।

শিষ্য। যাহারা য়িশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহারা কি রূপে তৎসম্প্রদায়ে ভুক্ত হয়।

গুরু। য়িশু খ্রীষ্ট নিজ প্রেরিত শিষ্যগণকে আপনি আদেশ করিয়াছিলেন যে তোমরা সকল লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে জল সংস্কার করিয়া

শিষ্য করিও। পুনশ্চ কহিয়াছিলেন যে জল এবং পবিত্রাত্মার দ্বারা পুনর্জাত না হইলে কেহ স্বর্গ রাজ্য প্রাপ্ত হয় না একারণ খ্রীষ্ট মতাবলম্বি লোকে বিশ্বাস করে যে এই ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু সকলেরি জল সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। হে সৌম্য ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের নিমিত্ত যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করা অতিশয় শ্রেয়স্কর এবং নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে বিশ্বাস করিলে পাপ মোচন হয় এবং ঈশ্বরের প্রসাদ, যিশু-খ্রীষ্টের করুণা, পবিত্রাত্মার আশ্রয়, ধর্ম্মসাধন শক্তি, চিত্ত শুদ্ধি মনঃশান্তি এবং পরমার্থ প্রত্যাশা লাভ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের ফল ইহকালে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হয় না ইহ কালে কেবল মুক্তি বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া তেজস্কর বৃক্ষ হইয়া অপূর্ব্ব এবং অমূল্য ফলদায়ী হইবে। অতএব হে সৌম্য সাবধান যেন অবিশ্বাসী হইয়া ঐ পরমার্থ সুখে বঞ্চিত হইও না। পরমেশ্বরের করুণা যেন তোমার উপর চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকে।

অথ প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি জগতের স্রষ্টা, শাস্তা, ও পালক, এবং দয়াময়, পবিত্র ও পরাত্ম স্বরূপ অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো তুমি পরম পুণ্যময়, আমি অতি পাপময়, অতএব আমি তোমার অসীম দূরে আছি, পাপমলাযুক্ত আমি তোমার সমীপে বিনয় করিতেও যোগ্য নহি। হে বিভো, তোমার অপার মহিমাই বা কোথায়, আর আমার তুচ্ছতাই বা কোথায়, অতএব তোমার পরম গুণসমূহের স্তবে এবং জ্ঞানে আমি নিতান্ত অক্ষম কিন্তু হে ঈশ্বর তোমা বিনা দীনহীনের আশ্রয় আর কে আছে? অতএব হে প্রভো এ পামরের দুর্দশার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। হে স্বামিন স্পষ্ট লিপ্যক্ষরের ন্যায় তোমার নির্ম্মিত পৃথিবীস্থ সকল চরাচর পদার্থ দ্বারা তোমার পরম গুণনিকর প্রকাশমান হইতেছে। তুমি এখন অবধি

আমার প্রতি যে অনুগ্রহ বিধান করিবে তাহাতে আরো তোমার পরম কারুণ্যের পরিচয় প্রচার হইবে। হে বিভো তুমিই আমার এই সর্ব্বাঙ্গ সমন্বিত বিচিত্র অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছ আর তোমার ইচ্ছাতেই এই অঙ্গ সমূহের ব্যাপার অহরহ নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইতেছে শরীরের নিয়ন্তা যে আত্মা, আর জ্ঞান গ্রহণ প্রভৃতি নানা শক্তি যুক্তা যে সূক্ষ্মা বুদ্ধি ইহাও তোমার নির্ম্মিতা হে প্রভো, তুমিই জন্মাবধি আমার জীবনকে পালন কর, এবং আমার হিতার্থে অসংখ্য সুখ সর্ব্বদা প্রদান করিয়া থাক, এই সকল অনুগ্রহ প্রাপ্তি হেতু আমি তোমার নিকট ঋণী আছি তৎপরিশোধার্থ বাল্যকালাবধি ভক্তি পুর্ব্বক সর্ব্বদা তোমার সেবা করা আমার কর্ত্তব্য ছিল। তুমি আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ ও আমাকে অবিশ্রান্ত রক্ষা করিয়াছ, কিন্তু আমি কৃতঘ্ন প্রযুক্ত কখনও যত্ন পুর্ব্বক তোমার ধন্যবাদ করি নাই, হে নাথ তুমি আমার রক্ষা করিতে কদাচ বিস্মৃত হওনা কিন্তু এ পামরের হৃদয় তোমাকে স্মরণ করে না আমি এই অনিত্য সংসারের সেবাতে আসক্ত হইয়া নিত্য সংসারকর্ত্তা যে তুমি তোমার আদর করি নাই, হে পরমেশ্বর আমি কেবল বাক্য দ্বারা তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ফলে সর্ব্বদা প্রায় নাস্তিকবৎ আচার ব্যবহার করিয়াছি এবং নানা ইতরার্থের অন্বেষণে লগ্ন চিত্ত হইয়া সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরমার্থে মনঃ সংযোগ করি নাই, আর তোমার ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়া সাধনেও ত্রুটি করিয়াছি, হায় কি দুর্গতি! বিশ্বরাজ যে তুমি তোমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, হে প্রভো, আমি রাগ দ্বেষ ঈর্ষা অহঙ্কার লোভাদি রিপুর আজ্ঞাবহ দাস এবং বশীভূত বন্দি স্বরূপ হইয়া স্বেচ্ছা পুর্ব্বক দুরাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি সুতরাং আমার অপরাধের সীমা নাই, হে ত্রিকালবিৎ প্রভো, তুমি আমার অশেষ কিল্বিষ জ্ঞাতা আছ, হে মনোমর্ম্মজ্ঞ, আমার

অন্তরস্থ কুচিন্তা কিছুই তোমার অগোচর নাই, এক্ষণে আমি যে দুর্ষ্য ও দণ্ডার্হ ইহা স্বয়ং স্বীকার করিতেছি, হে অঘ দ্বেষি আমি জানি তুমি আমার অপরাধে অপ্রসন্ন আছ, তুমি ন্যায় ও বিচার কর্ত্তা, কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিয়া থাক, কঠোর দুশ্চরিত্র দিগের ঘোরতর দণ্ড কর, কিন্তু হে প্রভো, আমার এই ভরসা যে পাপ হেতু অনুতাপ পুরঃসর শোক-কারিদের দোষবৃন্দ তুমি ক্ষমা করিবে যেহেতু তোমার অনাদি পরমৈশ্বর্য্যবান্ আত্মজ পাপে নষ্ট নৃজাতিকে রক্ষা করিতে এই জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া পাপ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহাতে দুরাত্মার পরিবর্ত্তে পুণ্যাত্মা, দোষির পরিবর্ত্তে নির্দোষী,মনুষ্যের পরিবর্ত্তে পরমেশ্বর স্বয়ং বলি হইয়াছেন ঐ মহাযজ্ঞবলে তদ্বিশ্বাসি মানবগণ পবিত্রীভূত হইয়া সদ্গতির অধিকারী হয় সেই ঈশ্বরাত্মজ অদ্যাপি জগতের প্রতি দয়াবলোকন করেন, এবং ভবসমুদ্রের তরঙ্গে ইতস্ততঃ নিঃক্ষিপ্ত মাদৃশ লোককে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন অতএব আমি যেন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই দয়াময় প্রভুর আশ্রয় লই, কেননা তিনিই কেবল মঙ্গলের আকর ও মুক্তির হেতু। হে উদারাত্ম প্রভো খ্রীষ্ট, তুমি পাপের ফলভোগার্থে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলা, অতএব তোমাকে কোটি২ নমস্কার। হে পাপজেতঃ পাপশৃঙ্খলে বদ্ধ আমাকে মোচন কর, আর ইন্দ্রিয়াক্রান্ত যে আমার আত্মা তাহাকে বল দ্বারা উদ্ধার কর আমার স্বভাব ব্যুৎক্রমাপন্ন হইয়াছে তাহাতে সুক্রম স্থাপন কর আর মানসিক ভাবের শাসনের নিমিত্ত আমার হৃদরাজ্যে ধর্ম্মকে অভিষিক্ত কর। হে প্রভো যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্য মধ্যে বাস করিয়াছ সেইকালেই ধর্ম্মের পরম নিদর্শন সুক্রিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত পৃথ্বীতে স্থাপিত তোমার পদাঙ্কিত যে নির্ম্মল বর্ত্ম আমি যেন সর্ব্বদা তাহাতে চলি হে হৃদয়পাবক অনাদি সদাত্মন্ তুমিও প্রসন্ন হও, আর হে তমোহারিন তমোব্যাপ্ত

যে আমার আত্মা তাহাতে অবরোহণ কর এবং অন্ধ যে আমি আমাকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিয়া পরমাত্মাতে যুক্ত কর ঈশ্বরানুরূপে আমার হৃদয়কে নূতন কর আর আমাকে পুনঃসৃষ্টি করিয়া সম্যক্‌রূপে সদ্গতির পাত্র কর ॥ তথাস্তু ॥

ইতি প্রার্থনা সমাপ্তা ।

সেলিষ্‌বরি নামক ক্ষেত্রস্থিত

মেষপালকের

বিবরণ।

CALCUTTA.

PRINTED FOR THE CHRISTIAN KNOWLEDGE SOCIETY,

AT THE SATYARNABA PRESS.

No. 14 *South Road Intally.*

1852.

সেলিষ্বরি নামক ক্ষেত্রস্থিত

মেষপালকের

বিবরণ ।

কলিকাতা

সত্যার্ণব মুদ্রাযন্ত্রে

মুদ্রিত

খ্রীষ্টাব্দীয়া ১৮৫২

সেলিষ্‌বরি নামক ক্ষেত্রস্থিত মেষপালকের বিবরণ।

প্রথম ভাগ।

গ্রীষ্মকালে এক দিবস সন্ধ্যার সময় মেং জন্‌সন্‌ নামে এক জন উপযুক্ত ও দানশীল সাহেব, পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয় চিন্তা করত অশ্বারূঢ় হইয়া ইংলণ্ড দেশের এক বিস্তারিত ক্ষেত্র মধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলেন। কারণ উক্ত সাহেব অশ্বারূঢ় বা পদব্রজে ভ্রমণ করণ কালে উত্তম বিষয় চিন্তা করিবার উপযুক্ত সময় বোধ করিয়া কখন২ আপন ধন সম্পত্তি বা বাণিজ্যাদি সাধারণ কর্ম্মের প্রতি মনোযোগ না করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আমাদের নয়ন গোচর হয় যে সকল বস্তু ও যাহাতে মনুষ্যদিগের মনে ধর্ম্ম চিন্তা উদয় হয় তদ্দর্শনে মনঃ স্থির করিয়া ক্ষেত্রাদির কোন নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিতেন।

তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে এক মেষপালক কুক্কুরের শব্দ শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করত ঐ বিস্তৃত ক্ষেত্র মধ্যে এক ক্ষুদ্র কুটীর ও তৎসমীপে এক মেষ পালককে দেখিল। তখন ঐ মেষপালক আপন কুক্কুরের সহিত আপন মেষ সমূহকে একত্র করণার্থে বহু যত্ন করিতেছে। মেং জন্‌সন্‌ সাহেব ক্রমে২ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে ঐ মেষপালক অতি সুন্দর পরিষ্কৃত ও প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক পুরুষ ও তাহার গাত্রে একটা জামা দেখিয়া বোধ করিলেন যে ইহা পূর্ব্বে কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রে নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু বহুকাল ব্যবহার করণ প্রযুক্ত জীর্ণ ও ছিন্ন হওয়াতে তাহাতে নানা বর্ণের বস্ত্রদ্বারা এমত পরতালি দেওয়া ছিল যে তাহার আদি বর্ণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইল। ইহাতে ঐ মেষপালকের দরিদ্রতা এবং তাহার স্ত্রীর শিল্প কর্ম্মে নৈপুণ্য প্রকাশিত হইল। আর তাহার চরণে মোজা দেখিলেই তাহার স্ত্রীর উক্ত গুণ বিশেষরূপে জানা গেল। কারণ তাহার মোজা সর্ব্বস্থানেই নানা রঙ্গের পশমী সুতাদ্বারা এমত যোড়া ছিল যে তাহার কোন স্থানেও ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল না। তাহার কামিজ প্রায় জাহাজের পালির ন্যায় স্থূল হইলেও প্রায় বরফের ন্যায় পরিষ্কৃত ছিল, এবং তাহার স্থান সকল সুন্দর রূপে পরিষ্কৃত ছিল। এইরূপ নিয়মদ্বারা প্রায়

তাবৎ দরিদ্র লোকদের সরলতা প্রকাশ পায়। আমি পথি-মধ্যে কোন দরিদ্র লোককে মৃত্তিকা খনন করিতে বা বেড়া দিতে বা রাস্তা মেরামত করিতে দেখিলে যদি তাহার অন্য বস্ত্রাপেক্ষা কামিজ এবং মোজা উত্তম থাকে, তবে তাহার গৃহে প্রায় সর্ব্বদা গমন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র গৃহ উত্তম পরিষ্কৃত এবং তাহার ভার্য্যাকেও প্রশংসার ও উৎসাহের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিয়াছি। কিন্তু যে কোন দরিদ্র স্ত্রী আপন স্বামির বস্ত্রাদির বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগ না করিয়া কেবল শয়নে তৎপরা অথবা আপন প্রতিবাসির সহিত গল্প করিতে মত্ত থাকে সে স্ত্রীলোক সর্ব্বতোভাবে মন্দ। কিন্তু ঐ মেষপালকের ভার্য্যার তদ্রূপ আচরণ ছিল না। পরে মেং জন্‌সন্‌ সাহেব তাহার বস্ত্রের পারিপাট্য বিশেষতঃ তাহার আরোগ্য, আহ্লাদ, ও সাহসযুক্ত সরল মুখ অবলোকন করিয়া অতি চমৎকৃত হইলেন। অপর তিনি যে গৃহত্যাগী হইয়া পথে ছিলেন ইহা তাঁহার স্মরণ হওয়াতে এবং আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা বোধ হওয়াতে কিঞ্চিৎ ভীত হওত মেষপালকের নিকট-বর্ত্তী হইয়া তাহাকে কল্যকার দিবসের ভাব জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "হে মহাশয় আমি যাহাতে সন্তুষ্ট হই, কল্য এমত দিবস হইবে।" সেই মেষরক্ষক এই বাক্য অতি নম্রভাবে এবং সুস্বরে কহিয়াছিল, কিন্তু জন্‌সন্‌ সাহেব

তাহার অর্থ বুঝিতে না পারাতে অত্যন্ত কর্কশ ও অসভ্য বোধ করিলেন। ও পুনশ্চ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" তাহাতে সে কহিল "কল্য এমত দিবস হইবে যাহাতে পরমেশ্বর তুষ্ট হন, অতএব পরমেশ্বর যাহা করিতে বাঞ্ছা করেন আমিও তাহাতেই সন্তুষ্ট হই।"

জন্‌সন্‌ সাহেব পূর্ব্বে উত্তম বস্তু ও উত্তম মনুষ্যে সর্ব্বদা আহ্লাদিত হইতেন এইক্ষণে তিনি মেষপালকের উক্ত প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন কারণ তাঁহার মনে এই যথার্থ চিন্তার উদয় হইল যে কপটিরা বিদেশীয়দের নিকটে অনায়াসে আপনাদিগকে সরল দেখাইতে পারে এবং যদ্যপিও কোন লোকের মুখে অতি অল্প উত্তম কথা শ্রবণ করিলে তাহাকে হঠাৎ বিশ্বাস করা অনুচিত তথাচ ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে "মনের পূর্ণ ভাবানুসারে মুখহইতে কথা নির্গত হয়।" যাহারা ধীরের ন্যায় আচরণ করে এবং প্রকৃত কথা কহে তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত প্রেম করিতেন, কারণ তিনি বিবেচনা করিতেন, যে এরূপ সুধারা ও সৎ আচরণ কেবল সৎ লোকদের হইতে পারে, অনেকবার ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। আরো কহিতেন আমার সহিত কেহ লম্পট, নীচ, অনুচিত, বা অপবিত্র বাক্য ব্যবহার করিলে আমি সর্ব্বদা পরীক্ষাদ্বারা তাহার স্বভাব যে মন্দ ইহা নিশ্চিত বুঝিব।

পরে তিনি মেষপালকের সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "হে সরল বন্ধো আমি দেখিতেছি যে তোমার জীবন অত্যন্ত ক্লেশদায়ক," ইহাতে মেষপালক উত্তর করিল "হে মহাশয় আমার জীবনে অধিক আলস্যতা নাই, কিন্তু গুরু আমার নিমিত্তে যেরূপ কঠিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ কঠিনও নয়। তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কঠিন জীবন মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কেবল পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত জীবন ধারণ করি।" সাহেব কহিলেন "বোধ হয় তুমি শীত এবং গ্রীষ্মে অধিক ক্লেশ পাও।" মেষপালক কহিল "সত্য বটে কিন্তু আমি অধিক পরীক্ষায় পতিত হই না এবং এইরূপে পরমেশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক প্রকারে ক্লেশ ও অন্য প্রকারে সুখ দিয়া বিশেষ২ মনুষ্যের অবস্থা এমন সমভাবে স্থির করিয়াছেন যাহা দরিদ্র অজ্ঞান ও অদূরদর্শি জন্তু যে আমরা কোন মতেই বুঝিতে পারি না। বোধ হয় দায়ূদ ইস্রায়েল এবং যিহূদা দেশের রাজা হওনের পূর্ব্বে এইরূপে ক্ষেত্রেতে আপন পিতার মেষ চরাইতে২ স্বরচিত গীত সকল গান করিতেন তখন তিনি আরো অধিক সুখী ছিলেন। এবং আমার আরো বোধ হয়, তিনি পূর্ব্বে মেষ পালক না থাকিলে আমরা তাঁহার এমত সুন্দর২ গীত পাঠ করিতে পাইতাম না। তিনি মেষপালক ছিলেন

এই নিমিত্তে তাঁহার গীতে মেষ, পর্ব্বত, উপত্যকা এবং জলের উনুইর সহিত তাহার তাবৎ বচনের সুন্দর২ তুলনা দিয়াছেন।”

পরে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে তুমি বোধ কর কি যে পরিশ্রমি জীবনই সুখদায়ক। মেষপালক কহিলেন, “হাঁ মহাশয় অবশ্য সুখদায়ক কারণ তাহাতে মনুষ্যেরা পাপের বিষয়ে অধিক পরীক্ষিত হয় না। দেখুন যদ্যপি শাউল রাজা আত্ম জীবনের যাবদ্দিন দরিদ্র থাকিয়া সামান্য শ্রম করিতেন, তবে তিনি সরল ও সুখী হইয়া অবশেষে সাধারণের ন্যায় মৃত হইতেন কিন্তু হে মহাশয় তিনি শেষাবস্থায় কিরূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন তাহা আপনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকিবেন। এবং আমি এই সকল দৃষ্টান্ত অত্যন্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক উচ্চারণ করিতেছি; কারণ আপনি জ্ঞাত আছেন যে সে সমস্ত ঘটনাই জগদীশ্বরের অভিমতা-নুসারে ঘটিয়াছিল। আরো দেখুন, আমার এই ব্যবসায় বিশেষরূপে সম্ভ্রান্ত কারণ মুসা নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিদিয়ান ভুমিতে মেষরক্ষক ছিলেন। এবং জগতস্থিত পাপি লোকেরা পূর্ব্বে কখনই জানে নাই যে এমত হর্ষজনক সুসংবাদ, অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সমাচার আছে তাহা প্রথমতঃ বৈথলেহেম্ নগরে স্বর্গস্থ দূতকর্ত্তৃক মেষপালকদিগকে জ্ঞাপিত হইয়াছিল। শীতকালে

আমার মনে এই সকল চিন্তার উদয় হয় এবং উত্তম সামগ্রী ভোজনে যে তৃপ্তি হয় তদপেক্ষা অধিক আহ্লাদে আমার মন পরিপূর্ণ হইত।

এই সকল কথোপকথনের পর মেষপালক অধিক কথা কহিয়াছি বোধ করিয়া নীরব হইয়া থাকিল। কিন্তু তাহার তদ্রূপ শাস্ত্র জ্ঞান এবং ধনী ও দরিদ্র উভয় লোক সম্বন্ধীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জন্‌সন্ সাহেব অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও মেষপালককে আর কিছু কথোপকথন করিতে কহিলেন। তাহাতে মেষপালক উত্তর করিয়া কহিল, হে মহাশয় আপনি এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনকার াক্য শ্রবণ করাই আমার লাভজনক এবং উপযুক্ত।" ন্তু তিনি আজ্ঞা করাতে সে কহিতে লাগিল, "হে 'ন দরিদ্র লোকেরা পরমেশ্বর হইতে সম্মান পায় তাহা ।খুন ধর্ম্মশাস্ত্রের তাবৎ স্থানেই আমরা পাঠ ও শ্রবণ দেখি যে পরমেশ্বর, মেষপালক, তাম্বুনির্ম্মাণকারি, ারি, ও সুত্রধরদিগকে সর্ব্বদা যেরূপ সম্ভ্রম যুক্ত ছেন তিনি এমতরূপে কোন ধনী বা মহত্ লোককে সম্মানিত করেন নাই।" জন্‌সন্ সাহেব কহিলেন "হে বন্ধো দেখিতেছি যে তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপে জ্ঞাত " মেষপালক কহিল হাঁ মহাশয় আমি তাহা উত্তমরূপে আছি, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি,

কারণ বাল্যকালে আমার সহবাসির মধ্যে অধিক লোকে লেখা পড়া জানিত না তথাচ আমি পরমেশ্বরের কৃপাদ্বারা তাহা শিক্ষিত হইয়াছিলাম। বোধ হয় ত্রিশ বৎসর গত হইল, আমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে এক দিবসও অমনো- যোগী হই নাই। মেষপালক যে আমরা, যদি আমাদিগের এক অধ্যায় পাঠ করিতে সময় না থাকে তবে অন্যান্য ব্যবসায়িদিগের এক পদ পাঠ করিবারও সময় হইত না। এবং আমরা প্রতি দিন ধর্ম্মপুস্তকহইতে কেবল এক২ পদ উত্তমরূপে অভ্যাস করিলে বৎসরের শেষ দিবসে অবশ্যই অনায়াসে ৩৬৫ তিনশত পঞ্চষষ্টি পদ অভ্যাস করা হয় সুতরাং ঐ সকল পদ একত্রে আমাদিগের অন্তঃকরণে সঞ্চিত হইলে ঐ অন্তঃকরণকে এক স্বর্ণ ভাণ্ডারের সদৃশ করিতে পারি। এবং আপন২ সন্তানগণকেও [illegible] শিক্ষা করিতে দিলে তাহারা প্রতিদিন আহারের [illegible] যেরূপ যত্নবান হয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেও তদ্ৰ করিবে ইহার সন্দেহ নাই। এবং আমাদের ন্যায় [illegible] ব্যবসায়ি লোকদিগের অবকাশ হওয়া অসম্ভব, কারণ আমাদিগের মেষ সকল ক্ষেত্রে চরিতে থাকে তাবৎ নিষ্কর্ম্মে কালক্ষেপ না করিয়া অনায়াসে ধর্ম্মকর্ম্ম ক[illegible] পারি, এবং প্রতিদিন প্রায় ঐ সময়েতেই আমি পুস্তকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকি, তাহাতে

এই নির্জ্জন স্থানে আহ্লাদিত ও প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া কাল-যাপন করি। আর আমি ধর্ম্মপুস্তকের উত্তমাংশ গুলিন মুখস্থ করিয়াছি বলিয়াই কহিল উত্তমাংশ কহা আমার উচিত নয়, কারণ ধর্ম্মপুস্তকের তাবৎ অংশই উত্তম, সুতরাং অধিকাংশ কহা বরং ভাল। আর আমি অনেকবার একাকী থাকিলেও খাদ্য দ্রব্যের অভাবে বা অন্যকারণে অনেকবার ক্লেশে ও বিপদে পতিত হইলে সর্ব্বদা ধর্ম্মপুস্তকই আমার খাদ্য, পেয় ও বন্ধুস্বরূপ হইয়া থাকে সেই জন্যেই আমি তাহার মধ্যে লিখিত পরমেশ্বরের অঙ্গীকৃত বাক্য সকল স্মরণ করত মনকে প্রবোধ দিয়া স্বান্ত্বনাযুক্ত ও বলবৎ করি।"

জন্‌সন্ সাহেব কহিলেন তবে "আমার বোধ হয় তুমি বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছ।" মেষপালক কহিল না মহাশয় "কারণ সেই বিপদের কালেও পরমেশ্বর প্রতিবাসিদিগের নিকট হইতে যৎ কিঞ্চিৎ২ যোগাইয়া দিয়াছেন। আমি অল্প দুঃখ পাইয়াছি বটে কিন্তু অনেক বিষয়ে সুখ ভোগও করিয়াছি তন্নিমিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপকার স্বীকার ও তাঁহার ধন্যবাদ করি। এইক্ষণে আত্ম পরিচয় দি আমার এক ভার্য্যা এবং আটটী সন্তান, আমি তাহাদিগের সহিত ঐ পর্ব্বতোপরিস্থ ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করি।" সাহেব কহিলেন, "যে গৃহ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে সেই ক্ষুদ্র গৃহে কি তুমি বাস কর?" মেষপালক কহিল, "না মহাশয়

সন্ধ্যার সময় আমাদিগের গৃহে ধূম দেখা যায় না কারণ, এই সময়ে প্রায় আমাদিগের রন্ধনাদি হয় না, কিন্তু ঐ মন্দিরের বামদিক্‌স্থ পুষ্প বৃক্ষের নিকট যে ক্ষুদ্র ঘর দৃশ্য হয় তাহাতেই আমি বাস করিয়া থাকি। তাহাতে সাহেব কহিলেন, "ঐ ক্ষুদ্র ঘরে তুমি এমত বৃহৎ পরিবার লইয়া কি প্রকারে থাক?" মেষপালক উত্তর করিল, "তাহা অনায়াসে হইতে পারে দেখুন কত প্রধান লোকও মন্দ স্থানে বাস করিয়া জীবন কাটাইয়াছে। এবং কত২ সাধু ও সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা কারাগারে বহু ক্লেশে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আমার এই ক্ষুদ্র গৃহকে রাজবাটীর সদৃশ বোধ হয়। এই কুঁড়্যা আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উত্তম, এবং বর্ষাকালে যদ্যপি সেই গৃহ বহিয়া জল না পাড়িত তবে আমি তদপেক্ষা উত্তম ঘরে বাস করিতে বাঞ্ছা করিতাম না; কারণ এই স্থানে আমি স্বাস্থ্য স্বাধীনতায় নির্ভয় হইয়া কুশলেতে আছি।"

তিনি ইহা শুনিয়া কহিলেন, "ভাল তবে আমি অতি শীঘ্র তোমার গৃহ দর্শন করিতে যাইব; কিন্তু সে যাহ হউক, বল দেখি তুমি এত গুলিন সন্তানকে কিরূপে এ সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে বাস করাও?" মেষপালক বলিল যে মহাশয়, "সাধ্য মতে সর্ব্ব বিষয়ে আমার অবস্থানে উত্তমতায় উত্তম করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার স্ত্রী চির

রোগিণী এই স্থানে এমত কোন ধনী অথবা চিকিৎসকও নাই যে তাহাদ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে; তাহা হইলে আমরা আরো সুখী হইতে পারিতাম ইহার সন্দেহ নাই। এই স্থানের পুরোহিত ঐ উপত্যকার মধ্যে বাস করেন, তিনি অতি দয়ালু ও সৎলোক আর আমাদিগের সাহায্য করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলেও অল্পবেতনে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়াই যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন না, তথাচ যথাসাধ্য মতে কিঞ্চিৎ২ উপকার করিতে ক্রুটি করেন নাই কিন্তু অনেকানেক ধনিলোকেও ক্ষমতাসত্ত্বে তাদৃশ উপকার করিতে প্রায় যত্ন করে না, এতদ্ভিন্ন তিনি আমাদিগকে যে সকল সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ প্রদান করেন ও আমাদের নিমিত্তে যে নিরন্তর প্রার্থনা করেন, তন্নিমিত্তে আমরা সর্ব্বদা তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি; ইহার কারণ মনুষ্যের যাহা আছে তাহাই কেবল দিতে পারে অতএব যাহা নাই তাহা কোন মতে দিতে পারে না।"

জন্সন্ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন "এইক্ষণে কি তুমি কোন ক্লেশ পাইতেছ?" ইহাতে মেষপালক উত্তর করিল এই-ক্ষণে আমি কোন দুঃখ পাই না বলিয়াই পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি। আমি প্রতিদিন এক সিলিং অর্থাৎ আট আনা উপার্জ্জন করিয়া থাকি আর এমত বোধ হয় অল্প-দিবসের মধ্যে আমার কএকটী সন্তান কিছু২ উপার্জ্জন

করিতে পারিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেবল দুইজন পঞ্চবর্ষ বয়স্ক মাত্র হইয়াছে।" তাহাতে ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহিলেন, "কেবল পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইলে কি হইতে পারে?" মেষ-পালক উত্তর করিল, "পরমেশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা তাহাই যথেষ্ট, কারণ আমার স্ত্রী যদ্যপি বাহিরে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, তথাচ সে আপন সন্তানগণকে বাল্যকালাবধি এমত শ্রম করিতে শিক্ষা দেয়, যে আমাদের বালিকারা ছয় বৎসর বয়স্ক হওনের পূর্ব্বেই কোন শিল্প কর্ম্ম করিয়া প্রথমে এক২ পয়সা পরে দুই২ পয়সা করিয়া উপার্জ্জন করিতে যোগ্য হয়। এবং বালকেরা কোন কঠিন কর্ম্মের যোগ্য না হইয়াও শস্য ক্ষেত্রহইতে পক্ষি সকল তাড়াইয়া দিতে পারিলেই প্রতিদিন কৃষকেরদের নিকটহইতে দুই চারি পয়সা, ও কখন২ কিছু খাদ্য সামগ্রীও লাভ করিয়া থাকে। ও শস্য ছেদনের পর তাহারা ক্ষেত্রস্থ অবশিষ্ট শস্যাদি কুড়ায়; হে মহাশয় আপনি অবগত আছেন অলস থাকনাপেক্ষা কোন কর্ম্মে মনোযোগী থাক সর্ব্বতোভাবে উত্তম। এবং যদ্যপি তদ্দ্বারা তাহারা কোন লাভ না পায় বটে তথাচ কেবল শ্রমী হইবার নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে তদ্রূপ করাইয়া থাকি।

"অতএব মহাশয় দেখুন আমার অবস্থা অনেক দুঃখিলোক হইতেও উত্তম, এবং আমার স্ত্রীর পীড়া প্রযুক্ত ঔষধাদি

ক্রয় করিতে আমার অধিক ব্যয় না হইলে আমার অবস্থা আরও উত্তম হইতে পারিত। কিন্তু পরমেশ্বর যে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করত আমার স্ত্রীর বহুমূল্য জীবন অদ্যাপি রক্ষা করিয়াছেন, ইহার নিমিত্তে সর্ব্বদা তাঁহারই ধন্যবাদ করি, এবং যদ্যপি তাহার পীড়াতে অধিক ব্যয় বশতঃ কেবল একসন্ধ্যা আহার করিতে হয় তাহাতেও আমি স্বীকৃত হইয়া তাহার অমূল্য জীবন রক্ষার্থে চেষ্টিত হই।”

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল ইতো-মধ্যে এক অতি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট ও রক্তিমাবর্ণ বালিকা প্রফুল্ল বদনে ঈষদ্‌হাস্য পূর্ব্বক অতি বেগে ধাবমানা হইয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল “হে পিতঃ দেখ অদ্য আমি কত অধিক পাইয়াছি”। জনসন্ সাহেব ঐ বালিকার সারল্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু তাহার আহ্লাদের কারন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে তাহার হস্তে, জীর্ণ বস্ত্রে জড়িত কতক গুলীন মেষলোম আছে। মেষপালক কহিল “ও আমার প্রিয় বালিকা অদ্য তোমার পরিশ্রমের অধিক ফল সিদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সে যাহা হউক, তোমার সম্মুখে যে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন তাঁহাকে কি দেখিতে পাও না?” এ কথা শ্রবণ করিয়া

ঐ বালিকা সাহেবের প্রতি ফিরিয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি ঐ, মেষপালককে তাহাদিগের উভয়ের অদাকার এতাদৃক আহ্লাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মেষপালক কহিতে লাগিল "হে মহাশয় দরিদ্রতাতেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মায়। আমাদিগের সন্তানেরা মোজা অভাবে যে ক্লেশ পায় তাহা অবলোকন করিলে অধিক শোক জন্মে এবং তাহা ক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকাতে সন্তানগণকে কখন ২ পর্ব্বতোপরি প্রেরণ করিলে তাহারা মেষের গাত্রহইতে পতিত লোম বনমধ্য হইতে কুড়াইয়া আনে। এই রূপে যখন অধিক লোম একত্র হয় তখন তাহাদের মাতা সেই সকল পিঞ্জিলে পর আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহা লইয়া সূতা কাটে। এবং ঐ সকল সূতাতে আমরা কোন রঙ্গ দিই না কারণ দুঃখি লোকের বর্ণের কি প্রয়োজন আছে। সূতা প্রস্তুত হইলে পর আমার ছোট বালকেরা যাবৎ ক্ষেত্রে থাকে তাবৎ ঐ সূতা লইয়া আপনাদের জন্যে মোজা বুনিয়া প্রস্তুত করে। কিন্তু আমার ভার্য্যা এবং বালিকারা যে সকল মোজা বুনিয়া থাকে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দ্বারা ঘরের ভাড়া যোগাই। হে মহাশয় এই রূপে আমরা আপনাদিগকে শুদ্ধ, পরিষ্কার, এবং উত্তমাবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করি;

কারন যে কোন দরিদ্র লোক আপনার বাহ্য অবস্থাতে আপনাকে শুদ্ধ ও পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা না করে সে কখনই সরল নয়"।

যে সকল লোকেরা দরিদ্র অথচ সরল তাহারা যে ভিক্ষা বা অপহরণ না করিলেও নানা উপায় দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারে, ইহাতে জন্‌সন্ সাহেব আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরে অনেক লোকদিগের যে দিনপাত বহু ক্লেশ পূর্ব্বক হয় ইহা মনে ২ চিন্তা করিয়া, আপনার বাটীতে যেন কোন বস্তুর অপচয় বা অনর্থক ব্যয় না হয় এ বিষয়ে সাবধান হইতে বাঞ্ছা করিলেন।

পরে তিনি মেষপালককে কহিতে লাগিলেন "এই স্থান হইতে কএক ক্রোশ দূরে আমার এক জন বন্ধু আছে যাহার গৃহে অদ্য রাত্রিতে আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে, অতএব এইক্ষণে আমি তোমার গৃহ দর্শনার্থে যাইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার পুনরাগমনকালে আমি অবশ্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব; কারণ তোমার স্ত্রী ও তাহার সন্তানগণকে দেখিতে ও তাহাদের পারিপাট্য দর্শন করিতে আমার অতিশয় বাঞ্ছা হইয়াছে"। ঐ দরিদ্র, স্বীয় স্ত্রীর এতাদৃশ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক কহিল "হে মহাশয় আমার

বোধ হয় আপনি আমাকে নম্র বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বড়ই অহঙ্কারী। জন্‌সন্‌ সাহেব কহিলেন "অহঙ্কারী! এমন না হউক, যদ্যপিও ধনী এবং দরিদ্র এ উভয় লোকেরাই তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ লিপ্ত, তথাচ তুমি যে এক জন সরল ব্যাক্তি তোমার উপযুক্ত যে তুমি তাহা এড়াইতে চেষ্টা কর"। তাহাতে সে কহিল আপনি যথার্থ কহিয়াছেন কিন্তু আমি স্বীয় কোন গুণের বিষয়ে অহঙ্কার করি তাহা নয়, পরমেশ্বর জানেন যে আমার স্বকীয় এমত কিছুই নাই যাহার গৌরব আমি করিতে পারি; আমি অতি পাপিষ্ঠ। কিন্তু হে মহাশয় আমি আপন স্ত্রীর বিষয়ে কখন ২ গৌরব করিয়া থাকি, সে যে কেবল এই স্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশল এমত নহে কিন্তু সে আপন স্বামি ও সন্তানগণের প্রতি যথেষ্ট প্রেম ও পরমেশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁহার ধন্যবাদ অধিকাংশ খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের অপেক্ষা ও অধিক করিয়া থাকে। গত বৎসর শীতকালে তাহার ভয়ানক বাতরোগ উপস্থিত হওয়াতে সে প্রায় মৃতকল্প হইয়াছিল। কারণ শীতকালে আমাদের এই স্থান অত্যন্ত হিমেতে পরিপূর্ণ হয় এবং কখন ২ পথের মধ্যে এত বরফ জমাট হইয়া থাকে যে আমাদের কার্য্যোপযোগি দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে অন্যান্য গ্রামে যাতায়াত করিতে

পারি না; এবং পাছে আমাদিগের সন্তানগণকে হারাই এই শঙ্কা প্রযুক্ত তাহাদিগকে গৃহের মধ্যেই সর্ব্বদা রাখি। অতএব আমার স্ত্রী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহ কর্ম্ম করাতে তাহার সেই বাতরোগ জন্মিয়াছিল। যাহাতে এক সপ্তাহ সে আপন হস্ত পদাদি ব্যবহার করিতে পারে নাই পরে পরমেশ্বরের কৃপায় ক্রমে২ সুস্থ হইলে পর পুনর্ব্বার হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম করিতে পারিল। সে সুস্থ হইয়া কহিয়াছিল, যদ্যপি আমার প্রতি পরমেশ্বরের মহানুগ্রহ না থাকিত তবে বোধ হয় আমার বাতের পীড়া না হইয়া বরং পক্ষাঘাত হইত, তাহা হইলে আমি কোন কার্য্যের যোগ্য হইতাম না। কিন্তু তাঁহার দয়া আমার প্রতি যথেষ্ট থাকাতে আমি রক্ষা পাইয়াছি। হে মহাশয় আমার স্ত্রী সেই পীড়ার সময় অকথনীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিলেও তাহার বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের ত্রুটি কোন মতে হয় নাই, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় সাহস বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং এই স্থানের পুরোহিতের অনেক সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে ধৈর্য্যাবলম্বন করি।

"আমার ভার্য্যা পীড়িতা থাকাতে এক বিশ্রামবারে সন্ধ্যার সময়ে আমি প্রার্থনা করিতে ভজনালয়ে প্রবেশ করিলাম কিন্তু আমি তথায় এক সময়ে যাইতাম ও আমার

জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্য সময়ে যাইত তাহাতেই আমার স্ত্রীর নিকটে তত্ত্বাবধারণ করিতে সর্ব্বদা এক জনের থাকা হইত। প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে তথা হইতে বহির্গমন কালে আমাদিগের পুরোহিত মেং জেন্‌কিন্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমার ভার্য্যার পীড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে যে অবস্থায় ছিল তাহা তাঁহাকে কহিলে অনুগ্রহ ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার হস্তে এক সিলিং (অর্থাৎ আট আনা) দিয়া কহিলেন, পথে এত অধিক বরফ জমাট হইয়া থাকাতে আমি তোমার ভার্য্যাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই, কিন্তু অতি শীঘ্র যাইব।

"আমাদিগের এইরূপ কথোপকথন কালে তথায় অন্য এক জন সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত থাকিয়া সেই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করত মৌনী হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি আমাদিগের অধ্যক্ষ মেং জেন্‌কিন্স সাহেবের শ্বশুর, যাঁহার বিষয় অনেকবার শ্রবণ করিয়াছিলাম যে তিনি অতি সরল, পরিমিতব্যয়ী, ও দানশীল লোক ছিলেন।

"স্থানে২ বরফ থাকাতে আমি প্রায় তাবদ্দিন নিষ্কর্ম্মে ছিলাম এবং হাতেও কিছু ছিল না কিন্তু তৎকালে সেই দান প্রাপ্ত হইয়া অধিক আহ্লাদ ও সাহসে পরিপূর্ণ হইলাম এবং গৃহে আসিয়া আমার স্ত্রীকে কহিলাম যে আমি রিক্তহস্তে আসি নাই। তাহাতে সে উত্তর করিল

অবশ্যই আসিবে না কারণ, ক্ষুধিতদিগকে উত্তম বস্তুতে পূর্ণ করেন এবং ধনিদিগকে শূন্য করিয়া বিদায় করেন যে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তাঁহারি সেবার্থে গমন করিয়াছিলা। আমি কহিলাম হাঁ তাহাই যথার্থ দেখ আমাদের অধ্যক্ষ প্রায় প্রতিদিন আমাদিগকে পারমার্থিক ভক্ষ্য দান করিয়া থাকেন কিন্তু অদ্য তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে শারীরিক সামগ্রী যোগাইয়া দিয়াছেন। ইহা কহিয়া আমি তাহাকে সেই মুদ্রা দেখাইলে পর সে উক্ত সাহেবকে এত অধিক ধন্যবাদ দিতে ও তন্নিমিত্তে এত অধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিল যাহা বোধ হয় অন্য কোন লোক এক সহস্র টাকা পাইলেও করিত না"।

ইহা শ্রবণ করিয়া জন্‌সন্ সাহেব মনে২ বড় দুঃখিত হইলেন আর অনর্থক অপব্যয় আর না করিতে বাঞ্ছা করিলেন। মেষপালক কহিতে লাগিল, "পর দিবস প্রাতঃকালে আমি ঐ মুদ্রার কিয়দংশ লইয়া, আমার স্ত্রীর পেয় জল পুষ্টিকর এবং আস্বাদযুক্ত করিতে কিঞ্চিৎ বীর সরাপ ক্রয় করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিলাম। পরে সর্ব্বত্রেই বরফে আচ্ছাদন থাকাতে আমি অন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে না পারিয়া এক জনের ভুমিতে কাষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে গিয়াছিলাম এবং সেই

দিবসে আমার মন কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত ছিল; কারণ সেই দিনে আমার স্ত্রীর রোগের কিঞ্চিৎ উপশম দেখিয়াছিলাম ও বিশেষতঃ সেই দান প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার কোন বস্তুর অভাব ছিল না ও পর দিবসের খরচের নিমিত্তে প্রায় সর্ব্বদা পরমেশ্বরেতে নির্ভর করিতাম। অতএব সন্ধ্যার সময়ে আমি গৃহে আইলে আমার ভার্য্যা আমাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমি তাহাকে কহিলাম, কল্য পরমেশ্বর করুণা পূর্ব্বক তোমার অভাব নাশ করিয়াছেন অতএব তুমি কি এইরূপে তাহার নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হইতেছ? তাহাতে সে কহিল না পরমেশ্বর আমাদের প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা যথার্থ এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করি। কিন্তু আমার এই শঙ্কা হইতেছে পাছে এই জগতে আমাদিগের অবস্থানের কাল দীর্ঘ হয়। ইহা কহিয়া সে শয্যার আচ্ছাদন বস্ত্র তুলিলে আমি দুইখান নূতন কম্বল তথায় দেখিয়া প্রথমতঃ আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কারণ প্রাতঃকালে আমি বাহিরে যাওন কালে তাহাকে শুদ্ধ এক খান নীলবর্ণের বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। অতএব তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। এবং আরো সে আমার

হস্তে এক ক্রাউন (অর্থাৎ আড়াই টাকা) দিয়া কহিল, আমাদিগের অধ্যক্ষ মেং জেন্‌কিন্স সাহেব ও তাহার সহিত তাঁহার শ্বশুর মেং জোন্‌স্ সাহেব আমাকে দেখিতে আসিয়া উক্ত সাহেবেরা আমাদিগকে সেই সকল উত্তম দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন। এই রূপে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া, মহাশয়, আমার ভার্য্যার জীবন রক্ষা হইলে সে পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের দয়াতে সুস্থতা প্রাপ্ত হইল। প্রায় অধিকাংশ লোকেরা উষ্ণবস্ত্রাভাবে সেই রূপে বাতরোগগ্রস্ত হয়। আমার স্ত্রী অদ্যাবধি দুর্ব্বল আছে কিন্তু তাহার কোন পীড়া নাই এই নিমিত্তে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি"। মেষপালক উক্ত বাক্য সাঙ্গ করিয়া কহিল, "মহাশয় আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইক্ষণে আমাকে বিদায় দিউন আর যদ্যপি আমার কোন অনুচিত কথা হইয়া থাকে তবে তাহা ও ক্ষমা করুন"।

জন্‌সন্ সাহেব কহিতে লাগিলেন "তোমার তাবৎ বাক্যে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, আমি অতি অল্প দিবসের মধ্যে অত্যবশ্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনর্ব্বার আসিব।" এই কথা কহিয়া তাহারা উভয়ে পরস্পর নমস্কার করিলে তিনি তাহার হস্তে এক ক্রাউন (অর্থাৎ আড়াই টাকা) দিয়া অশ্ব আরোহন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মেষপালক আপন বাটীতে গিয়া স্ত্রীর হস্তে সেই

মুদ্রা দিয়া কহিল; "সত্যই আমার যাবজ্জীবন মঙ্গল ও অনুগ্রহ আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে"।

জন্‌সন্‌ সাহেব আপন যাত্রাপথে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া ঐ মেষপালকের অবস্থার প্রতি ঘৃণা না করিয়া বরং তদ্রূপ অবস্থা আপনি বাঞ্ছা করিলেন: কারণ তিনি মনে২ করিলেন "আমি এমন সুখি ব্যক্তি কখন দেখি নাই। ইহার যে সুখ আছে তাহা সমস্ত জগতেও দিতে পারে না, এবং আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, তাহা কেহ লইতেও পারে না। এই প্রকার সুখ কেবল ধর্ম্মহইতে জন্মে। কারণ আমি দেখিতেছি যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক লোকের বাক্য ও পরামর্শ গ্রহণ করে তাহার তাবৎ ক্রিয়াই উত্তম হয়। দেখ এই মেষপালকের ও তাহার ভার্য্যার সেই গুণ না থাকিলে তাহারা এত অভাব ও পীড়া সহ্য করিয়াও কি প্রকারে সান্ত্বনাযুক্ত হইতে পারিত?" পরে মনে২ সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "হে সরল মেষপালক আমি তোমাকে কেবল দয়া করি নাই আদর এবং সম্মানও করিতেছি অতএব যেরূপ হৃষ্টচিত্ত হইয়া এইক্ষণে আমার বন্ধুর আলয়ে যাইতেছি তদ্রূপ চিত্তে পুনরাগমন কালে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমার ক্ষুদ্র গৃহে যাইব।"

দ্বিতীয় ভাগ।

জন্সন্ সাহেব কএক দিবস আপন বন্ধুর সহিত বাস করিলে পর তথাহইতে প্রস্থান কবিয়া শনিবার সন্ধ্যার সময় ঐ মেষপালকের গ্রামহইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র সরাই দেখিয়া তথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে ঐ সরাইঘরের নিকটবর্ত্তি ধর্ম্ম-শালায় প্রবেশ করিয়া পরমেশ্বরের ভজনাদি করিয়া পুনশ্চ সেই ঘরে ফিরিয়া আইলেন। ও তথায় যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত মেষপালকের কুঁড়্যা ঘর দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি বিশ্রামবারে তাহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি বোধ করিয়াছিলেন যে মেষপালকের সহিত অন্য কোন দিবসে সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। আর বিশেষতঃ তিনি তাহার বাক্যে চমৎকৃত হইয়াছিলেন এই নিমিত্তে বোধ করিলেন যে ঐ ধার্ম্মিক লোকের সহিত এই দিবসে সাক্ষাৎ করা কোন প্রকারেই নিষ্ফল ও অসুখদ হইবে না। এবং সেই মেষপালক অতি নীচ হইলেও তিনি তাহার স্বাভাবিক গুণ বিশেষ রূপে অবলোকন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না, কারণ তিনি অনুমান করিলেন যে সে বাহিরে যে রূপ আচরণ করে তদ্রুপ আপন গৃহেও করে কি না ইহা জানিতে পারিলে তাহার ঐ উক্ত গুণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত

হইতে পারিব। কেবল বাক্য দ্বারাই লোকদিগের স্বাভাবিক গুণ জানা যায় না; কিন্তু তাহাদিগের তাবৎ কৰ্ম্ম ও আচরণ দেখিলে যথার্থ রূপে জানা যায়।

এইরূপে আহ্লাদিত হইয়া জনসন্ সাহেব গমন করিতে২ মেষপালকের গৃহের নিকটে যে পুষ্প বৃক্ষ ও ভগ্ন রন্ধনশালা ছিল তাহা দেখিতে পাইলেন, পরে তিনি মনে২ স্থির করিলেন অনপেক্ষিত রূপে হঠাৎ তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইব। অতএব তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্রমে নিকট-বর্ত্তী হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু ঐ গৃহের দ্বার অল্প খোলা থাকাতে তিনি ঐ মেষপালককে বিশ্রাম-বারের বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া প্রায় চিনিতে পারিলেন না কারণ তৎকালে তাহাকে একজন মর্য্যাদাপন্ন লোকের ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি আরও ঐ মেষপালকের নিকটস্থ ক্ষুদ্র মেজের চতুর্দ্দিকে তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। ঐ মেজ একখান মোটা অথচ পরিষ্কার বস্ত্রেতে আচ্ছাদিত ছিল এবং তাহার উপরে এক বাসন পরিপূর্ণ আলু ও পিঙ্গল বর্ণের এক জলপাত্র ও মলিন রুটী সাজান ছিল। পরে ঐ মেজের চতুষ্পার্শ্বে মেষপালকের স্ত্রী ও সন্তানগণকে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে এবং ঐ মেষপালককে ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক হস্ত বিস্তার করিয়া ধার্ম্মিকরূপে তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্যের উপরে পরমেশ্বরের

আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন হায় আমি সর্ব্বদা উত্তম খাদ্য অত্যল্প ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভক্ষণ করি ও অন্য লোকদিগকে ও ভক্ষণ করিতে দেখি।

তাহারা এইরূপ ধন্যবাদ করিলে পর মেষপালক ও তাহার স্ত্রী আহ্লাদিতমনে বসিল কিন্তু তাহার সন্তানেরা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে যখন তাহাদিগের মাতা তাহাদিগকে খাদ্য বস্তু অংশ করিয়া দিতেছিল, তখন মলি নাম্নী বালিকা যে পূর্ব্বে এক দিবস ঝোঁপহইতে মেষলোম কুড়াইয়া আনিয়াছিল, সেই বালিকা অত্যন্ত হর্ষেতে চেচাইয়া কহিল, "হে পিতঃ আমি ধন্যবাদ করিবার উপযুক্ত হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম এবং অদ্য সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত করিতাম। দেখ কত২ লোকদিগের আলু থাকিতেও লবণ থাকে না কিন্তু দেখ আমাদিগের পাত্রেতে ঐ দুই আছে"। এই বাক্য শুনিয়া তাহার পিতা কহিল "এই উত্তম, মলি, আমাদিগের শারীরিক ক্লেশ বা সুখ হইলে আমাদিগের উচিত যে আমাদিগের অপেক্ষা দরিদ্রদিগের অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা মিলাইয়া দেখি এবং তাহা করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব। যদ্যপি আমাদিগের মনে আপন জ্ঞানের নিমিত্তে অহঙ্কার জন্মে তবে আমাদিগের অপেক্ষা যাহারা অধিক জ্ঞানী তাহাদিগের সহিত

ঐক্য করিলে নম্র হইতে পারিব”। মলি নামী বালিকা অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিল সুতরাং সুস্বাদু খাদ্য পাওয়াতে তাহার পিতার বাক্যে মনোযোগ না করিয়া যথোচিত আহার করিতেছিল ইতিমধ্যে কুকুরের শব্দে দ্বারেরদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উক্ত সাহেবকে দেখিতে পাইয়া চেঁচা-ইয়া কহিল “হে পিতঃ দেখ আমাদিগের দ্বারে সেই সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইযাছেন”। জন্‌সন্‌ সাহেব এই শব্দ শ্রবণমাত্র গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মেষপালক তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্ভ্রম করিয়া আপন স্ত্রীকে কহিল এই সল্লোক আমাদিগের উপকার করিযাছিলেন।

তাহার ভার্য্যা উত্তম স্ত্রীলোকদিগের রীত্যনুসারে কহিতে লাগিল “হে মহাশয় আমার এই অতি ক্ষুদ্র গৃহ বড় পরিষ্কার নয় আর এমত বস্তু নাই যাহাতে আপনকার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বসাইতে পারি”। জন্‌সন্‌ সাহেব চতুর্দিগে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহাদের তাবৎ কর্ম্মের পারিপাট্য দেখিলেন। তাহাদের মেজের বস্ত্র প্রায় তাহাদিগের গাত্রের বস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার ও তাহাদের অনেকগুলিন ক্ষুদ্র সন্তান থাকিলেও কোন বস্তুতে মলিনতা ছিল না। তাহাদিগের ঘরের সামগ্রীর মধ্যে চারি খান পিঙ্গলবর্ণ কাষ্ঠের চৌকি ছিল, তাহা সতত পরি-ষ্কার করণের দ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল ও একটী

লৌহনির্ম্মিত হাঁড়ি ও একটি জল উষ্ণ করণের পাত্র এবং এক খান রন্ধন করিবার নিমিত্তে লৌহনির্ম্মিত চুল্লী ছিল তাহাতে আপনাদের আলু সিদ্ধ করিয়া তাহাহইতে অগ্নি তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাদের রন্ধনশালাতে একটি পরিষ্কার দীপাধার ও এক শীক ছিল। আরো এক পুরাতন চৌকি ও একটি সিন্দুক ছিল তাহা ঐ মেষপালক অন্যান্য সামগ্রী অপেক্ষা বহুমূল্য জ্ঞান করিত কারণ তাহার তিন পুরুষ অবধি ঐ দুই সামগ্রী আছে। কিন্তু সে তাহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু সকলের মধ্যে যে বস্তুকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য জ্ঞান করিত ও যাহাকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ না করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল, তাহা এক খান পুরাতন ও বৃহৎ ধর্ম্মপুস্তক, তাহা সে নানা পরতালিযুক্ত এক খান পিঙ্গলবর্ণের বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বাতায়নের নিকটস্থ আসনের উপরে রাখিয়াছিল। এবং ঐ পুস্তককে সে সর্ব্বদা মলিনতা হইতে পরিষ্কার পূর্ব্বক সর্ব্বদা অত্যন্ত যত্নে রাখিয়াছিল। কিন্তু অনেক কালাবধি ব্যবহার করাতে অনেকানেক স্থানে জীর্ণ হইয়াছিল। আরো তাহাদিগের গৃহের পরিষ্কৃত দেওয়ালে খ্রীষ্টের ক্রূসে হত হওনের বিষয় একটি কবিতা লিখিত কাগজ ও অপব্যয়ি পুত্রের চিত্র ও মেষপালকের গীত ইত্যাদি লিখিত নানা কাগজ লাগান ছিল।

মেষপালক ও তাহার স্ত্রী জন্‌সন্‌ সাহেবকে প্রথমতঃ এই রূপ আহ্বান করিলে পর তিনি তাহাদিগকে আরামে ভোজন করিতে বলিয়া আপনি বসিয়া থাকিলেন। সাহেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা প্রথমতঃ কিছু লজ্জা বোধ করিল পরে তাঁহার বাক্য পালন করা উপযুক্ত বোধ করিয়া ভোজনে বসিলে তিনি তাহাদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক কহিলেন অদ্য বিশ্রামদিন প্রযুক্ত তোমাদিগের ভোজনের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ মাংস ক্রয় করা উচিত ছিল। এই কথা শুনিয়া মেষপালক নীরব হইয়া রহিল কিন্তু তাহার স্ত্রী অধোমুখী হইয়া কহিল " মহাশয় সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার কোন দোষ নাই আমার স্বামিকে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে দান করিয়াছিলেন তাহাহইতে কিছু ব্যয় করিয়া আমাদিগের নিমিত্তে অদ্য কিঞ্চিৎ মাংস ক্রয় করিয়া আনীতে আমার স্বামিকে কহিয়াছিলাম এবং তাঁহার ও সম্পূর্ণ বাঞ্ছা ছিল কিন্তু কেবল আমার নিমিত্তেই তাহা হইল না।" মেষপালকের বড় ইচ্ছা ছিল না যে ঐ সাহেবকে ঐ সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া কহেন। কিন্তু জন্‌সন্‌ সাহেব তাহার ভার্য্যার নিকট তাবৎ বিষয় শুনিতে বাঞ্ছা করিলে পর সে কহিল, " হে মহাশয় আমাদিগের পাছে পাপ হয় এই নিমিত্তে ঋণে অতিশয় ভয় করি, কেননা ঋণেতেও পাপ হয়। গত বৎসরে আমার বড় বাত রোগ হওয়াতে বৈদ্যের

হইয়াছে কিন্তু আমার ঋণ অদ্যাপি আছে। অতএব আমার স্ত্রীর তদ্রুপ পীড়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে যদ্যপি পরমেশ্বর তাহাকে কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়ার দ্বারা না রক্ষা করেন তবে তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, কারন আমি ঋণ পরিশোধ না করিয়া ঐ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছি এই নিমিত্তে কেহই আমার সাহয্যে আসিবে না। এইরূপ চিন্তা আমার মনের মধ্যে হওয়াতে আমি ইহাঁর বাক্যে মনোযোগ করিলাম না কারণ ইহাদের সহিত মাংস ভক্ষণে আমার যত আনন্দ হইত চিকিৎসকের ঋণ পরিশোধ করিয়া ততোধিক আনন্দ হইয়াছে। অতএব মহাশয় বিবেচনা করুন এক্ষণে আমার সন্তোষ থাকিল, প্রথম যে সময় তদ্বিষয়ক চিন্তা আমার এই মনে উদয় হইবে তখন যৎ-পরোনাস্তি আহ্লাদিত হইব! হে মহাশয় কেবল নাম মাত্র যে সুখ তাহা সুখই নয়, কিন্তু যাহাতে পশ্চাৎ কোন দুঃখ বা খেদ না হয় সেই যথার্থ সুখ।”

মেষপালকের এতদ্রূপ যুক্তি করণের শক্তি দেখিয়া জন্‌সন্ সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং আপনি ও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করত কহিলেন, “সত্য বটে উত্তম খাদ্য সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছনীয় হইলে ও সন্তোষ পূর্ব্বক যাহা গ্রহণ করা যায় তাহার সহিত কোন প্রকারেই তুল্য হইতে পারে না। কারণ লিখিত আছে “সন্তোষ

পূর্ব্বক যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাই যথার্থ সুখদ হয়”। পরে কহিলেন “ভাল, সে যাহা হউক এই পিঙ্গল বর্ণের পাত্রেতে কি আছে?” তাহাতে সে উত্তর করিল, “সর্ব্বোৎকৃষ্ট জল, এ প্রকার এ রাজ্যে পাওয়া যায় না আমি শ্রবণ করিয়াছি যে সমুদ্র তীরে অনেকানেক দেশ আছে যে স্থলে উত্তম পরিষ্কার ও সুস্বাদু উত্তম জল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু আমি সমুদ্রহইতে অনতিদূরে আছি এবং এই স্থানে সকলে আপনাদিগের জন্য জল ক্রয় করিয়া থাকে ও জগদীশ্বর মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার গৃহের সমীপে এক উনুই দিয়াছেন যাহাহইতে আমি ‘যাকুবের কূপের’ জলের ন্যায় উত্তম ও পরিষ্কার জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

কোন২ সময়ে আমার অন্য কোন পেয় দ্রব্য থাকিলে যদি মনে খেদ উপস্থিত হয় তখন আমাদের ধন্য প্রভু যে সেই সমিরোণীয় স্ত্রীর নিকটহইতে শুদ্ধ এক পাত্র শীতল জল পান করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করত সেই খেদ নিবারণ করি।”

জন্‌সন্ সাহেব কহিলেন, “তোমার সরলতা প্রযুক্ত তুমি ঋণগ্রস্ত থাকনাপেক্ষা মন্দ আহারই স্বীকার কর অতএব আমি কাহাকে প্রেরণ করিয়া তোমার পানার্থে কিছু মদিরিকা ক্রয় করিয়া আনাই। আমি পথ দিয়া

নিকট যাহা দেনা হইয়াছিল বহু চেষ্টা করিয়াও অদ্যাবধি তাহার পরিশোধ করিতে পারি নাই। অতএব আপনি করুণা করিয়া আমার স্বামিকে যাহা দান করিয়াছিলেন তাহাহইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিযা অদ্য বিশ্রামদিন প্রযুক্ত কিছু মাংস ক্রয় করিতে চাহিলে আমার স্বামী কহিলেন, মেরি আমাদের নিকটে কবিরাজের যে পাওনা আছে তাহা আমার স্মরণে আছে। এবং পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি যে আমাদিগের আর দেনা না হয়। অতএব আমি যদ্যপি এইক্ষণে গিয়া তাহার পাওনা পরিশোধ করিয়া আসি তাহাতে আমাদের উত্তম মন ও সরলতা কেবলই প্রকাশ পাইবে তাহা নয় কিন্তু আমাদের কোন ভারী বিপদের সময়েও সে পুনর্ব্বার আসিবে। কারণ তোমার গত বৎসরীয় ভয়ানক পীড়ার বিষয় আমার মনে উপস্থিত হইলে আমার সাহস আমাহইতে দূরে যায়।”

এই কথা কহিবা মাত্র সেই কৃতজ্ঞ স্ত্রীর চক্ষুঃহইতে জলধারা বহিতে লাগিল এবং তাহা আপন বস্ত্রের খোপ-দ্বারা মুচিতেছিল ইতোমধ্যে মেষপালক কহিল “হে মহাশয় যদ্যপিও আমার স্ত্রী আমার ন্যায় ঋণ ভাল বাসে না তথাচ ঐ সময় মাংস ক্রয় না করিয়া যেন ঋণ পরিশোধ হয়, ইহাতে তাহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না। কারণ ইনি কহিতে লাগিলেন আমরা কি ঐ সম্ভ্রান্ত লোকের দানের

কিছুই ভোগ করিতে পারিব না? কিন্তু আমি তাহার
বাক্যে মনোযোগ না করিয়া তাহা পরিশোধ করিয়া
আইলাম কারণ হে মহাশয় আমি যাবৎ একাকী ক্ষেত্রে মেষ-
পালন করিতে থাকি তাবৎ আমার মন নানা চিন্তাতে
পরিপূর্ণ হয় অতএব সেই সময়ে যদ্যপি তাবৎ উত্তম
করিয়াছি একথা কহিয়া মনে সন্তোষ জন্মাইতে পারি সে
চিন্তা মনের মধ্যে পুনঃ২ উদয় না হইয়া ক্ষান্ত হইয়া
থাকে। কেননা যে সময়ে কোন লোক একাকী থাকে তখন
তাহার তাবৎ দুষ্ক্রিয়া তাহার মনে উদয় হইলে তাহা
মনকে অধিক যন্ত্রণা দেয় তাহাতে মন কোন মতে
সান্ত্বনা পায় না কিন্তু কেবল মন্দ ক্রিয়া আর না করিতে
মনঃস্থ করে। মহাশয় আমার বোধ হয় এই নিমিত্তে
অধিকাংশ লোকেরা প্রায় একাকী থাকিতে অত্যন্ত ঘৃণা
করে। অতএব মহাশয় আমি ক্ষেত্রে মেষপাল চরাইতে
ছিলাম এমৎ সময়ে আমার মনে সেই চিন্তা উদয় হওয়াতে
আমি মনে২ কহিলাম,—উত্তম বস্তু আহার করা ভাল
বটে কিন্তু তার পরে আমার মনে অবশ্য পীড়া উপস্থিত
হইবে কারণ আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইবে,—আমি
গত বিশ্রামবারে উত্তম মাংস ভক্ষণ করিয়াছি তাহা সত্য
কিন্তু আমি ঋণগ্রস্ত আছি। আমি যে উত্তম আহার করি-
য়াছিলাম তাহার সুখ আমার মধ্যহইতে অনেকক্ষণ গত

আইসন কালে মন্দিরের নিকটে একটী দোকান দর্শন করিয়াছি, অতএব তোমার ঐ বালক গিয়া তাহা আনুক ;" ইহা কহিয়া তিনি মেষপালকের এক সন্তানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কিন্তু সে বালক তাহার পিতার অনুমতি অপেক্ষা করত তথায় বসিয়া থাকিল। তাহাতে মেষপালক কহিল, "হে মহাশয় আমরা এই সময় আপনকার অনুগ্রহ গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইলে আপনি আমাদিগকে কৃতঘ্ন বোধ করিবেন না। আপনকার আজ্ঞা মাত্রেই আমার পুত্র অবশ্যই তাহা করিতে ধাবমান হইত কিন্তু অদ্য বিশ্রামদিন এপ্রযুক্ত আমার পরিবারস্থ লোকদের মধ্যে অদ্য কেহই কোন কার্য্যার্থে যায় না। এবং আমার পরিবারের মধ্যে কাহাকেও বিশ্রামবারে দোকানাদি কোন স্থানে কিছু ক্রয় করণার্থে যাইতে দেখিলে আমার যাবজ্জীবন জল পান করাতে যত দুঃখ না হয় ততোধিক শোক মনে উপস্থিত হইবে। এবং আমি অনেকবার আমার প্রতিবাসিদিগকে এতদ্বিষয়ক উপদেশ দিয়াছি, অতএব আমার বাক্য এক প্রকার ও ক্রিয়া অন্য প্রকার হইলে তাঁহারা সকলেই আমাকে অবশ্যই দুষ্ট লোক জ্ঞান করিবেন। এবং তাঁহারা অদ্য আমার সন্তানকে দোকানে দেখিলে তাহার কোন কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়াও অত্যানন্দ পূর্ব্বক সর্ব্বত্রেই এই কথা আন্দোলন করিবেন।

হে মহাশয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে দ্বিগুণ সতর্ক থাকা উচিত, এবং তাহা না থাকিলে তাঁহারা কেবল যে আপনাদের অখ্যাতি প্রচার করে এমত নহে, সেই পবিত্র নামেরও দোষ জন্মায়।"

জন্‌সন্ সাহেব কহিলেন "হে সরল বন্ধো তবে তুমি অত্যন্ত সতর্ক।" মেষপালক উত্তর করিল "হে মহাশয় আমার জ্ঞানে বোধ হয় তাহা হওয়া অসম্ভব। কোন মনুষ্য আপন শরীরে বলের ও স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি করিতে পারিলে সতর্কতারও বৃদ্ধি করিতে পারিবে। নতুবা তাহা হইতে পারে না।"

জন্‌সন্ সাহেব কহিলেন, "যথার্থ কহিয়াছ বটে তাহাতেই সর্ব্বসাধারণের মত হইলেও আমার অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়"। মেষপালক কহিল "হে মহাশয় পাছে আপনি আমাকে অতি অহঙ্কারী বোধ করেন এ প্রযুক্ত আমি অধিক কথা কহিতে অনিচ্ছুক হইলেও আপনকার বাক্য দ্বারা আর কহিতে আমার উৎসাহ হইতেছে"। তিনি কহিলেন "ইহাই আমার বাঞ্ছা"। তখন মেষপালক কহিতে লাগিল "হে মহাশয় কোন ক্ষুদ্র দোষ আছে কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আমার তুল্য এক জন ক্ষুদ্র লোকও কখন২ মহৎ কর্ম্ম করে: অতএব তাহার ঐ কএক মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক আচরণের বিষয় নির্ণয়

করা অসম্ভব; কিন্তু তাঁহার প্রাত্যহিক তাবৎ কর্ম্ম অবলোকন করিলে তাহা বিশেষরূপে জানা যায়”। যাবৎ তাঁহারা উভয়ে উক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন তাবৎ মেষপালকের সন্তানেরা স্থির ও নিঃশব্দ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু এইক্ষণে সকলে ছুটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, এবং ক্ষণমাত্র দৌড়াইয়া বাতায়নের নিকটস্থ আসন হইতে সকলেই আপনাদের পুরাতন অথচ ক্ষুদ্র টুপি লইল। এতদ্রূপ গণ্ডগোল দেখিয়া জন্সন্ সাহেব চমৎকৃত হইল। কিন্তু মেষপালক কহিতে লাগিল “হে মহাশয় আমাদিগের কথোপকথনে আমাদিগকে বিরত করিতে মনঃস্থ করিয়া আমার সন্তানেরা এরূপ করে নাই কিন্তু ভজনালয়ে ঘণ্টা শ্রবণ করিয়া তাহারা শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্তে ব্যস্ত হইয়াছে। কারণ বাল্যকালাবধি উহাদিগের মাতা, ভজনালয়ে অতি শীঘ্র যাইতে এমত অভ্যাস করাইয়াছে, যে উহারা ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ করিবা মাত্রই সকলে অগ্রে প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করে। এবং তাহাদিগকে শিক্ষাইয়াছে যে ভজনা আরম্ভের পর তথায় প্রবেশ করণা-পেক্ষা আর কোন ব্যর্থ ব্যাপার করে নাই। কেননা তাহার আরম্ভেতেই পাপ স্বীকার ও অনুতাপের উপদেশ বাক্য পাঠ করা যায়। অতএব বোধ হয় যাঁহারা সেই সময় তথায় অনুপস্থিত থাকেন তাঁহারা এক প্রকারে আপনা-

দিগকে পাপিষ্ঠ জ্ঞান করেন না। এবং যদ্যপি ও দূরবর্ত্তি লোকেরা, আমাদের ঘড়ীর গতিতে সময়ের ভেদ হইয়াছে একথা বলিয়া যদি ওজর করেন তথাচ যাহারা মন্দিরের ঘন্টা শ্রবণ কবিতে পায় তাহারা অজ্ঞানতা বা ভ্রম বলিয়া কোন ওজর করিতে পারে না"।

পরে মেরি (অর্থাৎ সেই মেষপালকের স্ত্রী) আপন সন্তান-গণের হস্ত ধারণ করিয়া ভজনালয়ে গমনার্থে অগ্রে২ চলিল। এবং জন্‌সন্ সাহেব ও মেষপালক পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিল। এবং তাঁহারা যে স্থানে যাইতেছিলেন সেই স্থানের উপযুক্ত কথোপকথন উভয়েই করিতে লাগিলেন। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহিলেন "আমি দেখিয়াছি অনেকে যাঁহারা ভদ্র এবং উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণিত তাঁহারা ভজনা-লয়ে উপস্থিত হইতে কোন ক্রমে ক্রটি না করিলেও তথায় গমন কালে আপনাদিগের মনের ভাব বিষয়ক কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার প্রবেশ না করেন সে পর্য্যন্ত পথের মধ্যে আপনাদের সাংসারিক বিষয় গল্প করিতে থাকেন। এবং উপদেশ সাঙ্গ হইবা মাত্র তথা হইতে বহির্গমন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাদের সেই গল্প আরম্ভ করেন তাহাতেই বোধ হয় যে তাঁহারা নিতান্ত লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করেন এই সন্দেহ আমার মনে হয়। আমি কোন সাধারণ

কর্ম্ম করিতে গেলে যাহাতে তাহা উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়, এই নিমিত্তে আপন মনকে স্থির করিতে অত্যাবশ্যক বোধ করি, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও আবশ্যকীয় যে পরমেশ্বরের ভজনা তাহাতে ততোধিক করা আবশ্যক।” মেষপালক কহিল “হাঁ মহাশয় অত্যাবশ্যক বটে, বিবেচনা করুন্ আমাকে কোন এক জন সম্ভ্রান্ত বা মহৎ কোন লোক বা রাজার নিকটে গমন করিতে হইলে আমি আপন্ মনকে প্রস্তুত করিতে কি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইব। অতএব যিনি রাজা-দিগের রাজা তাঁহার মর্য্যাদা কি অল্প হইবে। আরো বিশেষরূপে লোকেরা যেন ঈশ্বরের ভজনার স্থানে যাইতে সর্ব্বদা ভাল বাসেন, এবং তাহা করিতে আপনাদের সন্তোষ প্রকাশ, ও আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করেন; এবং তাঁহারা যেমন কোন ভোজে বা হাটে যাইতে সর্ব্বদা অগ্রে প্রস্তুত হয়েন তদ্রূপ পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে যেন অগ্রে প্রস্তুত হয়েন, ইহা দেখিতে সকলেই প্রয়াস করেন।

পরে ভজনা সাঙ্গ হইলে তথাকার পুরোহিত জেন্‌কিন্‌স সাহেব, যিনি জন্‌সন্ সাহেবের স্বাভাবিক আচরণের বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট মান্যও করিতেন, তিনি অতি শিষ্টতা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপ করত কহিলেন, যে এই সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে এক জন রোগি ব্যক্তিকে দেখিতে যাইব এই কারণ আপনকার

সহিত যথোচিত কথোপকথন করিতে পারিলাম না। তথাচ যে পর্য্যন্ত তাঁহারা উভয়ে ঐ গ্রাম ত্যাগ না করিলেন তাবৎ পথিমধ্যে যাইতে ২ পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে জন্‌সন্ সাহেব ঐ মেষপালকের সবিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কারণ তিনি তাহার আচরণের বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত হইতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার তাবৎ বিষয় যে উত্তম বটে ইহাই দৃঢ়রূপে জ্ঞাত হইলেন। পরে তাঁহাদের পৃথক হওন কালে সেই পুরোহিত আপন পুনরাগমন কালে জন্‌সন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে মেষপালকের গৃহে যাইতে অঙ্গীকার করিলেন।

কিন্তু জন্‌সন সাহেব সেই পুরোহিত জেনকিন্‌স্ সাহেবের সহিত তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া সেই মেষপালক স্বীয় সন্তানগণের সহিত গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এবং আপন রীত্যনুসারে তাহার সন্তানগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছিলেন ইতোমধ্যে জন্‌সন্ সাহেব তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাহার ক্ষান্ত হইবার উপক্রমে পূর্ব্বগত শিক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন। কেননা তিনি তাহাতে অতি সন্তোষিত হইতেন ও আপন দাসদিগকে তদ্রূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিতে তাঁহার অতিশয় বাঞ্ছা ছিল। এবং বহু যত্ন পূর্ব্বক তাহা করিলেও কখন ২

তাহারা বুঝিতে পারিত না কারণ তাহার বচনের অর্থ উত্তম হইলেও তাহারা তাঁহার শব্দার্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিত না: ও তাঁহার অভিপ্রায় অতি কঠিন না হইলেও, তিনি যেরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেন তাহা প্রায় অজ্ঞান লোকদিগের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। অতএব লোকেরা জ্ঞানী ও উত্তম হইয়া আপনাদের শব্দের ভাব অজ্ঞান শ্রোতাদিগকে জ্ঞাপন করিতে না পারিলেই তাঁহাদের সেই জ্ঞান যে নিষ্ফল ইহাই জনসন সাহেব মনে ২ ভাবিতেন। তন্নিমিত্তেই ঐ সরল ব্যক্তি যেরূপ মৃদুতার সহিত আপন সন্তানগণকে শিক্ষা দিতেছিল, তাহাই মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছিলেন। এবং তিনি মনে ২ কহিতে লাগিলেন, যদ্যপি উহার অপেক্ষা আমার অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা আছে, এবং আমি উহাকে অনেক বিষয় শিক্ষাইতে পারি তথাপি এই দরিদ্র ব্যক্তি যে২ বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত আছে তাহা উহার নিকটহইতে শিক্ষা করিতে আমার কোন ক্রমে অহঙ্কার করা উচিত নহে।

অথচ জন্সন্ সাহেব সন্তান বর্গের ধার্ম্মিকতা দর্শন ও তাবৎ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এবং সেই মেষপালক অতি অল্প পাঠ করিলেও তাহার পরিবার লোকদিগের মনকে সে কিরূপে

এত ধর্ম্মজ্ঞানেতে পরিপূর্ণ করিয়াছে এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহাতে সে উত্তর করিল "হে মহাশয় ইহা অনায়াসে হইতে পারে, কেননা আমরা অল্প সময় পাঠ করি বটে কিন্তু এই ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক পাঠ করি না। এবং তাহার অর্থ বুঝিবার জ্ঞান প্রাপ্তির কারণ সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকটে যাচ্ঞা করাতে তদ্বিষয়ক যে ক্ষুদ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক তাহা তাঁহার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি।

"এবং প্রধানরূপে আমি বিশ্রামবারে যাহা পাঠ করিয়া থাকি, তদনুসারেই সাপ্তাহিক কর্ম্ম সকল করাতে, ধর্ম্মপুস্তক আমার হস্তে থাকিলে পরমেশ্বরবিষয়ক যে রূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হই, তাহা না থাকাতেও তদ্রূপ জ্ঞান আমার মনের মধ্যে থাকে। কিন্তু আমি যাহা পাঠ করি তাহাই মাঠের মধ্যে আমার তাবৎ ক্রিয়ার সহিত তুল্য করি"।

জন্সন্ সাহেব কহিলেন "আমি তোমার কথার ভাব উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম না"।

মেষপালক কহিল "হে মহাশয় আমি স্বয়ং তাহা হইতে যথেষ্ট সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেও অন্য কোন ব্যক্তিকে উত্তম রূপে জ্ঞাপন করিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, যে সকল দুঃখি ও দরিদ্র লোকেরা আপনাদের

আত্মার ত্রাণের বিষয়ে চেষ্টিত থাকে, তাহাদিগের কোন পুস্তক পাঠ করিবার অবকাশ না থাকিলেও সপ্তাহের অন্যান্যদিবসে পাপজনক যে কুচিন্তা তাহা আপনাদের মনোমধ্যহইতে দূর করিতে এবং তন্মধ্যে উত্তমতা ও ধর্ম্ম চিন্তা স্থাপিত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা করিতে ধর্ম্মপুস্তক জানা তাহাদিগের অত্যাবশ্যক, কেননা তাহা এক প্রকার খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাণিজ্যের মূলধন স্বরূপ। এবং তন্নিমিত্তেই আমি আপনার সন্তানগণকে তদ্বিষয়ক শিক্ষা দিতে, ও তাহাদিগের মন ধর্ম্মগীত ও ধর্ম্মবাক্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিতে সতত যত্নবান হইয়া থাকি। এবং তাহাদ্বারাই দরিদ্র লোকেরা আপনাদের তাবৎ ক্রিয়াতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে পরমেশ্বরবিষয়ে ভয় ও প্রেম থাকে, তাঁহারা যে কিছু দর্শন করেন তাহাতেই পরমেশ্বরের গুণ ও শক্তি এবং মহিমা প্রকাশ করেন ও তাঁহার ভজনা করিতে আহ্লাদিত হয়েন। এবং ধর্ম্মপুস্তকের কোন২ অংশ স্মরণ করিলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অবশ্যই ধন্যবাদে এবং জিহ্বা প্রশংসাধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইবে। কারণ আমি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলে গগনমণ্ডলে তাঁহার গৌরব প্রকাশ করিতে দেখি অতএব আমি কি সেই সময় কৃতঘ্ন ব্যক্তির ন্যায় নীরব হইয়া থাকিব? এবং আরো চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে

উপত্যকা সকল শস্যেতে পরিপূর্ণ দেখি; অতএব আমাকে তাবৎ খাদ্য দ্রব্যাদি যোগাইয়া দেন যে পরমেশ্বর তাঁহার ধন্যবাদ না করিয়া কি আমি মৌনী হইয়া থাকিতে পারি? ক্ষেত্রস্থ পশুগণের নিকট হইতেও আমি কৃতজ্ঞতা গুণ শিক্ষা করিতে পারি। বলদ আপন প্রভুকে এবং গর্দ্দভও আপন কর্ত্তাকে জানে: অতএব খ্রীষ্টীয়ানেরা কি তাহা জানিবেন না। এবং ঈশ্বর তাঁহাদের নিমিত্তে কি২ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার বিষয় কি কিছু মাত্র বিবেচনা করিবেন না? আমি একজন মেষপালক এই নিমিত্তে আমাকে ঘাসপরিপূর্ণ মাঠে ও স্থির জলের নিকটে চরান যে উত্তম মেষরক্ষক অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনাযুক্ত করে, আমি তাঁহারই ধ্যান করিতে অনবরত চেষ্টান্বিত থাকি"।

জনসন্‌ সাহেব কহিলেন "তবে তুমি একাকী থাকিয়া জগতের তাবৎ দুষ্টতা ত্যাগ করিতে পারাতে, বোধ হয় অত্যন্ত সুখী থাক?" মেষপালক কহিল "কিন্তু আমি আপন দুষ্ট স্বভাবকে আমার মধ্যহইতে পৃথক করিতে পারি না; কারণ আমি অবলোকন করিয়াছি যে সময় আমি ক্ষেত্রে একাকী থাকি সে সময়ও আমার মন চিন্তান্বিত হইতে থাকে অতএব হে মহাশয় আমার বোধ হয় যে মনুষ্যেরা আপনাদের নানা অবস্থানুসারে নানাপ্রকার পাপ ও পরীক্ষায় পতিত

হয়। মহৎ লোক যে আপনারা আপনারাও তদ্রূপ অনেকা-
নেক পরীক্ষায় পতিত হইয়া থাকেন যাহা এক ক্ষুদ্র লোক
যে আমি, আমিও জানি না। কিন্তু আমার ন্যায় যাহারা
নির্জ্জন স্থানে অধিক কাল যাপন করে তাহাদিগের মনকে
পাপজনক কুচিন্তা সর্ব্বদা বেষ্টন করে। এবং যেরূপ ধনি
লোকেরা পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসাদ বিনা দুষ্ট মিত্রগণের
ফাঁদ এড়াইতে পারে না, তদ্রূপ আমি ও উক্ত সাহায্য
ব্যতিরেকে সেই সকল দুর্ভাবনা আমার মনহইতে দূরীকৃত
করিতে পারি না। এবং আমার এই দৃঢ় জ্ঞান হয় যে
ঈশ্বরের সাহায্য সতত আমার আবশ্যক, ও যদ্যপি তিনি
আমার দুষ্ট অন্তঃকরণের ইচ্ছানুসারে আমাকে আচরণ
করিতে দেন তবে আমি নিতান্তই নষ্ট হইয়া যাইব।"

মেষপালক সরলতা পূর্ব্বক যাহা ২ কহিল তাহাতে জন্সন্
সাহেব ও আপন সম্মতি প্রকাশ করিলেন, ও মনে ২ দৃঢ়
জ্ঞাত হইলেন যে, যে সকল লোকেরা নম্রমনা হইয়াও
পাপ বিষয়ে সতর্ক নয় তাহারা কখনই ধার্ম্মিক নয়; এবং
যাহারা আপনাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার না করে তাহা-
দিগকে খ্রীষ্টীয়ান কহাই অকর্ত্তব্য।

এতদ্বাক্য সাঙ্গ হইলে পর পুরোহিত জন্কিন্স সাহেব
তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্বাভাবিক মতে নমস্কারাদি
করিলে পর মেষপালককে কহিতে লাগিলেন; "হে মেষপালক

আমি জানি যে তোমার কোন প্রতিবাসির মৃত্যুদ্বারা তোমার কিছু লাভ হইলে তাহাতে তুমি আনন্দিত না হইয়া অবশ্যই খেদ প্রকাশ করিতা। কিন্তু আমার অধীনে মেং উইলসন্‌ নামে যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক ছিল, যিনি বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত দুর্ব্বল, ও বোধ হয় পরকালের নিমিত্তে প্রস্তুত ও হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে আমাদিগের শোক না করিয়া বরঞ্চ আনন্দ করা উচিত। অল্পক্ষণ হইল আমি তাঁহার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে গেলে তিনি আমার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তোমাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিতে আমার সর্ব্বদা মনোবাঞ্ছা ছিল, এবং তাহাতে তোমার অধিক লাভ না হইলেও যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারিবে"।

মেষপালক কহিল "তাহা অধিক না হইলেও আমার পক্ষে অধিক বোধ হয়: কারণ তাহা আমার ভূমির কর অপেক্ষা অধিক। অতএব পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক, কেননা তাঁহাহইতেই আমাদিগের তাবৎ উপকার হইয়া থাকে"। মেরি কোন কথা না কহিয়া মৌনিভাবে কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক উর্দ্ধদৃষ্টি করত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। জেনকিন্স্‌ সাহেব কহিলেন "তোমাকে নিযুক্ত করাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এবং কেবল তোমার নিমিত্তে আনন্দিত হইয়াছি তাহা নয় কিন্তু সেই কর্ম্মের নিমিত্তে আরো আহ্লাদিত হইয়াছি। কেননা আমি

প্রত্যেক ধর্ম্মশালা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এমত সম্মান করি যে তথায় যে সকল শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা পাঠ করা যায়, তাহার পশ্চাতে, আমেন, (অর্থাৎ এই মত হউক) এই শব্দও আমি দাম্ভিক এবং অপবিত্র জিহ্বাহইতে শ্রবণ করিতে ঘৃণা করি। এবং এই দেশের মধ্যেও অনেক ক্লার্ক (অর্থাৎ পুরোহিতের অধীন ধর্ম্মোপদেশক) আছে, যাহারা অলস, মাতাল, এবং পাষণ্ড। কিন্তু তাহাদিগের পুরোহিতগণ তদ্বিষয়ক অধিক অনুসন্ধান করেন না ইহাতেই আমার অধিক খেদ হয়। কিন্তু তাহা আমার অধীন হইলে কখনই তদ্রূপ হইত না।”

পরে তাঁহার পৌরোহিত্য প্রদেশ মধ্যে কত বালকাদি ছিল জন্সন্ সাহেব এই প্রশ্ন করাতে তিনি কহিলেন “আমার পৌরোহিত্য প্রদেশ অবলোকন করিলে যত অনুভব হয় না ততোধিক বালক আছে। কারণ তাহার মধ্যে আরো কএক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে যাহা তুমি দেখ নাই”। পরে জন্সন্ সাহেব কহিলেন “আমি এক দিবস ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি মেষপালকের সহিত কথোপকথন করাতে বোধ হয় তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম যে এই স্থানে বিশ্রামবারে বালকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষার্থে কোন একটিও পাঠশালা নাই”।

জেনকিন্স্ সাহেব উত্তর করিয়া কহিলেন “হে মহাশয়,

যথার্থ তাহা আমাদিগের নাই তাহার নিমিত্তে আমি অতি দুঃখিত আছি ও তাহার উপায় ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি সাধারণরূপে কোন২ লোকদের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি। এবং দুই তিন গিরিজাঘরের (অর্থাৎ প্রার্থনা মন্দিরের) কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় এই প্রযুক্তে তাহাতে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারি না। বিশেষতঃ আমার পরিবারের মধ্যে অনেক লোককে প্রতিপালন করিতে হয়, এবং অন্য কোন লোকের কিছু সাহায্য না পাইয়া অদ্যাপি কোন এক পাঠশালাও স্থাপন করিতে পারি নাই"।

জন্‌সন্‌ সাহেব কহিলেন "লণ্ডন নগরে 'বিশ্রামবারের পাঠশালা স্থাপনার্থ সভা' নামে বিখ্যাত এক অত্যুত্তম সভা আছে। অতএব কোন ধার্ম্মিক পুরোহিতাদি তাহাদিগের নিকটে কোন সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহারা নানা পুস্তকাদি ও মুদ্রা দিয়াও তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং আমি নিশ্চয় জানি তাঁহারা তোমাকে ও তদ্রূপ সাহায্য করিতে কোন ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু সে যাহা হউক। আইস আমরা আপনারাই তদ্বিষয়ক যথাসাধ্য চেষ্টা করিব"। পরে তিনি মেষপালকের প্রতি ফিরিয়া তাহাকে কহিলেন "আমি যদ্যপি এক ভূপতি হইতাম ও কথা কহিবা মাত্র তোমাকে ধনবান্

করিতে পারিতাম তথাপি তাহা কখনই করিতাম না। কেননা লোকেরা আপনাদের স্বাভাবিক অবস্থাহইতে হঠাৎ উচ্চপদান্বিত হইলে প্রায় ধর্ম্মশীল ও সুখী হইতে পারে না। আমি যে পর্য্যন্ত পরের উপকার করিতে পারক হইয়াছি ততকাল কেবলই উপযুক্ত পাত্রদিগকে তাহা করিয়াছি। কিন্তু কোন দরিদ্র লোককে তাহার স্বাভাবিক অবস্থাহইতে অধিক উচ্চ করিতে কখন চেষ্টা বা বাঞ্ছাও করি নাই। কিন্তু স্বভাবতঃ সে যেমন অবস্থার লোক সেই অবস্থায় যেন কোন অভাব বা ক্লেশ ভোগ না করে এই নিমিত্তে তাহাকে সাহায্য করিতে সতত সচেষ্ট হইয়া থাকি। এবং সেই সাহায্যেতে তাহার শ্রমেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরে জিজ্ঞাসিলেন তোমার এই ক্ষুদ্র গৃহের ভাড়া কত?"

মেষপালক কহিল "ইহার ভাড়া বৎসরে ৫০ সিলিং (অর্থাৎ ২৫ টাকা) দিতে হয়"।

তিনি কহিলেন "কিন্তু দেখিতেছি ইহার অনেকানেক স্থান জীর্ণ হইয়াছে: এই গ্রামের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কি আর কোন একটি ভাল ঘর পাওয়া যায় না?" তাহাতে ঐ পুরোহিত উত্তর করিলেন, "আমার ক্লার্ক যাহাতে বাস করিত সেই গৃহ ইহা অপেক্ষা উত্তম ও দৃঢ় বটে, তাহাতে বড়২ দুই কুটরী ও এক রন্ধনশালা আছে"।

জন্‌সন্ সাহেব কহিলেন "তবে তাহাতে মেষপালকের বাস করা আরো সুবিধা হইতে পারে। তাহার ভাড়া কত?" মেষপালক উত্তর করিল "আমার বোধ হয় আমাদিগের প্রিয় বন্ধু উইলসন্ সাহেব বৎসরে চারি পাউণ্ড (অর্থাৎ ৪০ টাকা) দিত"। তাহাতে তিনি কহিলেন ভাল, তবে আমার ইচ্ছা হয় যে এই মেষপালক অতি শীঘ্র ঐ গৃহ আপন বাসার্থে গ্রহণ করে, ও তাহা করিতে যেন কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করে। সে ব্যক্তি মরিয়াছে, তাহার গৃহের যে কিছু ভাড়া হয় তাহা আমিই দিব"। জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব উত্তর করিলেন "ইহা অতি উত্তম, আর আমার শ্বশুর মহাশয় কল্য এ স্থানে আইলে সেই মৃত ব্যক্তির কোন২ পুরাতন সামগ্রী ক্রয় করিতে মেষপালককে আহ্লাদ পূর্ব্বক অবশ্য সাহায্য করিবেন। ও ইহারা যত শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করে ইহাদের ততই উপকার; কারণ ভগ্নগৃহে শয়ন করাতে গত বৎসরে মেরির ভয়ানক পীড়া হয় তাহাতেই তিনি মৃতবৎ হইয়াছিলেন"। এ কথা শুনিবামাত্র মেষপালক কিছু কহিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার ভার্য্যা তাহার অপেক্ষা অধিক ইচ্ছুক হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিল "হে মহাশয় জানিলাম যে আপনি এক জন সৎ এবং দয়ালু কিন্তু এই ঘরেতে আমাদিগের বাস স্বচ্ছন্দে হইতে পারে"। ইহাতে

জন্‌সন্ সাহেব ধীরে২ কহিলেন, "তোমাদিগের বাস অনায়াসে হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার যে অভিপ্রায় অর্থাৎ এক পাঠশালা স্থাপন করা ইহা হইতে পারে না। অপর তিনি মেষপালককে কহিলেন "দেখ তোমার পুরোহিতের অনুমতি এবং সাহায্য দ্বারা আমি এই স্থানে বিশ্রামবারে বালকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার্থে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহার শিক্ষকত্ব পদে তোমাকে নিযুক্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। ইহাতে তোমাকে সপ্তাহের অন্য কোন দিবসে নিযুক্ত না থাকিয়া কেবল বিশ্রামবারে শ্রম করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক বিশ্রামবারে তুমি যে রূপ আপন সন্তানগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাক তদ্রূপ অন্যের মনকেও উত্তম করিবার নিমিত্তে যৎকিঞ্চিৎ শ্রম করিলে, অবশ্যই তোমার উপকার হইবে। আর এই গৃহ অপেক্ষা সেই উপদেশকের গৃহের যে অধিক ভাড়া হয় তাহা আমি দিব; কারণ তোমাকে উত্তম ঘরে বাস করাইয়া তোমার ব্যয়ের বৃদ্ধি করিলে কখনই দয়া প্রকাশ করা হয় না। আরো তোমার স্ত্রী মেরি কোন বাহ্যিক কঠিন কর্ম্মের উপযুক্ত না হওয়াতে আমি এক প্রাত্যহিক বালিকা পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে দশ বা দ্বাদশ বালিকা রাখিব তাহাতে তোমার স্ত্রী লোম পেঁজন, সূতা কাটন, বুনন, অথবা সেলাইকরণ ইত্যাদি কএক

বিষয় তাহাদিগকে শিখাইবে তাহাতে ইহার পরে তাহারা আপনাদের উপজীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ইহা করিলে আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ বেতন দিব; আর আমি তোমাদিগকে ধনী নয় কিন্তু কর্ম্মিষ্ঠ করিতে বাঞ্ছা করি।

মেষপালক খেদ পূর্ব্বক কহিল "ধনী! আরো আপনকার এতাদৃশ অনুগ্রহের নিমিত্তে আমাদিগের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। আমার স্ত্রীর শরীর সতত রোগগ্রস্ত তাহার বাস শুষ্ক ঘরে হইবে; এবং তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হইলে বৈদ্যকেও আনীতে পারিব। হায়২! পরমেশ্বর আমাকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, এবং ভরসা করি যে তিনি আমাদিগকে নম্র হইতেও ক্ষমতা প্রদান করিবেন"। এই বাক্য কহিয়া মেষপালক আপন স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা উভয়ে এক কালীন ক্রন্দন করিতে লাগিল। উক্ত সৎলোকেরা তাহাদিগের মনোদুঃখ অবলোকন করিলে তাহাদিগের শোকের যেন নিবৃত্তি হয় এই নিমিত্তে তাঁহারা দ্বারের সম্মুখস্থ মাঠে গেলেন। এবং তাঁহারা বাহিরে যাইবামাত্র ঐ শোকান্বিত ব্যক্তিরা যেখানে তাহাদিগকে দেখা না যায় এমত এক কোণে গিয়া জানু পাতিয়া আপনাদের প্রতি পরমেশ্বরের এই রূপ অনুগ্রহের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এই কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ক্ষণে তাহাদিগের

উপকারকদের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে যে রূপ সর্ব্বান্তঃ-করণের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল এমত প্রায় কখনই দেখা যায় নাই। তাহারা যে সকল নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে স্থির করিয়াছিল তাহার নিমিত্তে যে প্রকার ব্যগ্রমনে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছিল, তাহাতেই তাহাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ঔৎসুক্য প্রকাশিত হইল।

পরে ঐ দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মেষপালকের গৃহ ত্যাগ করিয়া উভয়ে পুরোহিতের বাটীতে গমন করিল, সেস্থানে জন্সন্ সাহেবের অধিক ধর্ম্ম শিক্ষা হইয়াছিল। পর দিবসে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মেষপালকের পরিবারকে সেই স্বাস্থ্যজনক বাটীতে লইয়া বাস করাইলেন। জন্সন্ সাহেব সে পুরোহিতের বাটী ত্যাগ করণের পূর্ব্বে জেনকিন্স্ সাহেবের শ্বশুর (যিনি মেষপালকের স্ত্রীর রোগের সময় তাহাকে তাবৎ উত্তম ও গরম বস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন তিনি) তথায় উপস্থিত হইয়া মেষপালকের নূতন গৃহ সাজাইবার নিমিত্তে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

তৎপরে জন্সন্ সাহেব যাবৎ জীবন প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে তাঁহার দেশ ভ্রমণের সময়ে একবার আসিয়া ঐ পুরোহিত ও তাহার নূতন উপদেশকের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে অঙ্গীকার করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করত নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এবং তিনি বদান্যতা পূর্ব্বক যাহা দান করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ পুরোহিত সর্ব্বতো-ভাবে আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং মেষপালকের ঔৎসুক্য ও সাধুতা দ্বারা শিশুগণের অধিক ধর্ম্মশিক্ষা হইতে লাগিল। এবং তাহার পাঠশালার বালকগণের ধর্ম্মশিক্ষা শ্রবণ করিতে অনেক বৃদ্ধ লোকেরা তথায় যাতায়াত করিতে লাগিল। এবং সেই পাঠশালা স্থাপন করাতে ঐ পুরোহিতের যথেষ্ট প্রশংসাও হইয়াছিল: কারণ তন্নিমিত্তে তাঁহার মণ্ডলীস্থ লোকদিগের সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং গৃজাঘরে সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে উপস্থিত হওয়া যে তাবল্লোকের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম ইহা সেই মেষপালক তাবৎ সন্তানগণকে ও তাহাদের পিতা মাতাদিগকেও কেবল কহিত তাহা নয় কিন্তু তাহার সৎ ও ধর্ম্মশীল পরামর্শ দ্বারা তাহাদিগকে তথায় আকর্ষণ করিয়া আনিত। এবং তাহার উত্তম শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান পাইয়া সাধারণে পরমেশ্বরের আরাধনার্থে একত্র হইতে আনন্দ করিত।

——৺ কাশী মাহাত্ম্য

প্রথম খণ্ড।

——:০:——

হুগলী জেলার অন্তর্গত বলরামের গড় অর্থাৎ

বলাগড় নিবাসী

৺ বলরাম ঠাকুরের

কনিষ্ঠভ্রাত

৺ ভৃগুরাম মুখোপাধ্যায়

তস্য পুত্র

৺ কৃষ্ণরাম মুখোপাধ্যায়

তস্য পুত্র

৺ গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়

তস্য পুত্র

৺ দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়

তস্য পুত্র

৺ রামধন মুখোপাধ্যায়

তস্য পুত্র

শ্রী বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

ভূমিকা।

——০ঃ০ঃ০——

আমার ৺ পিতাঠাকুর যখন পরলোক যাত্রা করেন, তৎকালে আমার বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর। আমি নিঃসহায় হইয়াছিলাম। এমন কেহ নাই যে আমাকে আশ্রয় দেয়। পিতার মৃত্যুতে আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল, যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা অতি সামান্য। এক্ষণে কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, সেই চিন্তা হৃদয়ে বলবতী হইল। জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতার অন্তর্গত খিদিরপুরে এক আত্মীয় মহাশয়ের বাসাতে উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহার আশ্রয়ে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। তথায় কিছু দিন থাকিয়া আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলাম। ঐ টাকা কোন এক আত্মীয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিলাম তাঁহার পত্নী অর্থলোভী হইয়া আমার টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলেন। আমি আলিপুরে তাঁহার নামে নালিস করিলাম। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

এক দিবস কোন স্থানে এক বিপ্র কুলোদ্ভব ব্যক্তি কোন কার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে অভিলাষী হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কার্য্যোপলক্ষে আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যখন নিমন্ত্রিত লোক সমাগত হইতে লাগিল, তখন ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আমাকে যত্নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন আপনি অমুক বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবেন না? আমি কহিলাম আমার

শরীর অসুস্থ আছে, একারণ সকালে ভোজন করিয়াছি, আমি পুনরায় আহার করিব না।

কিন্তু আমার মনের ভাব ছিল তাঁহার বাটীতে ভোজন করিতে যাইব না. কারণ আমি এক দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার ভগ্নীপতিকে অতি যত্নপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে গরিব বিবেচনা করিয়া আমার নিমন্ত্রণে আগমন করেন নাই, অন্য স্থানে তাঁহাকে আহ্বান করিলেই তিনি অগ্রেই গমন কবিয়া থাকেন। ইহাতে আমার যে কি পর্য্যন্ত মনঃক্ষোভ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তজ্জন্য আমার তাঁহার বাসাতে যাইবার বাঞ্ছা ছিল না। এই কথা আমি কাহার নিকট প্রকাশ করি নাই।

আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তির পবিবার ঐ কার্য্যোপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভোজনান্তে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ বাসাতে উপস্থিত হইলেন, পরে তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা কহিলেন কি গো? তুমি অদ্য এমন কর্ম্ম কেন করিলে, তুমি কেন আহার করিতে গমন কর নাই, তজ্জন্য কর্ম্মকর্ত্তার ভগ্নী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া কহিলেন, যে আমার পুত্র এবং কন্যার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে যত কষ্ট না হইয়াছে, অদ্য বীরেশ্বর বাবু ভোজন করিতে না আসাতে তাহার অধিক কষ্ট পাইয়াছি এই বলিয়া রোদন করিলেন এবং আমরা যখন আগমন করি, তখন তিনি কহিলেন যে আমি বীরেশ্বর বাবুর জন্যে পুনবায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছি, তাঁহাকে অতি অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন, যদি তিনি না আসেন তবে তাঁহাকে মাতৃবধের পাতক গ্রহণ করিতে হইবে।

আমি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলাম আহার করিতে না যাওয়া ভাল কাজ হয় নাই। অতএব এক্ষণে আহার করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তথায় গমন করিলাম।

তথায় উপস্থিত হইয়া বৈঠকখানায় উপবেশন করিয়া দেখিলাম একটী ব্রাহ্মণ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, পরে তৃতীয় মামার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, আমার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না।

তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলে ঐ তৃতীয় মামা আহারের উদ্যোগ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। আমরা সকলেই আহার করিবার নিমিত্ত বাটীর মধ্যে গমন করিয়া দেখিলাম যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে।

আমি কহিলাম যে, এক লোটা জল দিতে হইবে, আমি হস্ত পদ ধৌত করিব। কারণ অধিক রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এই কথা বলাতে কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। ভোজনের স্থানে গিয়া দেখিলাম, আমার ভোজন পাত্র বাদে আর সকলের আহারের উদ্যোগ হইয়াছে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভোজন পাত্র কৈ? তখন বাবুর ভগ্নীপতি উত্তর করিলেন, বীরেশ্বর বাবু এখন আহার করিবেন না। এই কথা বলাতে সকলে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ স্থানে এক খানি চৌকি পাতা ছিল, আমি সেই চৌকিতে উপবেশন পূর্ব্বক ঐ বাবুর ভগ্নীপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, আমাকে শীঘ্র অন্ন আনয়ন করিয়া দিন

তখন তিনি উত্তর করিলেন তোমাকে আমরা অন্ন দিব না. যে ব্যক্তি দিবাভাগে আমাদিগের বাটীতে আহার করেন নাই তাঁহাকে আমরা অন্ন দিব না। আমি এইরূপ কথা তিন চারি বার বলিলাম, তিনিও ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন একবার আমার উপহাস মনে হইতেছে, আবার এক বার মনে হইতেছে যে আমি দিবাভাগে আহাব কবিতে আসি নাই বলিয়া আমাকে আহারের সময়ে ঐ বাবুর ভগ্নী বোধ হয় ২। ৪ টী মিষ্ট মিষ্ট কথা কহিবেন, কিন্তু তখন আমি কি উত্তর করিব, দিবাভাগে না আসা ভাল হয় নাই।

বাবু লোকদের আহার শেষ হইলে আমরা সকলে বাহিরে আসিলাম। তৎপরে আমি একটী বাবুকে কহিলাম, মহাশয়! আমার আহার হয় নাই। তখন ঐ বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, আমরা জানি আপনি অগ্রে আহার করিয়াছেন। আপনার আহার হয় নাই জানিলে আমরা কোন মতে আহার করিতাম না, আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি কহিলাম প্রকাশ করা শ্রেয়ঃ এই বলিয়া যে ব্রাহ্মণের সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলাম, আমাকে কেনই বা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল আর কেনই বা অন্ন দেওয়া হইল না। তিনি বলিলেন, যাঁহারা দিবসে আসেন নাই, তাঁহাদিগকে রাত্রে অন্ন দেওয়া যাইবে না। এই কথা শুনিয়া আমি বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহার করিলাম।

আমি এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া সংসারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া নানা দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলাম। পাঠকগণ! আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাশীদর্শন ১ ম ও

দ্বিতীয় খণ্ডে আনুপূর্ব্বিক লিখিত হইয়াছে। ৺ বারাণসী ক্ষেত্রে গমন করিয়া এইরূপে অন্নপূর্ণার নিকট মনের দুঃখ নিবেদন করিলাম, মাতঃ আমি সংসার দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, আমি পূর্ব্ব জন্মে কি পাপ করিয়াছি যে ইহলোকে এতাদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। জননি! তুমি মানবের তাপ পাপ নাশিনী, আমার মনের দুঃখ নিবারণ কর।

অনন্তর জগজ্জননী আমার দুঃখে মাতৃস্নেহে আর্দ্র হইয়া নিশাযোগে আমাকে স্বপ্ন দিলেন, তুমি পূর্ব্ব জন্মে এক দরিদ্র যাচক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলে। ভাগ্য ক্রমে তুমি সংসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলে, প্রথমে তুমি একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলে, তাহার পর এক জমিদারের কাছারিতে নিযুক্ত হইলে তুমি ঐ জমিদারের পুত্রকে বশীভূত করিয়া তথায় একাধিপত্য বিস্তার করিলে, তখন তুমি এই পৃথিবীর লোককে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে না; সকলকেই অগ্রাহ্য করিতে। "অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ" কিছু দিন পরে ঐ জমিদারের পুত্র আমার এই আনন্দকাননে উপস্থিত হইল, তুমি তাঁহাকে মন্ত্রণা দিয়া সৎকার্য্য হইতে বিরত করিলে, সে তোমার মন্ত্রণায় দীন দুঃখীকে দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিল না, তুমিও একদিনও আমার পূজা করিলে না তোমার দুঃখের এই প্রথম কারণ।

পূর্ব্বে ৺ শারদীয় পূজার সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ জমিদারের নিকট হইতে কিছু কিছু বার্ষিক ও দীন দরিদ্রগণ চাউল ঘৃত তৈল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইত। তুমি মন্ত্রণা দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বার্ষিক রহিত করিলে এবং দীন দরিদ্রগণের

আশা ভরসা একবারে উৎসন্ন হইল। ইহাই তোমার কষ্টের দ্বিতীয় কারণ। ঐ জমীদার বহুকালাবধি দেব সেবার্থ প্রচুর পরিমাণে প্রত্যহ চাউল, ডাউল, ঘৃতাদি প্রদান করিত তদ্দ্বারা অণেক ব্রাহ্মণ সপরিবারে প্রতিপালিত হইত। তুমি জমিদারের পুত্রকে পরামর্শ দিয়া তাহাদের অন্নে হন্তা হইয়াছি লে এবং ঐসকল দ্রব্য তুমি নিজে ভোগ করিয়াছ। এই তোমার কষ্টের তৃতীয় কারণ। অতএব যদি তুমি কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পরদ্বেষ পরহিংসা ত্যাগ কর, মনের মলা দূর কর, দানাদি সৎকার্য্য কর, দেব দেবীর প্রতি ভক্তি কর, তাহা হইলেই তোমার কষ্ট নিবারণ হইবে। এই কথা বলিয়া জগন্মাতা অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি সাতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

এই অবনী মণ্ডলে দুর্লভ মানব জীবন ধারণ পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারা যায়। সংসারির পক্ষে ধর্ম্মপথই প্রশস্ত। এই পথ দিয়া গমন করিলেই মোক্ষধামে উপনীত হওয়া যায়। ধর্ম্ম মোক্ষ নিকেতনের সোপান স্বরূপ, ধর্ম্মই যশঃ ও সৌভাগ্যের আকর। যিনি এই ধরণীতলে মানব জন্ম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মামৃত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জন্ম সার্থক, কিন্তু এক্ষণে মানবগণ পরম দুর্লভ ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল দাতা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া মহামায়ার মায়া পাশে বদ্ধ হইয়া অকিঞ্চিৎকর আপাতঃ মনোরম সাংসারিক সুখোদ্দেশে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা পরমার্থ বিষয় আলোচনা না করিয়া কুৎসিত রসালাপে আপনাদিগকে পরিলিপ্ত করিতেছেন। এমন কি

ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ মাত্র কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন যে আমাদের ধর্ম্ম চর্চ্চার অনেক সময় আছে। এক্ষণে আমাদের যৌবন অবস্থা, এখন আমোদ প্রমোদ করিবার সময়। প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্ম চর্চ্চা করিব। কিন্তু যখন প্রৌঢ় কাল হয়, তখন তাহাদেব ইন্দ্রিয়গণ বেগ মানে না, অশেষবিধ সুখ ভোগেব বাসনা হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, সুতরাং দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অসন্মার্গে বিচবণ কবিতে থাকেন। তখন তাঁহাবা বিবেচনা কবেন যে বৃদ্ধাবস্থায় ধর্ম্মচর্চ্চা করিব। কিন্তু তখন জবা আসিয়া দেহপুবে প্রবেশ কবিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যাক্ষম কবিয়া তুলে। এইরূপে ধর্ম্মানুশীলন তাঁহাদিগের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। যেমন কোন ব্যক্তি স্নানার্থ গমন করিয়া সমুদ্র কূলে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তাল তবঙ্গমালা সন্দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করেন, এই তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে অবগাহন কবিব, এইরূপ চিন্তা কবিতে করিতে আবার তবঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপ তরঙ্গাবলোকন কবিতে করিতে সূর্য্য অস্তাচলে গমন কবিল, তবুও তাঁহার স্নান কবা হইল না। তদ্রূপ জীবগণেব ইন্দ্রিয় তরঙ্গ জ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইতে দেয় না। ধর্ম্মানুশীলনেব নিশ্চিত কাল নাই। কি শিশু কি যুবা কি বৃদ্ধ কি ধনী কি নির্দ্ধন সকলেরই সকল অবস্থাতে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বৃথা কাল বিলম্ব করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। মানবগণের জীবন নদীর স্রোতের ন্যায় শীঘ্রগামী, জল ফেনা যেরূপ আশু জলে বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবনিচয়ের শরীর অচিরকাল মধ্যে পঞ্চভূতে বিলীন হয়। মৃত্যুব নিশ্চিত কাল নাই। কল্য মৃত্যু হইতে পারে। অতএব করিব, হইবে,

এইরূপ বিবেচনায় কালাতিপাত করা উচিত নয়। কেহ বা শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কাহাকে বা যৌবনাবস্থায় করাল কাল গ্রাস করিতেছে, অখিল সংসার, যাহাতে নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য ঘটিতেছে, যাহা হইতে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া নরগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, তাহাও নশ্বর ও ক্ষণকাল স্থায়ী, কত শত নগর পূর্ব্বে অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সুখস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কত শত অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিগণ অবনীমণ্ডলে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এখন কোথায়? তাঁহারাও দুর্দ্দান্ত কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। অতএব ভ্রাতৃগণ উঠ, আর বিলম্ব করিও না, মোহ নিদ্রাভিভূত হইও না। ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর হও, নতুবা আর উপায়ান্তর নাই। শীঘ্র অসাধু সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু সঙ্গ আশ্রয় করিয়া পরমার্থ চিন্তনে নিযুক্ত হও। যেমন নির্ম্মল জল অপরিষ্কার পদার্থের সমীপস্থ হইলে শীঘ্র দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে, তদ্রূপ তোমার নির্ম্মল মনকে অসাধু সহবাসে সমল করিও না। তোমরা অসৎকে আপাতঃ প্রতীয়মান সৎ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহার সহবাসে আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছ। যেমন তৃষ্ণাতুর মৃগ মায়াবিনী মরীচিকাকে নির্ম্মল সরসী ভ্রমে পিপাসা দূরীকরণার্থ তথায় দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দেয়, তদ্রূপ তোমাদিগকেও জীবনে বিসর্জ্জন দিতে হইবে সন্দেহ নাই। সাধু সঙ্গের অনেক গুণ। যেমন ত্রিভুবন প্রকাশক দিবাকর পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া নিদ্রাভিভূত সমস্ত জীব

জন্তুকে সচেতন করে, তদ্রূপ সাধুগণের সদালাপ দ্বারা তোমার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। তোমরা বিষয় ভোগেচ্ছা পরিহার কর। এই বিষয় ভোগেচ্ছা মানব মণ্ডলীর অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। যতই বিষয় ভোগ করা যায়, ততই ভোগাভিলাষ বৃদ্ধি হয়। যেরূপ অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে ক্রমে সেই অগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ভোগেচ্ছা ক্রমে ক্রমে বলবতী হয়। মানবগণ এই আপাতঃ প্রতীয়মান ভোগেচ্ছা মনোহর বিবেচনা করিয়া তাহার পশ্চাদ্গামী হইতেছে। বর্ষাকালীন প্রবাহিণী যেমন অন্যান্য কল্লোলিনীর সহিত মিলিত হইযা প্রবল বেগে ঘোরতর তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া বহিতে থাকে, তদ্রূপ ভোগাভিলাষ মানবগণের আমোদ প্রমোদ রূপ প্রবাহ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে প্রবল তরঙ্গে নিক্ষেপ করে। দীপশিখা যেমন কোন স্থানে সংলগ্ন হইয়া সেই স্থানকে কর্জ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ করে, তদ্রূপ বিষয় ভোগাভিলাষির চিত্ত ভোগেচ্ছা কর্ত্তৃক মলিন হয়। অতএব যাহাতে মানব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া পরিগণিত হয়, যাহাতে মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা হয়, তদ্রূপ কার্য্য কর। ধর্ম্মানুশীলন ব্যতিরেকে জীবের সদ্গতি নাই। আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক এই দুর্লভ মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যাহাতে আর মাতৃগর্ভে গমন করিতে না হয় অথবা আর অধোগতি না হয়, তদ্রূপ কার্য্য কর। কাম ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি গণকে বশীভূত কর, পর দ্বেষ, পরহিংসা পরধন হরণ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিকে অন্তঃকরণ হইতে দূর করিয়া দাও, সকলকেই ভ্রাতৃ তুল্য জ্ঞান করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন কর। পরদুঃখে কাতর হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের হিতসাধন

কর। রোগিকে ঔষধ, অনাহারীকে আহার, জীর্ণবস্ত্রধারীকে বস্ত্র প্রদান কর। সদ্গুরুর আশ্রয় কর, পরম পবিত্র বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে দুর্লভ মানব জীবন সফল হইবে। সেই সাধুসঙ্গ লাভ দ্বারা ধর্ম্মপথে বিচরণ কর। সেই ধর্ম্ম পথ দ্বারা মোক্ষধামে উপস্থিত হইতে পারিবে। ধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা কি সুখ লাভ হয়, তাহার অনেক উদাহরণ এই কাশীমাহাত্ম্যে দর্শিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বড়লনিবাসী ৺ রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রামতারণ ন্যায়রত্ন কথক মহাশয়ের প্রমুখাৎ কাশীখণ্ডের বিবরণ শ্রবণ করিয়া এই কাশীমাহাত্ম্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে সুধীগণ ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করি। ইতি।

১২৮৭ সাল
২০ এ মাঘ

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
হাং সাং গোপালনগর
জেলা মেদিনীপুর।

কাশীমাহাত্ম্য।

(কাশীখণ্ডের মত।)

কাশীর সৃষ্টির বিবরণ।

যখন এই অবনীমণ্ডল প্রলয় পয়োধি জলে নিলীন হইয়াছিল, তৎকালে ভূমণ্ডলে জীব জন্তু পশু পক্ষ্যাদির চিহ্ন মাত্র ছিল না। কেবল এক মাত্র সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী ছিলেন। যখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার মানস হইল, সেই সময়ে তিনি সাকার শিবরূপ ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার শক্তি গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হওয়াতে স্বকীয় বাম অঙ্গ হইতে এক প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন। এই প্রকৃতি আদ্য শক্তি জগন্মাতা অন্নপূর্ণা। সাক্ষাৎ পরমাত্মা স্বরূপ ভূতনাথ জগদ্ধাত্রীর সহিত মর্ত্ত্যলোকে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মর্ত্ত্যলোকে এমন এক স্থানের সৃষ্টি করিব যে, জীবগণ সেই স্থানে দেহ ত্যাগ করিবামাত্র

পরম প্রার্থনীয় নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে। তাহাদিগকে আর মর্ত্তালোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। এই ভাবিয়া ঐ পরম পুরুষ আনন্দিত হইয়া পঞ্চক্রোশী ৺ কাশীধামের সৃষ্টি করিলেন।

সেই সাকার পুরুষপ্রধান ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া উহার রক্ষার জন্য মহাবিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তোমার যে নিশ্বাস বায়ু পতিত হইবে, তাহাতে বেদের উৎপত্তি হইবে। তুমি ঐ বেদ দর্শন দ্বারা বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং বেদনিষিদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। এই বলিয়া শিবময় শিব মহামায়ার সহিত অন্ত-র্দ্ধান হইলেন।

অথ মণিকর্ণিকার বিবরণ।

অনন্তর মহাবিষ্ণু ৺ কাশীধামের প্রতি বরা-কাঙ্ক্ষী হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়া নিজ চক্রের দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন ও নিজ অঙ্গের স্বেদ দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করিলেন। ঐ সরোবরের তীরে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যা করিলে পর, আশুতোষ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দান। করিবার জন্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন

তাঁহার ঘোর তপস্যা দেখিয়া দেবদেবের বিস্ময় জন্মিল। সেই বিস্ময়বশে তাঁহার শিরঃকম্প হইল। সেই কম্প নিবন্ধন কর্ণ হইতে কর্ণভূষণ ভূপতিত হইল। তাহাতেই উহার নাম মণি-কর্ণিকা হইল। মহাবিষ্ণু চক্র দ্বারা সরোবরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উহা চক্রতীর্থ বলিয়াও প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মহাবিষ্ণু মহাদেবকে দর্শন করিয়া হর্ষগদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে নাথ! স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ জীবগণের মঙ্গলার্থ আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি, এই পঞ্চক্রোশী ৺ কাশীধাম' মধ্যে কি মনুষ্য কি পশু কি কীট কি পতঙ্গ যে কেহ প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিয়া অপার ভব-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিতে হইবে। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

যখন সূর্য্যবংশতিলক ভগীরথ সগর বংশ উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে ত্রিপথগামি-নীকে অবনীমণ্ডলে আনয়ন করেন, সেই সময়ে জগৎ মাতা ঐ মণিকর্ণিকার সহিত মিলিত হন,

তাহাতেই মণিকর্ণিকা মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ত্রিভুবনতারিণী ভগবতী গঙ্গার অপার মহিমা, অনন্তদেব সহস্র বদনেও বর্ণন করিতে পারেন নাই, আমি সামান্য মানব, কি রূপে তাঁহার মহিমা বর্ণন করিব।

কাল ভৈরবের উপাখ্যান।

একদা ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে স্থমেরু পর্ব্বত শৃঙ্গে দেবগণের যজ্ঞ নামে সভায় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! অব্যয়ব্রহ্ম কে? ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে শিব মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। প্রথমে ব্রহ্মা বলিলেন আমি অব্যয় ব্রহ্ম। তৎপরে নারয়ণ বলিলেন আমি অব্যয় ব্রহ্ম আমি জগতের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। এইরূপে ব্রহ্মা ও নারায়ণে বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়ের বিবাদ শান্তি করিবার জন্য চারি বেদ মূর্ত্তিমান হইয়া বিবাদ স্থানে আগমন করি-লেন। অনন্তর ব্রহ্মা চারি বেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অব্যয় ব্রহ্ম কে? বেদসকল দেবাদিদেব মহাদেবকেই অব্যয় ব্রহ্ম বলিয়া উত্তর দিলেন। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বেদ সকলকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, আমি অব্যয়

ব্রহ্ম, নারায়ণও বলিলেন আমি অব্যয় ব্রহ্ম।

অনন্তর বিবাদ শান্তি করিবার জন্য সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া এক জ্যোতিঃ উত্থিত হইল। ঐ জ্যোতির্ম্মধ্যে লোহিতকান্তি শূলপাণি রুদ্রকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন বৎস রুদ্র! আমি তোমার পিতা, আমাকে প্রণাম কর। জগতের বন্দনীয় রুদ্র ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া স্বকীয় ললাটদেশ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের নাম কালভৈরব রাখিলেন। ঐ কালভৈরব রুদ্রের আজ্ঞাতে ব্রহ্মার ঊর্দ্ধদেশে যে মস্তক ছিল নখাঘাত দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। ঐ মস্তক কাল ভৈরবের বাম হস্তে সংলগ্ন রহিল। ব্রহ্মা ও নারাণয় ভীত হইয়া রুদ্রের স্তব করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। কালভৈরব ব্রহ্মার মস্তক হস্তে করিয়া রুদ্রের আজ্ঞাতে নিখিল তীর্থ ভ্রমণ করিলেন, তথাপি ঐ মস্তক কোন তীর্থে পতিত হইল না। কালভৈরব ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকে ভীত হইয়া ৺ কাশীধামে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ মস্তক তথায় পতিত হইল। তিনিও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ৺ কাশীধাম

যে কেমন পবিত্র পুণ্য স্থান তাহা ধীরগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

এই কাল ভৈরব ৺আনন্দ কাননের প্রহরী হইলেন। ইহাঁর প্রতি ভক্তি না করিলে ৺কাশী-ধাম বাসের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

শ্রীশ্রী৺দণ্ডপাণির বিবরণ।

পূর্ণভদ্র নামে যক্ষরাজ অপুত্রক ছিলেন। তিনি পত্নী বাক্যে একান্ত চিত্তে শিবারাধনা করেন। সেই ফলে হরিকেশ নামে তাঁহার এক গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মে। সেই পুত্র শিশু কালাবধি অত্যন্ত শিবভক্ত হইলেন। একদা পূর্ণভদ্র হরি-কেশকে কহিলেন বৎস! এক্ষণে তুমি অতি শিশু, শিবারাধনের সময় নয়, তুমি বিদ্যাভ্যাস কর। হরিকেশ পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন পিতঃ! শিব আরাধনার কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। কি শিশু কি যুবক কি বৃদ্ধ সকলেই শিবারাধনা করিতে পারে। জীবের মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কল্য কাল গ্রাসে পতিত হইতে পারি। অতএব আপনি আমার শিবারাধনার ব্যাঘাত করিবেন না। এই কথা শ্রবণ করিয়া যক্ষরাজ সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং পুত্রকে "দূরীভব"

বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তখন হরিকেশের বয়স আট বৎসর মাত্র। হরিকেশ পিতার ঈদৃশ ব্যবহার দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। নিরাশ্রয়, কোথায় যান ভাবিয়া আকুল হইলেন, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অশ্রু মোচন করিতে করিতে ৺কাশীধামে প্রবেশ করিলেন এবং ৺ শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া একাগ্রচিত্তে শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলেন। শিবারাধনা প্রভাবে তাঁহার শরীর শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং বল্মীক মৃত্তিকাবৎ হইল। তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া জগৎপিতা দেবাদিদেব বর প্রদানার্থ আগমন করিলেন। বল্মীক মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদ্ম হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বৎস হরিকেশ! বর লও, হরিকেশ আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।. তখন করুণানিধান বিশ্বেশ্বর হরিকেশকে ক্রোড়ে করিয়া অভয় প্রদান করিলেন এবং একটী দণ্ড তাহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন বৎস হরিকেশ! অদ্যাবধি তোমার নাম দণ্ডপাণি হইল। এই কাশীধামের

কর্ত্তৃত্ব তোমাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে যাহার মৃত্যু হইবে বেশ ভূষা করিয়া তুমি আমার নিকটে তাহাকে লইয়া আইলে আমি তাহাকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিব। পাপিষ্ঠ দাম্ভিক ব্যক্তিগণকে ৺ কাশীধাম হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে এবং দূরস্থ পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে কাশীধামে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবে। আমার সম্মুখে তুমি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবে, অগ্রে তোমার পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজা করিবে, তাহার পূজা আমি গ্রহণ করিব না, তোমার স্থাপিত শিব লিঙ্গের নাম দণ্ডপাণীশ্বর হইল। একদা কার্ত্তিকেয় দণ্ডপাণিকে অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই। দণ্ডপাণি ৺ বিশ্বে শ্বরের কৃপাপাত্র, তিনি কার্ত্তিকেয়ের দাম্ভিকতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে ৺ কাশীধাম হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। কার্ত্তিকেয় অদ্যাপি শ্রীশৈল পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, ৺ আনন্দকাননে আসি- বার তাঁহার ক্ষমতা নাই। কার্ত্তিকেয় মহাদেবের প্রিয় পুত্র হইলেও হরিকেশ তাঁহাকে কাশী হইতে শিবের বর প্রভাবে দূর করিয়া দিলেন। ৺ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দণ্ডপাণির

প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পূজা করা কর্ত্তব্য নতুবা তাঁহার পূজা ৺ বিশ্বেশ্বর গ্রহণ করিবেন না।

জ্ঞান বাপীর উপাখ্যান।

একদা পাদ্যকল্পেতে দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নরাদি ৺ কাশীধামে সমাগত হইয়া জগতের পিতা বিশ্বেশ্বরের পূজাদি করিতেছেন, এমত সময়ে ঈশান নামক গণপতি ও দেবগণ ৺ বিশ্বেশ্বরের অভিষেকার্থে তথায় জলাশয় নাই দেখিয়া ত্রিশূল দ্বারা এক কুণ্ড খনন করিলেন। শর দ্বারা তথা হইতে সহস্র ধারায় জল উত্তোলন করিয়া সহস্র কলস জলে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গকে অভিষেক করিলেন। বিশ্বেশ্বর তাঁহাদের সেবায় আহ্লাদিত হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে গণপতি প্রার্থনা করিলেন প্রভো জগত পিতঃ! আপনাকে স্নান করাইবার জন্য যে তীর্থ খনন করা হয়, উহা আপনার নামে বিখ্যাত হইয়া সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হউক। পরম কারুণিক বিশ্বেশ্বর ঐ তীর্থের নাম জ্ঞানবাপী রাখিলেন। ঐ জ্ঞান বাপী তীর্থকে যিনি সেবা করিবেন, তিনি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। এই বর প্রদান করিয়া ৺ বিশ্বেশ্বর অন্তর্দ্ধান হইলেন।

কাশীধাম নিবাসী হরিস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের সুশীলা নামে কন্যা ঐ জ্ঞানবাপীর সেবা করিতেন। একদা গ্রীষ্ম সময়ে ঐ কন্যা নিজালয়ের অট্টালিকার উপরিভাগে নিদ্রিত ছিলেন। কোন শিবভক্ত বিদ্যাধর ৺ বিশ্বে-শ্বরের পূজা করিয়া আকাশ মার্গে গৃহে গমন করিতেছিলেন। তিনি ঐ কন্যার রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে হরণ করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধিতে বিবাহ করিয়া উভয়ে হাস্য পরিহাস করিতেছেন এমন সময়ে দিম্লামালী নামে এক রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইল। সে কন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহার হরণে উদ্যোগী হইল। দিম্লামালীর সহিত বিদ্যাধরের সংগ্রাম উপস্থিত হইল ঐ যুদ্ধে রাক্ষস ও বিদ্যাধর উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। ঐ কন্যাও পতি শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিল। বিদ্যাধর দেহ-ত্যাগান্তে মলয়কেতু নামক রাজার সন্তান হই-লেন। তাঁহার মাল্যকেতু নাম হইল, এবং ঐ কন্যা দেহান্তে কর্ণাট রাজার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া কলাবতী নাম গ্রহণ করিলেন। মাল্য-

কেতু ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কলাবতী সর্ব্বদা শিবের আরাধনা করিতেন। একদা কোন চিত্রকর ৺কাশীধামের চিত্রপট করিয়া মাল্য কেতুকে দেখাইলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চিত্রকরকে বহুবিধ পারিতোষিক প্রদান করিয়া ঐ পটখানি রাজ্ঞীর নিকটে প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী চিত্রপট মধ্যে জ্ঞানবাপী তীর্থ দর্শন করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাসনে শয়ন করিলেন, পশ্চাৎ সকলে তাঁহার কর্ণমূলে ৺বিশ্বেশ্বরের নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। তাহাতে রাজ্ঞী চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! আমার প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া অনুমতি করুন আমি ৺কাশাধাম গমন করিয়া সেখানকার আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিব। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া রাজমহিষীর সহিত আনন্দ কাননে উপস্থিত হইলেন এবং রত্নের দ্বারা জ্ঞান বাপী তীর্থের সোপান সকল বন্ধন করিয়া দিলেন। ঐ জ্ঞানবাপীর তীরে পরম ভক্ত রাজা মাল্যকেতু ৺বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর দয়াময় বিশ্বেশ্বর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া রাজা ও রাজমহিষীকে শিবত্ব প্রদান

করিয়া সশরীরে কৈলাসে পাঠাইয়া দিলেন। দেবগণ রাজা ও রাজমহিষীর উপরে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দিবোদাসকে ৺ কাশীধামের রাজত্ব প্রদান।

ভক্তবৎসল ৺ বিশ্বেশ্বর একদা প্রজাপতির অনুরোধে ৺ কাশাধাম ত্যাগ করিয়া দিবোদাসকে কাশীর রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক কুশদ্বীপ মধ্যে মন্দর পর্ব্বত শিখরে সপরিবারে বাস করিলেন। রাজা স্বয়ং অগ্নি বায়ু ও বরুণের সৃষ্টি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আশা হাজার বৎসর কাশী রাজ্য পালন করেন। এদিকে মন্দরাচলে ৺ বিশ্বেশ্বর কাশীধাম বিরহে ব্যাকুল হইয়া দিবোদাসকে কাশী রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত যোগিনীগণ, সূর্য্যদেব, ও ব্রহ্মাকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দিবোদাসকে দূরীভূত করা দূরে থাকুক আপনারা বারাণসীর অনুপম শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা প্রাচীন ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া দিবোদাসের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন রাজন্! আমি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব, তুমি তাহার আয়োজন কর। রাজা দিবোদাস ধন দ্বারা ঐ ছদ্মবেশধারী

ব্রাহ্মণকে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। একা-রণ তদবধি ঐ স্থানের নাম দশাশ্বমেধ বলিয়া আখ্যাত হইল। ব্রহ্মা দিবোদাসের কোন অপ-রাধ না পাইয়া তাঁহাকে কাশী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলেন না। অতএব লজ্জিত হইয়া আর ৺ বিশ্বেশ্বরের নিকটে গমন করিলেন না। বিশ্বেশ্বর এইরূপে যাবতীয় দেবগণকে পাঠাইয়া দিলেন। কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহারা স্বয়ংই কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন।

অথ পিশাচ মোচনের বিবরণ।

কপর্দ্দীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ সমীপে বাল্মীকি নামে এক ঋষি বাস করিতেন। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে গোদাবরী তীর্থে বাস করিয়া প্রতিগ্রহ করিয়া ছিলেন। সেই পাপে পিশাচ দেহ প্রাপ্ত হন। তিনি বাল্মীকি ঋষির নিকটে গমন করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন ঋষে! আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তীর্থ প্রতি-গ্রহ পাপে পিশাচ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। পরম দয়ালু ঋষিবর! আমাকে এ পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। পরম কারুণিক যোগিবর ব্রাহ্মণ বাক্য শ্রবণ

করিয়া তাহাকে বিমল দণ্ড তীর্থে অবগাহন করিতে অনুমতি করিলেন। পিশাচদেহপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ঋষির আদেশানুসারে ঐ তীর্থে যেমন অবগাহন করিলেন, অমনি পিশাচদেহ হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি স্বর্গ গমন সময়ে বাল্মীকি ঋষিকে কহিলেন প্রভো! আজ অবধি এই তীর্থের নাম পিশাচমোচন হইল। তীর্থপ্রতিগ্রাহী যে সকল ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তীর্থে অবগাহন করিবে, তাহাদের পিশাচত্ব পরিহার হইবে। এই কথা বলিয়া ঐ পিশাচ ত্রিদিবালয়ে গমন করিলেন।

ঢুণ্ঢিরাজের বিবরণ।

অনন্তর ৺ বিশ্বেশ্বর রাজা দিবোদাসকে আনন্দ কানন হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত গজাননকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নিশাযোগে কাশীবাসিগণকে ভয়ানক স্বপ্ন প্রদর্শন করিলেন। প্রাতঃকালে তাহাদিগের গৃহে গণক বেশে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করাইতে লাগিলেন। পশ্চাৎ রাত্রিকালে রাজা দিবোদাসের শয়-

নাগারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্বপ্ন দিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন রাজলক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া গমন করিতেছেন, এবং ৺ কাশীধামের ধ্বজা ভঙ্গ হইয়াছে। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া ব্যাকুল চিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্বজাভঙ্গ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং স্বপ্নকে সত্য বিবেচনা করিয়া অতিশয় চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। এমন সময়ে রাজার প্রধান মহিষী লীলাবতী তাহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছি এক জন অতি প্রধান গণক আপনার রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে সভাতে আনয়ন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া চিন্তা দূর করুন। রাজা লীলাবতীর বাক্যানুসারে তাহাকে সভায় আনাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

ছদ্মবেশী গণক ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন, মহারাজ! আজ হইতে অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কোন এক ব্রাহ্মণ আপনার নিকট আগমন করিবেন। তিনি আপনাকে যে আজ্ঞা

করিবেন, তাহা অবশ্য প্রতি পালন করিবেন, কোন ক্রমে তাহার লঙ্ঘন করিবেন না, তিনি আপনার হৃদয়ের সংশয় দূর করিবেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা দিবোদাস সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন দ্বিজবর! আপনি আমার নিকটে যে প্রার্থনা করিবেন, তাহাই আপনি প্রাপ্ত হইবেন। গণক ব্রাহ্মণ রাজা দিবোদাসের বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া কহিলেন, রাজন্! যদি আমার বাঞ্ছিত বর প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তবে আপন রাজ ধানীতে কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন, আমার পিতা আপনার রাজধানীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি কৃপা দৃষ্টি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ স্থান দান করেন, তবে আমরা পিতাপুত্রে এই স্থানে বাস করি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাদরে মহামতি দিবোদাস কহিলেন বিপ্রবর! আজ অবধি এই পঞ্চ ক্রোশী ৺কাশীধাম তোমার পিতাকে অর্পণ করিলাম।

অনন্তর সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক, ৺বিশ্বেশ্বরের ৺কাশী ধামে আগমনের নিমিত্ত ছাপান্নটি গণেশ হইয়া ৺কাশীধাম রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ঐ গজানন ঢুণ্ডিরাজ গণেশ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

যাঁহারা ইহাঁকে তিল লড্ডুক দিয়া পূজা করিবেন, তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইবে। ৺কাশী ধামে উপস্থিত হইয়া অগ্রে এই ঢুণ্ডিরাজকে দর্শন না করিলে কাশী দর্শনের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আদি কেশব শিবলিঙ্গ ও কুমুদী উপাখ্যান।

অনন্তর গণেশকে কাশী ধাম হইতে প্রত্যাগত না দেখিয়া ৺ বিশ্বেশ্বর দিবোদাসকে কাশী হইতে দূরীকরণ করিবার জন্য ভগবানকে আনন্দ কাননে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম সনাতন বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়া আদি কেশব নামে স্বীয় মূর্ত্তি বরুণ তীর্থ তীরে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং কমলা দেবী ভগবানের আজ্ঞাতে আত্ম মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পূজা করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্ম তীর্থে ব্রহ্ম সনাতন ভগবান উপস্থিত হইলেন এবং বৌদ্ধরূপী হইয়া পূর্ণকীর্ত্তি নাম ধারণ করিলেন এবং ঐ তীর্থের নাম বিনয় কীর্ত্তি ও কমলা দেবীর নাম বিজ্ঞান কুমুদী রাখিলেন। বৌদ্ধরূপী সনাতন ভগবান স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় প্রিয়তমা বিজ্ঞান কুমুদীকে অন্তঃপুরে বৌদ্ধ

মত প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ৺কাশীধাম নিবাসী জনগণ নারায়ণ প্রমুখাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের মত শ্রবণ করিয়া আস্তিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাস্তিকতা গ্রহণ করিলেন। বিজ্ঞান কুমুদী স্ত্রী সমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের মত প্রকাশ করিয়া কোন এক স্ত্রীকে তিলক, অঞ্জন ও বশীকরণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তদনন্তর ৺কাশীবাসী স্ত্রীগণ বিজ্ঞান কুমুদীর নিকট এই সমদয় উপায় প্রাপ্ত হইয়া পতিব্রতা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া কুলটা ধর্ম্মাবলম্বিনী হইল। রাজা দিবোদাস কাশীবাসী স্ত্রী পুরুষগণের এই প্রকার অধর্ম্মে মতি দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং পূর্ব্ব ছদ্মবেশী গণকের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভূতভাবন ভগবান দিবোদাসের স্মরণে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন রাজন্ রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয় এবং প্রজাগণেরও পাপে মতি হয়। ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দিবোদাস কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়াময়! আমি এমন কি পাপ করি-

য়াছি যে সেই পাপে আমার রাজ্যের প্রজাগণের পাপে মতি জন্মিল। তখন ভগবান কহিলেন, দিবোদাস! তুমি যখন ৺ বিশ্বেশ্বরকে আনন্দ কানন পরিত্যাগ করাইয়াছ, তখনই তুমি পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছ। দেবাদিদেব মহাদেব এই কাশীকে অতিশয় ভাল বাসেন। তিনি ইহার বিরহে অহোরাত্র হা কাশী হা কাশী করিয়া বিলাপ করিতেছেন। দিবোদাস! ইহার তুল্য অবনীমণ্ডলে আর কি পাপ আছে? অতএব তুমি ভূতভাবন ভবানীপতির নিকট অপরাধী হইয়াছ। দিবোদাস এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়াময়! এ অপরাধ হইতে আমার নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি তাহা সবিশেষ করিয়া আমাকে বলুন। তখন ভগবান কহিলেন রাজন্! রোদন করিবেন না, ৺ কাশী-ধামে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করুন। তাহা হইলেই শিবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেন। এই উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ভগবান পঞ্চনদ তীর্থে গমন করিলেন। রাজা দিবোদাস ভগবানের আজ্ঞানুসারে শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং

সশরীরে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৈলাস ধামে গমন করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম ভূপালেশ্বর হইল।

বিন্দুমাধব ও পঞ্চনদের উপাখ্যান।

ভগবান পঞ্চনদ তীর্থের তীরে উপস্থিত হইয়া বিন্দুমাধব নাম ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

৺ কাশীধামে বেদশিরা নামে অতিশয় শিবভক্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাদেবের তপস্যাতেই কালহরণ করিতেন। কোন সময়ে শচী নামে অপ্সরা ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হন। যোগিবর তাহাকে দর্শন করিবামাত্র সঙ্কল্পমতি হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার রেতঃপাত হইল। শচী ব্রাহ্মণের অভিশাপগ্রস্ত হইবেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া ঐ রেতঃ ভক্ষণ করিলেন। তাহাতেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে অপ্সরা ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগিবর ঐ কন্যার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তপস্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] প্রতিপালনে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি ঐ কন্যার নাম ধূতপাপা রাখিলেন। ক্রমে ঐ কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। তখন যোগিবর নিজ তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে ধূতপাপে! তুমি কিরূপ পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে বল। পিতৃবাক্য শ্রবণ করিযা ধূতপাপা লজ্জায় অধো-বদনা হইয়া কহিতে লাগিলেন পিতঃ! সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দয়াবান অবিনাশী কোন পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদ্রূপ পাত্রের সহিত আমার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করুন। যোগিবর উত্তর করিলেন বৎসে! যেরূপ পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তিনি ধর্ম্ম, কিন্তু তাঁহার সহিত তোমার মিলন ব্রহ্মার তপস্যা ব্যতিরেকে সম্ভ-বিতে পারে না। অতএব তুমি ব্রহ্মার তপস্যায় নিযুক্ত হও। তপস্যা দ্বারা শুচি হইলেই ধর্ম্মরাজ তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। পিতার আজ্ঞা-নুসারে ধূতপাপা ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভ করি-লেন। প্রজাপতি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, মাতঃ ধূতপাপে! তোমার শরীরস্থ প্রতি লোমকূপে তেত্রিশ কোটী তীর্থ বাস-

করিবে, এই বর প্রদান করিয়া প্রজাপতি অন্ত র্দ্ধান হইলেন। ধূতপাপা পিতৃসমীপে সমাগত হইয়া বরবিবরণ ব্যক্ত করিলেন। যোগিবর কহিলেন বৎসে! তুমি কুটীরে অবস্থিতি কর, আমি তপস্যায় গমন করিব। বেদশিরা এই কথা কহিয়া তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন।

ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ধূতপাপার রূপ লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, সুন্দরি! আমাকে ভজনা কর। ধূতপাপা উত্তর করিলেন, দ্বিজবর! যদি আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমার পিতার নিকট আপ-নার মনোরথ ব্যক্ত করুন। পিতা আমার বিবাহ দিবার কর্ত্তা, তিনি যে পাত্র স্থির করিবেন, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ধূত-পাপা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, রে জড়মতে! শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছ। অতএব তুমি এই পাপে নদরূপ ধারণ কর। ধর্ম্মরাজ এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ধূতপাপা-

কেও এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যেমন তুমি আমাকে অবিচারে দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলে, কঠোর হৃদয়ে! তুমিও আমার শাপে শিলা দেহ প্রাপ্ত হও। অনন্তর ধর্ম্মরাজ অভিশাপ প্রভাবে নদ রূপ ধারণ করিলেন এবং ধুতপাপা ধর্ম্মরাজের শাপে ভীত হইয়া ঋষিবরের সমীপে সমাগত হইয়া শাপ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঋষিরাজ ধ্যানস্থ হইয়া ধর্ম্মরাজ আগমন করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া কন্যাকে কহিলেন বৎসে! তুমি যে ধর্ম্মকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলে, তিনি তোমার প্রতি অনুকূল হইয়া ব্রাহ্মণরূপে তোমার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছ! এরূপ কার্য্য যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্মরাজের অভিশাপ কখন অন্যথা হইবে না, অতএব আমি কহিতেছি তুমি চন্দ্রকান্ত মণিরূপ শিলা হইয়া থাক। যখন সুধাময় শশধর গগনমার্গে উদয় হইবেন, সেই সময়ে তাঁহার সুধাময় মনোহর কিরণ দ্বারা ঐ শিলা দ্রব হইয়া নদীরূপ ধারণ করিবে। ধুতপাপা নদী

নামে তুমি বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মনদ ঐ নদীতে প্রবেশ করিবে। তাহাতে তোমার পতিসঙ্গম ফল লাভ হইবে এবং তিনি তোমার পতি হইবেন। যখন তোমরা মানব দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তখনই তোমরা মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইবে। স্বভাবতঃ তোমরা জলরূপ হইয়া থাকিবে। যখন সর্ব্বদিক প্রকাশক সূর্য্যদেব বারাণসী ক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া গভস্তীশ্বর নামে শিবস্থাপনা পূর্ব্বক শিবারাধনায় নিযুক্ত হইবেন, সেই সময়ে সূর্য্যদেবের অঙ্গ হইতে যে স্বেদ নির্গত হইবে, তাহা হইতে কিরণা নামে নদী উৎপন্ন হইয়া এই ধর্ম্মনদে মিলিত হইবে।

অনন্তর সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকর কাশীধামে আগমন করিলে তাঁহার স্বেদ হইতে কিরণা নামে নদী উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মনদের সহিত মিলিত হয় এবং গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদী একত্রে হইয়া ধর্ম্মনদে প্রবেশ করাতে ঐ তীর্থের নাম পঞ্চনদ হয়।

ভগবান রাজা দিবোদাসকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া পঞ্চনদ তীর্থ তীরে আগমন করিলেন এবং পরম ভাগবত অগ্নিবিন্দু নামক ঋষিকে কহিলেন,

অগ্নি বিন্দো! বর গ্রহণ কর। অগ্নিবিন্দু ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন! আমাকে এই বর প্রদান করুন, যে আপনি আমার নাম ধারণ পূর্ব্বক পঞ্চনদ তীর্থ তীরে অবস্থিতি করিবেন। এই পঞ্চ নদ তীর্থে যে কোন ব্যক্তি অবগাহন করিয়া আপনাকে দর্শন করিবে, আপনি তাহাকে অসার ভব সংসারের যন্ত্রণা হইতে নিস্তার করিয়া পরমারাধ্য পদ প্রদান করিবেন। নারায়ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ঋষিবর! তোমার সুমধুর আনন্দদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার নামার্দ্ধ এবং আমার নামার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া আমি বিন্দু মাধব নাম গ্রহণ পূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থিতি করিব। যাঁহারা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া আমাকে দর্শন করিবেন তাঁহাদিগকে আর জননী গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে না। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি এই পঞ্চ নদে স্নান করিবেন, তাঁহাকে আর ভব যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, তিনি অনায়াসে অপার ভব জলধি পার হইবেন।

(গ)

অথ৺বিশ্বেশ্বরের আনন্দকাননে আগমন ও কপিল ধারা তীর্থোৎপত্তির বিবরণ।

শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর কাশীর বিরহে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া মন্দর শিখরে অহোরাত্র রোদন, করিতে করিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের প্রেরিত খগ-পতি গরুড় শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সবি নয়ে কহিলেন। গঙ্গাধর! বিলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীধামে যাত্রা করুন। রাজা দিবোদাস নারা য়ণের সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাশী রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মানবদেহে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৈলাস ধামে যাত্রা করিয়াছেন। অধুনা আপনার কাশী রাজ্য শূন্য হইয়াছে আপনি অবিলম্বে আনন্দকাননে শুভাগমন করিয়া কাশী রাজ্য রক্ষা করুন। নারায়ণ আপনার দর্শনা-কাঙ্ক্ষী হইয়া আপনার পথ প্রতীক্ষা করিতে ছেন। কাশীবাসী নরনারিগণ আপনার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইতেছে, অতএব আপনি মানবগণের প্রতি কৃপাব-

লোকন করিয়া শীঘ্র কাশীধাম যাত্রা করুন।

বিনতানন্দনের মুখে সদানন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন, অন্নপূর্ণার সহিত বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নন্দী ভৃঙ্গী অন্যান্য ভূত প্রেতগণকে সঙ্গে লইয়া, ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত সময়ে বারাণসী ধাম যাত্রা করিলেন। সঙ্গীরা বৃষকেত-নের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া হর হর ধ্বনি পূর্ব্বক গাল ও কক্ষ বাদ্য করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বারাণসী ক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতে লাগি-লেন এবং গরুড় অগ্রগামী হইয়া নারায়ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্তির সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন করুণানিধান! বিশ্বেশ্বর অভি মুক্ত ক্ষেত্রে আগত প্রায় হইয়াছেন, নারায়ণ তাঁহাকে আনিবার জন্য অগ্রগামী হইলেন। দেবাদিদেব কাশীনাথের কাশী আগমনে দিক সকল প্রসন্ন হইল, ভ্রমরগণ আনন্দে গুণ গুণ স্বরে এক পুষ্প হইতে অপর পুষ্পে গমন করিতে লাগিল। তাহারা যেন গুণ গুণ স্বর দ্বারা জয় কাশীনাথ জয় বলিয়া গান করিতে লাগিল। কোকিল মুক্ত কণ্ঠ হইয়া পঞ্চম স্বরে ভবানী-পতির আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

জীব জন্তু ভূচর, খেচর সকলেই মঙ্গল ময়ের আগমনে আনন্দিত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিল। সুগন্ধ মলয়ানিল মন্দ মন্দ গতিতে প্রফুল্ল পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া লোকের প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। প্রপঞ্চ জগত যেন সেই সময়ে সাত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক প্রেম ভরে ভূতনাথের স্তব করিতে লাগিল। দেবদানব যক্ষগণ তান লয় সংযোগে মহাদেবের মহিমা গান করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কাশীর পূর্ব্ব প্রান্তে ত্রিশূলধারী মহাকালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, মহাকাল নারায়ণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব জগৎপিতা বিশ্বেশ্বর যোগিনী গণকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগিনী গণ পূর্ব্বে দিবোদাসকে কাশীধাম হইতে দূরীভূত করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য লজ্জিত হইলেন এবং তাহার সহিত কথা কহিতে না পারিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। ভূতেশ যোগিনী গণের ম্লান বদন ও সজল নয়ন অবলোকন করিয়া

দয়ার্দ্র হইলেন তাহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন যোগিনীগণ! ভয় নাই, তোমরা যে দিবোদাসকে কাশীধাম হইতে দূরীভূত করিতে না পারিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন কর নাই, তজ্জন্য তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিলাম। শত শত অপরাধ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি আমার এই আনন্দ ধাম পরিত্যাগ না করে আমি তাহার অপরাধ গ্রহণ করি না। যে সময়ে বিশ্বেশ্বর যোগিনীগণকে এই কথা বলিতেছিলেন। সেই সময়ে নন্দা ও সুনন্দা প্রভৃতি অষ্ট কপিলা ভূতেশকে স্বর্গ হইতে অবলোকন করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল। তৎকাল জনিত আনন্দে তাহাদের স্তন হইতে ক্ষীর ক্ষরিত হইতে লাগিল। ঐ দুগ্ধ দ্বারা ভূতনাথ অভিষিক্ত হইলেন। ঐ দুগ্ধ পতিত হইয়া সেই স্থানে এক হ্রদ জন্মিল। অপার মহিমার্ণব বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি তেত্রিশকোটি দেবগণের সহিত ঐ হ্রদে অবগাহন করিলেন। ভূতনাথ ব্রহ্মা প্রভৃতি অমরগণকে কহিলেন আজ অবধি আমি এই হ্রদের কপিলধারা ও শিব গয়া তীর্থ প্রভৃতি দশটি নাম রাখিলাম। সোমবার অমাবস্যা তিথি

সংযোগ হইলে যে ব্যক্তি আনন্দকাননে আসিয়া এই হ্রদে অবগাহন করিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন, তিনি সিদ্ধকাম হইবেন। তাঁহার পিতৃলোকেরা অধোগতি প্রাপ্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিবে। গয়াধামের গদাধরের পাদপদ্মে কোটিবার পিণ্ডদান করিলে যে ফল লাভ হয়, সোমবার অমাবস্যা তিথিতে এই তীর্থে অবগাহন করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে সেই ফল হইবে। তাঁহার আর ৺ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানের প্রয়োজন থাকিবে না। এই বলিয়া কাশীনাথ দেবগণের সহিত সানন্দচিত্তে কাশীধামে প্রবেশ করিলেন।

জ্যেষ্ঠেশ্বর এবং জ্যেষ্ঠা গৌরী দেবীর বিবরণ।

কমলাপতি প্রথমে যে স্থানে দেবাদিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ঐ স্থান জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত হইল, তিনি কপিল তীর্থের সমীপে জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ ও জ্যেষ্ঠা গৌরী দেবীর স্থাপনা করিলেন।

বীরেশ্বরের উপাখ্যান।

অমিত্রজিৎ নামে এক অতি সাধু ভগদ্ভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা হরিনাম করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার প্রজাগণও তাঁ-হার ন্যায় হরিভক্ত ছিল। রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বদা হরিনাম সুধা পান করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিত। উহারা এমনি হরি-ভক্ত ছিল যে একাদশীর দিন স্তন্যপায়ী বালক-গণও স্তন্যপান করিত না। একদা দেবর্ষি বীণা সহযোগে হরিগুণ গান করিতে করিতে অমিত্র-জিৎ রাজার সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার আগমনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা যথো-চিত পূজা করিয়া কহিলেন, ঋষিবর! কি অভি-প্রায়ে আপনার শুভাগমন হইয়াছে অনুমতি করুন। নারদ বলিলেন, ভূপতে! আমি পাতাল হইতে আগমন করিতেছি, তথায় হাটকেশ নামে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিবার সময় পথে অতি সুশোভনা চম্পা নাম্নী পুরী দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ঐ পুরীর দ্বারদেশে এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া

উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বৎসে! তুমি কে? কাহার কন্যা? এস্থানে কি জন্য আসিয়াছ? এ পুরীই বা কার, তাহা আমাকে বল।" তখন ঐ কন্যা আমাকে প্রণাম করিয়া কহিল, ঋষিবর! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনার দর্শন জন্য এই দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি মণি নামে গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা, আমার নাম মলয়গন্ধিনী, আমি পুষ্পোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছিলাম, এমন সময়ে কপালকেতু নামক দৈত্যের পুত্র কঙ্কালকেতু বল পূর্ব্বক আমাকে হরণ করিয়া এই পাতালে আনিয়াছে। এই উৎকৃষ্ট পুরী আমার বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে ইহার মধ্যে রক্ষা করিয়াছে সে আমাকে অতিশয় ভাল বাসে, সে যখন আমার পাণিগ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিল, সেই সময়ে আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম, আমার একটী ব্রত আছে—যত দিন সেই ব্রত সমাপ্ত না হইবে, তত দিন তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না। এই স্তোক্ বাক্য দ্বারা আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাখিয়াছি।

সে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এ পর্য্যন্ত

আমার প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই। ঋষে! আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আমি ভগবদ্ভক্ত ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিব না, আমি লোক মুখে শুনিয়াছি যে অমিত্রজিৎ নামে এক রাজা আছেন, তিনি অতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত, তজ্জন্য তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। মুনে! যদ্যপি আপনি অধীনার প্রতি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক ঐ পরম ভাগবত রাজার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে আমি অতিশয় উপকৃত হই। তথায় গমন করিয়া এ দাসীর প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহাকে পাতাল পুরে আনয়ন করুন এবং এই দৈত্যকে বিনাশ করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিতে বলুন। যে উপায়ে তাঁহাকে এখানে আনিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করুন। আগামী পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদ্রে এক খানি নৌকা ও ঐ নৌকার উপর ত্রৈলোক্য সুন্দরী এক কন্যা দেখিতে পাইবেন। তিনি বীণাযন্ত্রে এই গান করিবেন যে এই সংসারে মানবগণ যে বর্ষে যে অবস্থায় যে মাসে যে দিনে যে ক্ষণে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিবে, সেই বর্ষে সেই মাসে সেই অবস্থায় সেই ক্ষণে সেই দণ্ডে

সেই শুভাশুভের ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। মানবগণের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বিধি সূত্রে ললাটে গ্রন্থিত আছে। এই গান করিতে করিতে ত্রৈলোক্যমোহিনী আগমন করিবেন। আপনি ভূপতিকে বলিবেন যেন তিনি ঐ দিবসে সমুদ্রের তীরে আগমন করেন। তাহা হইলে ঐ সময়ে তিনি জগন্মাতাকে দেখিতে পাইবেন। জগন্মাতা রাজাকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে লইয়া নৌকা সহিত সমুদ্র জলে মগ্ন হইবেন এবং অবিলম্বে পাতালে লইয়া আসিবেন। নারদ কহিলেন রাজন্! আমি এই সংবাদ লইয়া আপনার নিকটে সমাগত হইয়াছি।

রাজা কহিলেন, প্রভো! এ কথা শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলাম। আপনার আজ্ঞানুসারে পৌর্ণমাসী তিথিতে অবশ্য গমন করিব এবং ত্রৈলোক্যমোহিনীকে দর্শন করিয়া মানব দেহ সফল করিব। ঋষিবর আমি পূর্ব্ব জন্মে এত কি সাধনা করিয়াছি, যে সেই পুণ্যবলে জগন্মাতার দর্শন পাইব। তখন নারদ ঋষি কহিলেন, রাজন্! আপনি জগন্মাতার দর্শন অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। কারণ আপনি অতিশয়

ভগবদ্ভক্ত। জগন্মাতাও সাতিশয় বিষ্ণুভক্ত অতএব তদ্বিষয়ে আপনি সংশয় করিবেন না, এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন।

রাজা অমিত্রজিৎ দেবর্ষির আজ্ঞানুসারে পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়া জগদ্ধাত্রীকে দেখিতে পাইলেন। জগন্মাতা রাজাকে দেখিবামাত্র জলমগ্না হইলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইলেন। জগন্মাতা রাজাকে নিমেষ মধ্যে চম্পাপুরের দ্বারে লইয়া গিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা মনোহর অট্টালিকা পরিশোভিত স্বর্ণখচিত তোরণ বিশিষ্ট চম্পা নগরী দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি ঐ পুরী মধ্যে কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমশঃ পুরীর সপ্তম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে স্বর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি বিদ্যুল্লতাবৎ এক সুন্দরী উপবেশন করিয়া আছেন। রাজা তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে ইনি দেবী কি কিন্নরী, কি অপ্সরা, কি ইন্দ্রানী কি মানুষী কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কন্যা ও, রাজাকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া,

ভাবিতে লাগিলেন এমন পরম সুন্দরপুরুষ কথন দেখি নাই, ইনি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা মানব, কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পরিতেছি না, বুঝি সুধাকর গগন মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া পাতাল পুরে উদয় হইয়াছেন। উভয়ে উভরের রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর মলয়গন্ধিনী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন। রাজা উত্তর করিলেন, সুন্দরি! আমার নাম অমিত্রজিৎ রাজা, আমি দেবর্ষির আদেশানুসারে এই পাতালপুরে তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার পরিচয় প্রদান কর।

কন্যা সহাস্য বদনে কহিলেন, আমার নাম মলয়গন্ধিনী, আপনাকে বিবাহ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। তজ্জন্য নারদ ঋষিকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি অস্ত্রাগারে অবস্থিতি করুন। দৈত্যবর কঙ্কালকেতুর আগমনের সময় হইয়াছে, তাহার হস্তে এক ত্রিশল আছে। ঐ ত্রিশূল দ্বারাই দৈত্য

বিনষ্ট হইবে। সে যখন নিদ্রা যাইবে, সেই সময়ে আমি ঐ ত্রিশূল লইয়া আপনাকে প্রদান করিব। আপনি ঐ ত্রিশূল দ্বারা দৈত্য বিনাশ করিবেন এবং আমার পাণি গ্রহণ করিয়া আমাকে নিজালয়ে লইয়া যাইবেন। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন।

এমত সময়ে দৈত্যরাজ অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মলয়গন্ধিনীর সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সুন্দরি! তোমার ব্রত সমাপনের আর কত দিন আছে? আর কত দিনেই বা আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে? আমি তোমার অনুগত দাস, তুমি আমাকে যাহা বলিবে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, বরাননে! আমার প্রতি সদয় হও, দেবকন্যা ও ঋষি কন্যাগণকে আনয়ন করিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত করিব। মলয়গন্ধিনী উত্তর করিলেন, দৈত্যবর পরশ্বঃ আমার ব্রত সমাপন হইবে। ব্রত সমাপন করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। দৈত্যবর মলয়গন্ধিনীর মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। অবিলম্বে সুখময়ী নিদ্রা আসিয়া তাহাকে অচেতন করিল।

সেই সময়ে মলয়গন্ধিনী দৈত্যরাজের হস্ত হইতে ত্রিশূল লইয়া রাজা অমিত্রজিতের হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধ ভরে তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলেন। দৈত্যরাজ জাগরিত হইয়া নিজ ত্রিশূল রাজার হস্তে দেখিয়া কহিলেন আপনি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, যদি আপনি আমার ত্রিশূল আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি আপনাকে ভয় করি না। নচেৎ আমি আপনার বধ্য হইয়াছি। দৈত্যরাজ রাজাকে এই কথা কহিয়া মলয়গন্ধিনীকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার প্রাণ দণ্ড করাইতেছ। আমি প্রাণপণে তোমার সেবা করিতেছি আমার প্রাণ নাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর দৈত্যরাজ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! এই কন্যাকে আনয়ন অবধি আমি দাসের ন্যায় ইহার সেবা করিতেছি, কখন ইহার প্রতি বিরূপ আচরণ করি-নাই। এত দূর পর্য্যন্ত সেবা করিয়াও মলয়-গন্ধিনীর মন প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব মহারাজ!

স্ত্রীলোকের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, স্ত্রীগণ অতি মিষ্টভাষী, যখন যাহার কাছে থাকে তখন তাহার মনোরঞ্জন করে, সময় পাইলে আবার তাহাকে বিপদে পাতিত করে। নদী, নখী, রাজা ও স্ত্রীকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, যে বিশ্বাস করে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়।

অনন্তর রাজা দৈত্য বধার্থ উদ্যত হইলেন, উভয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবিলম্বে রাজা ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। অবশেষে ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া স্বধামে লইয়া গেলেন। মলয়গন্ধিনী সন্তানার্থিনী হইয়া মহারাজের আজ্ঞানুসারে ব্রত ধারণ করিয়া মহামায়ার পূজা আরম্ভ করিলেন। সেই ফলে মহামায়া প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে কহিলেন বৎসে! বর লও। মলয়গন্ধিনী প্রণত হইয়া করপুটে এই বর প্রার্থনা করিলেন, মহারাজের ঔরসে আমার গর্ব্ভে বিষ্ণুর অংশে যেন এক সন্তান প্রাপ্ত হই। ঐ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র স্বর্গে গমন করিবে, তথা হইতে পুনরায় ধরাতলে আগমন করিবে, আমার স্তনপান ব্যতিরেকে সে ষোড়শ বর্ষীয় যুবাপুরুষ হইবে। এই বর প্রদান করুন।

মহামায়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মলয়গন্ধিনী মহামায়ার বরপ্রভাবে যথাকালে পরম ভাগবত সন্তান প্রসব করিলেন। জ্যোতির্ব্বেত্তা বিপ্রগণ রাজাকে কহিলেন এ সন্তান গণ্ড লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাকে গৃহে রাখিলে আপনার জীবন রক্ষা হইবে না। রাজা এই কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। মলয়গন্ধিনী দাসীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং ধাত্রীকে আদেশ করিলেন তুমি এই পুত্রটীকে বিকটা দুর্গাদেবীর নিকট রাখিয়া আইস। ধাত্রী রাজ্ঞীর আজ্ঞায় পুত্রটী তথায় রাখিয়া আসিল।

বিকটা দেবী যোগিনীগণকে আদেশ করিলেন তোমরা এই বালককে লইয়া স্বর্গে গমন কর এবং অবিলম্বে স্বর্গ হইতে আমার নিকটে আনয়ন কর। যোগিনীগণ বিকটাদেবীর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন। বিকটা পীঠে সংস্থাপন করিবামাত্র বালকটী ষোড়শবর্ষীয় যুবাপুরুষ হইল।

অনন্তর ঐ বালক আপনার পিতামাতার অনুসন্ধান না পাইয়া একান্তচিত্তে ভক্তি পূর্ব্বক

বিশ্বেশ্বর আরাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। করুণাময় বিশ্বেশ্বর বালকের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বীর এই নাম রাখিলাম, আমাব নাম আজ অবধি বীরেশ্বর হইল। অমিত্রজিৎ রাজা তোমার পিতা ও মলয়গন্ধিনী তোমার মাতা, এক্ষণে তুমি তাহাদের নিকট গমন কর। একান্তচিত্তে এই বীরেশ্বরের আরাধনা করিলে অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ করিবেন। এই বর প্রদান করিয়া ৺ বিশ্বেশ্বর বীরের স্থাপিত শিবলিঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বীর পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং রাজা ও মলয়গন্ধিনী পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎসব করিতে লাগিলেন।

—:০:—

শ্রীশ্রী ৺ কেদারনাথের বিবরণ।

কোন সময়ে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ অধ্যয়নার্থী হইয়া ৺ বারাণসীতে আগমন করিলেন এবং হিরণ্য গর্ভাচার্য্য নামে এক ঋষির নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাশয়! মহর্ষি অতিশয় কেদার ভক্ত ছিলেন। তিনি বর্ষে বর্ষে

কেদারনাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া হিমাচলে গমন করিতেন। চৈত্র মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে হিমালয়স্থ কেদারনাথ দর্শনের সময়। হিরণ্য গর্ভাচার্য্য ঐ দিবস আগত দেখিয়া বশিষ্ঠ মুনিকে কহিলেন, বৎস বশিষ্ঠদেব! আমি কেদারনাথ দর্শন করিবার জন্য গমন করিব তুমি আমার আশ্রমে অবস্থিতি কর। ঋষিবরের কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠদেব সানন্দে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, গুরো! যে স্থানে কেদারনাথ অবস্থিতি করিতেছেন তাহার মহিমা আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। হিরণ্য গর্ভাচার্য্য বশিষ্ঠদেবকে কহি- লেন, বৎস! সহস্রবদন অনন্তদেব সেই স্থানের মহিমা বর্ণন করিতে অক্ষম, আমি তাহা কিরূপে বর্ণন করিব। সংসারী জীব বহু পুণ্যফলে সেই স্থানে গমন করিয়া যদি শ্রীশ্রী ৺কেদারনাথ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারে আর ভবসংসারে আগমন করিতে হয় না। সেই স্থানে হরম্ পাপ নামে যে তীর্থ আছে, সেই তীর্থের জল কিঞ্চিৎ পান করিলে লোকে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। জলের এইরূপ মহিমা, আর সেই স্থানের যে কি মহিমা তাহা বলা যায় না। বশিষ্ঠদেব গুরুমুখে এই

বাক্য শ্রবণ করিয়া কদম্ব-কুসুম-সম পুলকিত হইয়া সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, কৃপাময়! কৃপা করিয়া এ দাসকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করুন। আমি সেই পরাৎপর পরমব্রহ্ম কেদার-নাথকে দর্শন কবিয়া মানবদেহ সফল করিব।

অনন্তর হিরণ্য গর্ভাচার্য্য ৺ কেদারনাথের প্রতি বশিষ্ঠ দেবের এতাদৃশ ভক্তি দেখিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হিমাচলে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে অসিধার নামক পর্ব্বত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া হিরণ্য গর্ভাচার্য্য পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। শিবদূতগণ তৎক্ষণাৎ আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পুষ্পরথে আরোহণ করাইয়া কৈলাস ধামে লইয়া গেলেন। বশিষ্ঠ-দেব গুরুদেবের আশ্চর্য্য সদ্গতি অবলোকন করিয়া ভক্তি ভাবে ৺ কেদারনাথের স্তব করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব গুরুর মৃত্যুতে বারাণসী ধামে প্রত্যাগমন না করিয়া একাকী হিমাচলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি অনেক হ্রদ নদী পর্ব্বত ভৃগুদেশ অতি ক্রম পূর্ব্বক হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া হরম্ পাপ তীর্থে অবগাহন

করিলেন, তৎপরে ভক্তিভাবে ৺ কেদারনাথ দর্শন ও তাঁহার যথাবিধি পূজাদি করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি ঐ স্থানে তিন দিন কল্পবাসী হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন এ স্থানটি বাসের যোগ্য নয়, অত্যন্ত হিম প্রধান-দেশ ৺ কাশীধামতুল্য বাস যোগ্য স্থান পৃথিবীর মধ্যে আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আমার দেহে যত কাল জীবন রহিবে তত কাল আমি কাশীতে অবস্থান করিব। বর্ষে বর্ষে চৈত্র পূর্ণিমাতে আমি এই স্থানে আগমন করিয়া ৺ কেদারনাথ দর্শনাদি করিব। এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বশিষ্ঠদেব ৺ কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

বশিষ্ঠদেব ক্রমান্বয়ে একাধিক ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী ৺ কেদারনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ক্রমে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইল; তিনি গতি-শক্তি-হীন হইলেন, পুনরায় চৈত্রপূর্ণিমা আগত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রভো কেদারনাথ! আমার জীবন হরণ না করিয়া আমাকে চলৎশক্তি হীন করিলেন কেন। এটি আপনার উচিত কার্য্য হয়

নাই, এত কাল পর্য্যন্ত হিমালয়ে গমন করিয়া তোমার দর্শনাদি করিলাম, এখন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াতে আমাকে নরকগামী হইতে হইল। তিনি যখন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এমত সময়ে আর এক জন ব্রাহ্মণ সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বশিষ্ঠদেব! রোদন সম্বরণ কর। আমি তোমাকে হিমাচলে শ্রীশ্রী ৺ কেদারনাথ দর্শন করিতে লইয়া যাইব। শীঘ্র আহার করুন, আহার করিয়া আমার আলয়ে গমন করিবেন। বশিষ্ঠদেব ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে আহারাদি সমাপন করিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! কোথায়, আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বশিষ্ঠদেবের আগমন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইনি কখনই বা পাক করিলেন কখনই বা আহার করিলেন, তৎপরে তিনি বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, মহাশয়! আপনার হিমালয়ের পথ জানা আছে, আপনি অগ্র-

সর হউন, আমি পশ্চাৎ গমন করিতেছি।

তদনন্তর বশিষ্ঠদেবকে ভক্তিসহকারে হিমাচলাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ভক্তবৎসল কৃপাময় কেদারনাথ বলরূপী হইয়া তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বশিষ্ঠদেব এই দৈব বল প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় বলশালী হইয়া হিমালয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার সঙ্গে দ্রুতগমনে সক্ষম নন। অবশেষে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহিত পথে সাক্ষাৎ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ইনি কি বৃদ্ধ ? ইহাঁর বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ শক্তি আছে, আমরা যুবা হইয়াও সেরূপ দ্রুত বেগে গমন করিতে পারি না। উভয়ে হিমালয়ে গমন করিয়া হরম্‌পাপ তীর্থে অবগাহন করিলেন। তৎপরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে কেদারনাথের পূজা করিলেন। ভক্ত বৎসল কেদারনাথ বশিষ্ঠের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস বর লও, তখন বশিষ্ঠ দেবাদিদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হর্ষে গদগদ স্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! করুণানিধান! আপনি হরম্‌পাপ তীর্থের সহিত ৺ কাশীধামে প্রকাশ

হইয়া কাশীবাসিগণকে কৃতার্থ করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি।

অপার মহিমার্ণব শ্রীশ্রী ৺ কেদারনাথ বশিষ্ঠ বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, বৎস বশিষ্ঠ! হরম্ পাপ তীর্থের সহিত তোমার সঙ্গে ৺ কাশী-ধামে গমন করিয়া অধিবাসিগণকে চরিতার্থ করিব। এই বর প্রদান করিয়া শ্রীশ্রী ৺ কেদার-নাথ কাশীধামে আগমন করিলেন।

বশিষ্ঠ যখন হিমাচল হইতে বারাণসী ধামে আগমন করিতেছিলেন, তৎকালে পথি মধ্যে কেদারনাথকে স্মরণ করিবামাত্রই প্রভুর ত্রিশূল ও ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ করিলেন, বশিষ্ঠদেব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এইরূপ শ্রবণ করিতে করিতে বারাণসী অভিমুখে আগমন করিলেন, কিন্তু বারাণসী ধামে প্রবেশ করিবার সময়ে ঐ ধ্বনি শ্রবণ না করিয়া হা কেদার-নাথ বলিয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। বশিষ্ঠদেবের এই অবস্থা সন্দর্শন করিয়া কাশীবাসিগণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া আশ্রমে আনয়ন করিলেন, তৎপরে বশিষ্ঠ মুখে কৃপাময় ভগবান কেদার নাথের বিষয় শ্রবণ করিয়া কাশীবাসিগণ কহিতে

লাগিলেন, মুনে! যখন কৃপাময় কৃপা করিয়া আপনাকে দর্শন দিয়াছেন, তখন আপনি পুনরায় তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবেন, অতএব বিলাপ ত্যাগ করুন, দিবা অবসান হইতেছে এক্ষণে আহার করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। বশিষ্ঠদেব তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, তৎপরে তিনি খেচড় অন্ন প্রস্তুত করিয়া পাত্রে রাখিলেন এবং ঐ অন্নের মধ্যস্থানে একটি রেখা প্রদান করিয়া অর্দ্ধাংশ ৺ কেদারনাথকে নিবেদন করিয়া দিলেন এবং অপরার্দ্ধ ভগবান ও অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করিয়া অতিথির নিমিত্ত কুটীর দ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগলেন, এমত সময়ে শ্রীশ্রী ৺ কেদারনাথ সন্ন্যাসীর বেশে অতিথি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন বশিষ্ঠদেব! আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত আমাকে অন্ন দান করুন। বশিষ্ঠ দেব অতিথি বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দচিত্তে তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে ঐ খেচড় অন্ন আনয়ন করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ঐ খেচড় অন্ন পাষাণময় হইয়াছে। বশিষ্ঠ দেব সাতিশয়

দুঃখিত হইয়া ৺কেদারনাথকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসি-রূপী ৺কেদার নাথ বশিষ্ঠকে কহিলেন, তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ শীঘ্র অন্ন আনয়ন কর, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। বশিষ্ঠ সন্ন্যাসীর আর্ত্ত বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ খেচড় অন্ন পাষাণ হইয়াছে। সন্ন্যাসিরূপী ভগবান কেদারনাথ তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, বশিষ্ঠ! খেচড় অন্ন কেমন পাষাণময় হইয়াছে, তাহা আমি দর্শন করিব। এই কথা বলিয়া প্রভু আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঐ খেচড় অন্নের উভয় পার্শ্বে উভয়ে উপবেশন করিলেন, তদনন্তর যোগি রাজ কেদারনাথ সহাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন বশিষ্ঠ! তুমি দুঃখিত হইও না, আমি সামান্য সন্ন্যাসী নহি। আমি সেই কেদারনাথ, তোমার এই খেচড় অন্নে আমি আর্বিভূত থাকিলাম, এই বাক্য বলিয়া সন্ন্যাসী নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক কাল ভৈরবকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, কালরাজ! আমি এই স্থানে বাস

করিলাম, আমার অন্তর্গৃহী মধ্যে যাহারা বাস করিবে, তাহারা শত পাপের পাপী হইলেও জীবনান্তে তাহাদিগকে ভৈরবী যন্ত্রনা প্রদান করিবে না, আর হিমালয়ে আমাকে দর্শন করিলে জীবগণ যে পূণ্য লাভ করিবে, ৺ কাশীধামে আমাকে দর্শন করিলে তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ ফল প্রাপ্ত হইবে। শ্রীশ্রী৺ কেদারনাথ এই বাক্য কহিয়া বশিষ্ঠ দেবের সহিত ঐ খেচড় অঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি করিয়া কেদারনাথের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রী ৺ গয়াধামের বিবরণ।

সত্য যুগে স্বর্ণ রজত ও অয়স নামে তিনটী পুরী ছিল। সেই তিনটী পুরী সর্ব্বদা উড্ডীয়মান হইয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিত। এক অসুর ঐ তিনটী পুরীর অধীশ্বর ছিল। তজ্জন্য তাহার নাম ত্রিপুরাসুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। এইরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি এক বাণে ঐ তিনটী পুরী ভস্ম করিতে পারিবেন, সেই মহাজন ঐ অসুরের প্রাণ

নাশ করিতে সক্ষম হইবেন। ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতা একত্রিত হইয়া ভূতনাথের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কৈলাসপতি তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সাদরে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোমরা উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আমি অবিলম্বে তাহার নাশের উপায় করিব। কিন্তু ঐ পুরীর মধ্যে অনেকগুলি পতি-পরায়ণা রমণী আছে, তাহারা সর্ব্বদা ভক্তি সহ-কারে পতি সেবা করে। তজ্জন্য ঐ পুরী এক বাণে ধ্বংস করা দুঃসাধ্য। তাহাদের পতিভক্তির কিছু লাঘব করিতে না পারিলে কখনই এক বাণে ঐ তিনটী পুরী ভস্ম হইবে না। এই বলিয়া তিনি দেবগণকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রমণী মণ্ডলে সমাগত হইয়া তাহাদিগকে ব্রতমালার কথা শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। রমণীগণ অতি যত্ন পূর্ব্বক ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে লাগিল। ব্রতমালার কথা শ্রবণ করিয়া রমণী-গণের পতিভক্তির কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। সুতরাং সতীত্ব ধর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা শ্লথ হইল। মহাকাল

প্রজাপতিকে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান মহাকালের ত্রিশূলাগ্রভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মহাকাল; প্রজাপতি সারথি ও ত্রিশূলাগ্রগামী বিষ্ণুর সহিত এক বাণে ঐ তিনটী পুরী ভস্ম করিলেন; পরে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রহার দ্বারা ত্রিপুরাসুরকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করাতে তাঁহার আর একটী নাম ত্রিপুরারি হইল। ত্রিপুরাসুর ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া গয়াসুর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। যখন ত্রিপুরাসুরের মৃত্যু হয়, সেই সময়ে গয়াসুর মাতৃগর্ভে ছিলেন।

তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তিনি বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে সানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মার বর প্রভাবে অতুল বল বীর্য্যশালী ও ভীম পরাক্রম হইলেন। কোন অসুর শিশু তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে সক্ষম হইত না। সকলকেই তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইত। এক দিবস যেমন অসুর বালকেরা সকলে

ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময়ে এক জন বালক সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই আমরা সকলেই আপন আপন পিতার নাম জানি, কিন্তু গয়াসুরের পিতার নাম কি, কেই বা তাহার পিতা, তোমরা কেহ বলিতে পার? গয়াসুর এই কথা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে নিজ জননীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার জননী স্বীয় সন্তানের ম্লান বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকে কে প্রহার করিয়াছে শীঘ্র বল, তোমার রোদন ধ্বনি শ্রবণ ও বিধুবদন মলিন দেখিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। হা হত বিধে! আমি অনাথিনী হইয়াছি বলিয়াই সকলে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেছে। অদ্য সিংহ শাবককে শৃগালে প্রহার করিল। যদি আমার প্রাণবল্লভ এখন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি এই মূহূর্ত্তেই অবনীমণ্ডল রসাতলে দিতেন। গয়াসুরের জননী এইরূপ আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

গয়াসুর জননীর এরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিলেন, মাতঃ। আপনি রোদন সম্বরণ করুন, আমার পিতা কে? তাঁহার নাম কি? তাহা আমাকে অবিলম্বে জ্ঞাত •করাইয়া আমার অন্তঃকরণের দুর্বিষহ যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ করুন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার জননী কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা তিনটি পুরীর অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার নাম ত্রিপুরাসুর, তাঁহাকে মহাদেব অনেক ছলনা দ্বারা নিধন করিয়াছেন। তাঁহার নাম স্মরণ হইলে আমার হৃদয়ে শোকাগ্নি দ্বিগুণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে, বৎস! আর সে কথায় প্রয়োজন নাই। গয়াসুর জননীমুখে এই কথা শ্রবণ মাত্রই অগ্নিবৎ প্রজ্ব- হইয়া উঠিলেন, এবং রাগান্ধ হইয়া কহিলেন যে ব্যক্তি আমার পিতাকে নাশ করিয়াছেন তিনি কি এখন জীবিত আছেন? এখনি তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিব, তাহার রক্তে পিতৃ তর্পণ করিয়া মনের অসহ্য ক্লেশ দূর করিব। মাতঃ! অনুমতি প্রদান করুন এইক্ষণেই কৈলাস পতিকে সংহার করিয়া পিতৃ শোক নিবারণ করিব। পিতৃ বিনাশ যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে, অতএব কালবিলম্বের আবশ্যকতা নাই। এই

বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি অতি বালক তুমি জাননা যে মহাদেব অজর অমর, তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমি পুনরায় তোমার বদন সুধাকর দর্শন করিব তাহার আশা থাকিবে না। কারণ, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়াছেন। অতএব বৎস! আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি তুমি তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তুমি আমার অঞ্চলের নিধি নয়নের তারা, তোমার বিরহে আমি ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইব না। তোমার বদন সুধাকর দর্শন করিয়া পতি শোক ভুলিয়াছি অতএব বৎস! আমি তোমাকে নিবারণ করিতেছি, ক্ষান্ত হও, কালান্তক মহাকালের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইও না, নানা বিপদ ঘটিতে পারে। গয়াসুর মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে যুদ্ধে জয় লাভ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই, আমি যাইবামাত্র ত্রিপুরারিকে সংগ্রামে পরাস্ত করিব, আপনি আমাকে আশী-র্ব্বাদ করুন। গয়াসুর ভক্তি ভাবে স্বীয় জননীর

চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধভরে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৈলাস শিখরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৈলাসপতি গিরিবালার সহিত সুখে নিদ্রা যাই-তেছিলেন। গয়াসুর সদর্পে তথায় আগমন করিয়া হিমাচলের মূল আকর্ষণ করিলেন, পর্ব্বত কম্প-মান হইল, ভূতনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। অন্তর্যামী ভূতেশ তাহাব কারণ অবগত হইয়া গয়াসুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? আমি সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলাম, তুই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলি, আমি এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি। এই বলিয়া উমাপতি গয়াসুরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গয়াসুর মহাদেবকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া কহিলেন রে পাপিষ্ঠ পিতৃবৈরী। আমার পিতাকে বধ করিয়া তুই এখনও জীবিত আছিস। এইরূপ নানা প্রকার ক্রোধসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া গয়াসুর মহাদেবের উপর নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জগৎ পিতা ত্রিলোচন ঐ সমুদায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভূতেশ গয়াসুরকে বধ করিবার জন্য

আপনার অস্ত্র শস্ত্র গয়াসুরের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে গয়াসুর নিধন হইল না। কারণ গয়াসুর ব্রহ্মার বরে অমর হইয়া মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তখন মহাদেব তাহার বধোপায় স্থির করিতে না পারিয়া কহি-লেন, গয়াসুর! তোমার যুদ্ধেতে আমি অতি-শয় সন্তোষ লাভ করিলাম, বর লও। তখন গয়াসুর শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি আপনার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করি। এই কথা বলিয়া মহাদেবকে বাণ প্রহার দ্বারা জর্জ্জ রিত করিলেন। মহাযোগী বিশ্বেশ্বর যোগ বলে জানিতে পারিলেন যে, গয়াসুর প্রজাপতির বর প্রভাবে অমর হইয়া ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার বিনাশ নাই, এ দেবগণের অবধ্য। কোন ব্যক্তি ইহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। তবে কেবল এই মাত্র উপায় আছে যে ইহাকে বিষ্ণুর নিকট প্রেরণ করি, তিনি মহাচক্রী কোন চক্র দ্বারা এই দুর্বৃত্ত অসুরকে দমন করিতে পরিবেন। এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন, বৎস গয়াসুর! তোমার বল ও পরাক্রমে আমি সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম,

আমার এখন বৃদ্ধাবস্থা, আমি তোমার যুদ্ধের যোগ্য হইতে পারি না, অতএব তোমার সম যোদ্ধা দ্বারকাপতি হরি, তাঁহার নিকটে গমন কর, তাহা হইলে যুদ্ধে তোমরা উভয়েই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তোমার তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া গয়াসুর অতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন, এবং সত্বর বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমার নিকট কৈলাসপতি যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন। এখন আমার আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস হইয়াছে। অতএব আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হউন। এই কথা বলিয়া গয়াসুর কমলা-পতি ভগবানের সহিত তুমুল যদ্ধ আরম্ভ করিল, ভগবান গয়াসুরের যুদ্ধে অস্থির ও ক্লান্ত হইয়া কহিলেন, গয়াসুর! তোমার যুদ্ধে আমি অতি-শয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তুমি যে বর আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব। তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে যদি ইচ্ছা কর, তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি। গয়াসুর নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, ঠাকুর! তোমার

যদি ইচ্ছা হয় আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিতে পারি। আমি বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শাসন করিয়া তাহার আধিপত্য তোমাকে প্রদান করিতে পারি। আমি তোমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিব। এই কথোপ-কথন হইয়া পুনরায় উভয়ের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভগবান নানাবিধ অস্ত্র গয়াসুরের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে তাহাকে পরাভব করিতে পারিলেন না। কারণ গয়াসুর প্রজাপতির বর প্রভাবে অমর হইয়াছেন। তখন বিষ্ণু বিবেচনা করিলেন ইহাকে ছলনা দ্বারা বদ্ধ করিতে হইবে, নচেৎ পরিত্রাণ নাই। এই কথা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া গয়াসুরকে কহিলেন, হে বৎস গয়াসুর! তুমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি। তখন গয়াসুর ভগবানের বাক্যে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আপনি যে বর আমার নিকট যাচ্ঞা করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেই বর প্রদান করিব, ইহার অন্যথা করিব না। ভগবান এই কথা শ্রবণ করিয়া গয়াসুরকে সত্য পাশে বন্ধন

করিয়া কহিলেন বৎস গয়াসুর তোমার নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি অবিলম্বে পাতালে গমন কর। তখন গয়াসুর বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! ছলনাপূর্ব্বক আমাকে বাধ্য করিলেন। হে কমলাপতি! আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন অন্যথা করিব না। কারণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে কোটী কল্প নরকে বাস হয়। আমি আর্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা মনুষ্য গণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব আমি আপনার আজ্ঞানুসারে পাতালে গমন করিতেছি। কিন্তু প্রভো! আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি পাতালে গমন করি, আপনার শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে প্রদান করুন। এই বিষ্ণুপদে যে কোন ব্যক্তি পিতৃলোকের পিণ্ড দান করিবে, তাহার পিতৃলোক পুষ্প বিমানে আরোহণ করিয়া সুরপুরীতে গমন করিবে। কিন্তু প্রভো! যে দিবস শ্রাদ্ধার্থি জীবগণ উদ্ধার না হইবে, সেই দিবস আমি পাতাল হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া

আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া এই ভূমণ্ডল জলে নিমগ্ন করিব, এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান বলিলেন তথাস্তু। অনন্তর গয়াসুর পাতালে গমন করিলেন, গোলোকপতি নিজ পাদপদ্ম তাহার মস্তকে প্রদান করিলেন। ঐ দিবস হইতে গয়াধাম মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

———:০:———

অথ প্রজাপতির গয়ায় আগমন ও
গয়ালী তীর্থ গুরুরউৎপত্তি
বিবরণ।

যখন ৺ প্রজাপতি ৺ গয়াধামে শুভাগমন করিয়া পিতৃকার্য্য সমাধা পূর্ব্বক ব্রহ্ম লোকে গমন করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ নিমিত্ত তিনি যে সাতটি কুশের ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারা সজীব হইয়া ৺ প্রজাপতির সম্মুখে দণ্ডায় মান হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনি এই প্রপঞ্চ জগতের মধ্যে মানব, কীট, পতঙ্গ, নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজত করিয়াছেন। আপনি আমা-

দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের কোন উপায় না করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আমরা কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইব এবং আমরাই বা কোথায় বাস করিব, তাহার প্রতিবিধান করিয়া যান। প্রজাপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, প্রিয়বৎসগণ! তোমরা এই তীর্থের তীর্থব্রাহ্মণ হইলে। তোমাদিগের পাদপদ্ম পূজা দ্বারা লোকে সফলকাম হইবে, তোমরা সন্তুষ্ট হইলে ৺গয়ার তীর্থের কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস হইতে ব্রহ্মার সৃষ্ট ঐ সাতটি ব্রাহ্মণ গয়ালী নামে তীর্থগুরু হইয়াছেন।

সীতাকুণ্ডের উৎপত্তির বিবরণ।

যখন রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজ লক্ষ্মণ ও প্রাণপ্রিয়া সীতার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন, তৎকালে রাজা দশরথ প্রাণপ্রিয় পুত্রের বিয়োগে প্রাণত্যাগ করিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র বহুতর দেশ বিদেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ৺গয়াক্ষেত্রে ফল্গুনদী তীরে উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত, জানকীকে ঐ স্থানে রক্ষা করিয়া অনুজের সহিত আহারোপ-

যোগী ফল মূলান্বেষণার্থ গমন করিলেন। তখন রাজা দশরথ আকাশমার্গে জনক নন্দিনী সীতার সমীপস্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন মাতঃ! জনক তনয়ে! আপনি শীঘ্র আমায় পিণ্ড দান করুন। পুষ্পরথ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে আমি অবিলম্বে সুরপুরী গমন করিব, তখন সীতা দেবী রাজা দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, আর্য্য! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন, রামচন্দ্র বন হইতে ফল মূলাদি আনয়ন করিতে গিয়াছেন। তিনি আগত প্রায়, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করুন, রামচন্দ্র আসিয়া আপনাকে পিণ্ড দান করিবেন। পুত্রসত্ত্বে পুত্রবধূ পিণ্ড দান করিতে পারে না। ইহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, আমি কোন মতেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারিব না। রাজা দশরথ অযোনিসম্ভবা সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি শীঘ্র আমাকে পিণ্ড দান করুন, তখন জনক দুহিতা কহিলেন, আর্য্য! আমার নিকট ফল মূলাদি কিছুই নাই যে, আমি তদ্দ্বারা পিণ্ড দান করি। তখন অজনন্দন উত্তর করিলেন, তুমি এই ফল্গুতীর্থের বালুকাদ্বারা পিণ্ড দান কর,

তাহাতেই আমি তৃপ্তিলাভ করিব। জনক দুহিতা রাজা দশরথের বাক্যানুসারে ফল্গুতীর্থ হইতে বালুকা গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বালুকা দ্বারা রাজাকে পিণ্ড দান করিলেন। রাজা পিণ্ড প্রাপ্ত হইবামাত্র পুষ্পরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সীতা যে স্থান হইতে বালুকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম সীতাকুণ্ড বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই কারণ বশতঃ গয়া পদ্ধতির মতে সধবা স্ত্রীলোক ৺ গয়াধামে উপস্থিত হইলে পিতৃ পুরুষের পিণ্ড দান করিতে পারে। এই স্থানে লোক সকল আগমন করিয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার জন্য বালির পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে।

—:০:—

অথ ফল্গুনদী, তুলসী, ব্রাহ্মণ ও শিমুল পুষ্পের অভিশাপ।

অনন্তর রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ সহিত ফল মূল আহরণ করিয়া সীতা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন যে বালুকা নির্ম্মিত পিণ্ড রহিয়াছে। রামচন্দ্র সেই পিণ্ড অবলোকন করিয়া জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এ কি? রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযজন-

সম্ভবা সীতা উত্তর করিলেন, আর্য্যপুত্র! যখন আপনি দেবর লক্ষ্মণের সহিত ফল মূলান্বেষণে বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আর্য্য দশ-রথ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কহিলেন, মাতঃ জনকনন্দিনি! আমাকে শীঘ্র পিণ্ড দান কর। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আর্য্যকে কহিয়াছিলাম, আর্য্যপুত্র আপনার পিণ্ড দানার্থ অরণ্যে ফল পুষ্পাদি আনয়ন করিতে গিয়াছেন, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করুন, তিনি শীঘ্রই আগমন করিয়া আপনাকে পিণ্ড দান করিবেন। আর্য্য আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস্যে! আমি বিলম্ব করিতে পারি না, পুষ্পরথ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তুমি শীঘ্র এই ফল্গু নদী হইতে বালুকা উত্তোলন পূর্ব্বক আমাকে পিণ্ডদান কর, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। তৎপরে আমি তাহার আজ্ঞানুসারে এই বালির পিণ্ড দান করিয়াছি। রঘুনন্দন জানকীকে কহি-লেন, প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে প্রতারণা বাক্য-দ্বারা প্রবোধ দিতেছ? ৮ পিতা ঠাকুর কখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া পিণ্ড প্রার্থনা করেন নাই। তুমিও বালির পিণ্ড তাঁহাকে প্রদান

কর নাই। রঘুনাথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অযোনিসম্ভবা জনক তনয়া উত্তর করিলেন, প্রভো! আমি পিণ্ড দান করিয়াছি কি না তাহার সাক্ষী আছে। যদি আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস না করেন তবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এই বিষয়ে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। তখন রাম উত্তর করিলেন কে কে এই পিণ্ড দানের বিষয় জানে, তাহা বল, আমি তাহাদিগের নিকট অবগত হইব।

অনন্তর জনক দুহিতা নিজবল্লভের নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি পিণ্ড দান করিয়াছি কি না তাহা ফল্গুনদী, তুলসী শিমুল পুষ্প ও ব্রাহ্মণ এবং বটবৃক্ষ জ্ঞাত আছেন। এই কথা দাশরথি শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জান কি প্রাণবল্লভা সীতা আমার পিতাকে বালির পিণ্ড দান করিয়াছেন? তাঁহারা সকলেই রামচন্দ্র সন্নিধানে সত্য গোপন করিয়া কহিলেন, না, আমরা দেখি নাই। সীতা দেবী তাঁহাদের এই মিথ্যা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ফল্গু নদি! তুমি যেমন রামচন্দ্রের নিকট

সত্যের অপলাপ করিলে, তজ্জন্য তুমি অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইবে। সীতার শাপানুসারে ফল্গুনদীর সলিল শুষ্ক হইয়া অন্তরে বহিতে লাগিল এবং কুক্কুর শৃগালাদি ঐ নদীকে উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিল। নদীর জল বালুকা দ্বারা পরি পূর্ণ হইল। সেই অবধি ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র সমীপে কহিলেন প্রভো! সীতা রাজা দশরথের পিণ্ড দান করিয়াছেন কি না তাহা আমি জ্ঞাত নহি। জনকনন্দিনী এই কথা শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! তুমি যেমন রামচন্দ্রের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আমাকে অপমানিত করিলে, তেমনি তুমি আমার শাপে কলিযুগে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিবে এবং অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিবে। অন্নের বিচার থাকিবে না, শ্রেষ্ঠ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যবনান্ন গ্রহণ করিতে তোমার কোন ঘৃণা হইবে না। তদনন্তর রামচন্দ্র তুলসী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও রামচন্দ্রের

নিকটে মিথ্যা কথা কহিলেন। সীতা তুলসী দেবীর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এই অভিশাপ দিলেন, হে হরিপ্রিয়ে! তুমি যেমন রামচন্দ্রের নিকটে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আমার অপমান করিলে তেমনি তুমি অদ্যাবধি ক্ষুদ্রপত্রধারিণী হইবে এবং কুক্কুর তোমাকে দেখিবামাত্র তোমার উপরে প্রস্রাব ত্যাগ করিবে। অনন্তর রামচন্দ্র যোজনগন্ধাকে জিজ্ঞাসা করাতে সেও মিথ্যা কথা কহিল। তখন সীতা দেবী তাহাকে শাঁপ দিয়া বলিলেন যে তুমি যেমন যোজনগন্ধা ছিলে আজ অবধি নির্গন্ধা হইলে। তদবধি সিমুল ফুলের গন্ধ নাই।

অথ অক্ষয় বটের বিবরণ।

তদনন্তর রামচন্দ্র সীতার সহিত বটবৃক্ষের নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন, হে বটবৃক্ষ, তুমি কি জান যে জানকী আমার পিতাকে বালির পিণ্ডদান করিয়াছেন? তখন বটবৃক্ষ কহিল, প্রভো সীতাদেবী রাজা দশরথের পিণ্ডদান করিয়াছেন তাহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, রাজা দশরথ পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পরথে আরোহণ করিয়া

সুরপুরে গমন করিয়াছেন। সীতাদেবী এই কথা শ্রবণ মাত্র সাতিশয় উল্লাসিত হইয়া বটবৃক্ষকে কহিলেন, "বটবৃক্ষ! তুমি যোজনগন্ধা, তুলসী, ফাল্গু ও ব্রাহ্মণের ন্যায় রামচন্দ্রের নিকট সত্যের অপলাপ কর নাই, যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ তাহা যথাযথ বলিয়া আমাকে যেমন সন্তোষ প্রদান করিলে, তেমনি তুমি চারি যুগ অমর হইয়া এই গয়াধামে বিরাজ করিবে। আর তোমার বৃক্ষমূলে যে সব লোক সমাগত হইয়া দানাদি করিবেক, তাহারা সেই দানের অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইবে।

রামচন্দ্র ফল্গুপ্রভৃতির মিথ্যা কথা শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সীতাদেবী যে পিণ্ডদান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয়শূন্য হইলেন। তদনন্তর তিনি অগ্রে ফল্গুতীর্থে পিণ্ড দান করিলেন, তৎপরে শ্রীশ্রী ৺ বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান ও তীর্থগুরু গয়ালী ব্রাহ্মণগণের পাদপদ্ম পূজা করিয়া পিতৃকার্য্য সমাধা করিলেন। আর আর পুণ্যস্থানের বিষয় গয়াপদ্ধতিতে লিখিত আছে। ঐ সমুদয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যখন দক্ষালয়ে সতী শিবের অবমাননা সহ্য না করিতে পারিয়া স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী সাক্ষাৎ মহাকাল মহেশ্বর স্বীয় ত্রিশূল দ্বারা সতীর দেহ আকাশ মার্গে দ্রুত ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে নারায়ণ হরিচক্র দ্বারা ত্রিশূলস্থ সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করেন। তাহার একখণ্ড এই তীর্থে পতিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই ৺গয়াধামে গয়েশ্বরী নামে মহাপীঠ হইয়াছে। গয়াক্ষেত্রে অগ্রে পিতৃকৃত্য সমাপন না করিলে কোন তীর্থের ফল হয় না। অতএব গয়াধামে গমনপূর্ব্বক পিতৃকার্য্য করা হিন্দুনামধারী জনগণের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এতদ্দ্বারা সকলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৺কাশী প্রাপ্তের মাহাত্ম্য
ও কুকার্য্য হইতে
নিবৃত্তি।

পূর্ব্বকালে পদ্মানদীর তীরে এক অতি সুন্দর নগর ছিল। এক্ষণে ঐ নগর পদ্মার জলে মগ্ন হইয়াছে। তাহার চিহ্ন মাত্র কুত্রাপি দেখিতে

পাওয়া যায় না। ঐ নগরে এক অতি সৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেক ভূমি সম্পত্তি ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহার উত্তমরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তিনি সর্ব্বদা দেবসেবা ও অতিথি সেবা দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। তিনি কখন পরের নিন্দা করিতেন না, পরোপকার তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার এক পুত্র ছিল, তিনি এক রত্ন বিশেষ ছিলেন। পিতা যেরূপ সদাচারপূত ধর্ম্মোচিত কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, পুত্র ঐরূপ অসৎ অধর্ম্মোচিত কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যৌবন মদে মত্ত হইয়া পৃথিবীকে তৃণের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং অশেষবিধ অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি জাতি বিচার না করিয়া সকলেরই অন্নগ্রহণ করিতেন। তিনি অতিশয় সুচতুর লোক ছিলেন, পাছে অন্যে তাঁহার নিন্দা করে তজ্জন্য তিনি মিষ্টবাক্য দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতেন। যাহাকে বাক্যে বশীভূত করিতে না পারিতেন, তাহা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতেন। ধার্ম্মিকগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহা-

দিগকে অসন্মার্গে আনয়ন করিতে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। এবং গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া তাঁহাদিগকে আপনার পুষ্পোদ্যানস্থিত তোষাখানায় আনাইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন। তিনি আমোদে এত মত্ত হইতেন যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অর্থ ব্যয় করিতেন।

কিছু দিন পরে তাঁহার পিতা এই বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রকে ডাকাইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই সমুদয় কুকার্য্য ত্যাগ কর, কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপত করিলেন না। তিনি পুত্রের অসদ্ব্যবহারে উত্তরোত্তর দ্বারবানকে কহিলেন, দ্বারবান! উহাকে শীঘ্র বাটী হইতে দূর কবিযা দাও! দ্বারবান প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়া নগর হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং তিনি নগরে ঘোষণা করিলেন যে নগরে যে ব্যক্তি আমার পুত্রকে আশ্রয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। তজ্জন্য তিনি নগর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া নিবিড় অরণ্যে গমন করিলেন। আত্মবিরাগ উপস্থিত হইল। তখন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আর

আমার জীবনে প্রয়োজন কি? সিংহ, ব্যাঘ্র, হিংস্র ভল্লূকাদি আমাকে ভক্ষণ করুক, তাহাতে আমার দেহের জ্বালা দূর হইবে। এই বলিয়া তিনি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্ব দিক প্রকাশক দিনমণি অস্তাচল গমন করিলেন। ধরাতল তিমিরাবগুণ্ঠনে আপন দেহ আবৃত করিল, ক্রমে ক্রমে ঘোরা যামিনী আসিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। গাঢ় অন্ধকার কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, হিংস্র জন্তুগণ আনন্দিত হইয়া আহারার্থ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সর্ব্ব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি প্রাণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া নিকটবর্ত্তী এক বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর, অরণ্য মধ্যে কেহই নাই, বায়ু শন্ শন্ শব্দে বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে হিংস্র জন্তুগণের ভীষণ শব্দ সকল তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রি অধিক হওয়াতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, দুর্গম স্থানে কোথায় খাদ্য পাইবেন, অবশেষে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে পশ্চিম দিকে অগ্নি

জ্বলিতেছে। তখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, মনে মনে বলিতে লাগিলেন যেকালে ঐ স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, অবশ্য ঐ স্থানে মনুষ্য আছে। এই বিবেচনা করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সভয়ে তথায় গিয়া দেখিলেন যে এক সন্ন্যাসী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। সন্ন্যাসী আহুতি দান শেষ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কে? এ স্থানে কি জন্যই বা আগমন করিয়াছ? সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি আপনার সমুদায় বিবরণ তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলেন, পরম কারুণিক যোগিবর তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে আমি এক ঔষধ প্রদান করিতেছি, তাহা দ্বারা তোমার অসৎপথ হইতে নিবৃত্তি হইবে। এই কথা বলিয়া যোগিবর ভস্ম দ্বারা দশটী লড্ডুক প্রস্তুত করিলেন এবং তাঁহাকে দুইটী প্রদান করিয়া বলিলেন যে, ইহা হইতে তোমার কাম নিবৃত্তি হইবে, এক্ষণে বাসায় গমন কর, কিরূপ থাক, কল্য আমার নিকটে আসিয়া বলিও। তিনি ঐ দুইটী লড্ডুক ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কাম নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি

হইল। পর দিন সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইয়া করুণভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আমার কাম শান্তি না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্ন্যাসী কোন উত্তর প্রদান না করিয়া পুনরায় ভস্মের কুড়িটী লডডুক প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং ষোলটী ভক্ষণ করিলেন এবং তাঁহাকে চারিটী প্রদান করিলেন। সে দিবসও তিনি অতিশয় উন্মত্ত হইলেন। পর দিবস সন্ন্যাসীর নিকটে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই নিবৃত্তি হইবে। ঐ দিবস সন্ন্যাসী চল্লিশটী লডডুক প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং বত্রিশটী ভক্ষণ করিলেন এবং তাহাকে আটটী প্রদান করিলেন। তিনি যখন ঐ আটটি ভক্ষণ করিয়া বাসায় গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন বৎস! আমি একটি কথা বলি শ্রবণ কর। অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি শীঘ্র ভবনে গমন কর। তিনি এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কোন উত্তর প্রদান না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিলেন। রাত্রি শেষ হইল, তবুও তাঁহার মৃত্যু হইল না। প্রভাত হইবামাত্র তিনি সন্ন্যাসীর নিকটে সমাগত হইয়া কহিলেন, প্রভো! কল্য রাত্রে আমার মৃত্যু হয় নাই, ইহার কারণ কি? আপনার বাক্য কি মিথ্যা হইল? তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, বৎস! আমার গণনায় ভুল হইয়াছে। অনন্তর ঐ বিপ্রবালক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আপনি আমার অপেক্ষা অনেক লড্ডুক ভোজন করেন, তবে আপনার মনের বিকার হয় না কেন? তখন তিনি কহিলেন, তুমি কল্য অন্য দিন অপেক্ষা অনেক ভোজন করিয়াছিলে তবে তোমার কেন বিকার উপস্থিত হয় নাই? তখন তিনি কহিলেন কল্য আমি মৃত্যু চিন্তায় ছিলাম তজ্জন্য আমার মনের বিকার হয় নাই। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, বৎস! এক দিন মরিতে হইবে এই বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার কোন মনোবিকার উপস্থিত হইবে না। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মরিতে হইবে এই

মহাবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অসৎ প্রবৃত্তি বিদূরিত হইল, ধর্ম্মে মতি হইল, দেব দেবীগণের উপাসনা, ব্রাহ্মণ ভোজন, অতিথি সেবাদি সৎকার্য্য আরম্ভ করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় ৺ কাশীধামে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহার মৃত্যুর পর শিবদূতগণ তাঁহাকে পুষ্পরথে আরোহণ করাইয়া শিবলোকে লইয়া গেলেন।

মাতৃভক্তি দ্বারা বিশ্বেশ্বর দর্শন।

এই অবনী মণ্ডলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বর্গ হইতে গরীয়সী মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ না করিলেন, তাঁহার জন্ম বৃথা, তিনি হীন অসার, তিনি অবনীমণ্ডলে অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি বা চক্রবর্ত্তী রাজা হউন না কেন, তাহার জীবন পশুজীবন হইতে শ্রেষ্ঠ নয়। বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মানব জীবন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানব জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা, কিন্তু যিনি প্রথম উদ্দেশ্য ভঙ্গ করিয়া অপরাপর স্বদেশহিতকর কার্য্য করেন, তাহার সমুদয় কার্য্য বিফল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রোক্ত পরম

পবিত্র মাতৃভক্তি নব্য যুবকগণের হৃদয় হইতে বিদূরিত হইতেছে। মাতৃভক্তির যে কত মহিমা তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। মাতা আমাদের জন্য যেরূপ দারুণ গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করেন, তাহা স্মরণ করিলে কোন্ পাষাণের হৃদয় দ্রবীভূত না হয়। মাতার অবিচলিত পুত্রস্নেহ ও পুত্রগণের পীড়াকালে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সন্দর্শন করিলে কোন্ পাষণ্ডের নয়ন যুগল হইতে বাস্পবারি বিগলিত না হয়। এই মাতৃভক্তি দ্বারা লোকের ঈশ্বরে অচলা ভক্তি হয়। শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে যেমন বর্ণ-মালা পাঠ করিতে হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর ভক্তি শিক্ষা করিতে হইলে মাতৃভক্তি রূপ বর্ণমালা পাঠ করা সকলেরই উচিত নতুবা কোনক্রমেই লোকে ঈশ্বর ভক্তি শিক্ষা করিতে পারিবে না। এই মাতৃভক্তিই স্বর্গের সোপান, যিনি মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করেন তাঁহার স্বর্গে গমন করিবার আর কোন উপায় নাই। স্বর্গের দ্বারে অর্গল পড়িয়া যাইবে। সেই অর্গল মাতৃভক্তি ব্যতিরেকে কোন মতেই মোচিত হইবে না। অতএব মানব নামধারী ব্যক্তি মাত্রেই যদি মনুষ্য

নামের গৌরব রক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তবে অগ্রে ভক্তিভাবে মাতার চরণ বন্দনা করা তাহার পর যাগ যজ্ঞ, স্বদেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। মাতৃভক্তিই যে স্বর্গের সোপান, তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

এক নগরে একটী অতি দীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার জননী ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। তিনি মুষ্টি-ভিক্ষা দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। ভিক্ষাতে যে তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দারা অন্যান্য বস্তু সকল ক্রয় করিয়া গৃহে উপস্থিত হইতেন, এবং মাতা ঠাকুরাণীকে অগ্রে স্নান করাইয়া রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তৎপরে তাহার মাতাকে ভোজনান্তে শোয়াইয়া আহার করিতেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইল, একদা তাঁহার মাতা তাহাকে বলিলেন, বৎস! অনেকেই ৺ কাশীধামে গমন করিতেছেন, যদি তুমি আমাকে কাশীদর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে আমি যে তোমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়া বহু কষ্টে লালন পালন করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক হয়। এই মাত্র শুনিয়া তিনি কহিলেন, মাতঃ! আপনার এরূপ আশা বৃথা, আমার কিছু মাত্র অর্থ

সম্বল নাই ভিক্ষা দ্বারা দিনাতিপাত করিতেছি। আমি কিরূপে আপনাকে কাশীধামে পাঠাইতে পারি। তথায় গমন করিতে অর্থ আবশ্যক হয়। অর্থ বিনা আপনাকে এতদূর কেমন করিয়া লইয়া যাইব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তখন তাঁহার মাতা উত্তর করিলেন, বৎস! যদি কোন প্রকারে আমাকে কাশীদর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে আমার মানব জীবন সার্থক হয়। ব্রাহ্মণ মাতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতেছেন যে আমাকে ধিক্, আমি মানব জন্ম ধারণ করিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিলাম না। ঐ দিবস হইতে তিনি ভিক্ষা হইতে কিছু কিছু রাখিতে লাগিলেন এবং তিন চারি মাসে ৫ টি টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং তদ্দ্বারা একটী বাঁক ও দুইটী ঝোড়া বাজার হইতে ক্রয় করিলেন। বাটী আসিয়া এক দিগে মাতাকে বসাইলেন ও অপর দিগে কাঁথা ঘটি বাটি সব লইয়া আপনি কাঁদে করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে তাঁহার মাতৃভক্তির কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই। পূর্ব্ববৎ ভিক্ষা দ্বারা মাতাকে অগ্রে ভোজন করা-

ইয়া আপনি ভোজন করিতেন। এইরূপে তিনি প্রথমে গয়াধামে উপস্থিত হইয়া ৺গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তৎপরে বহুকষ্টে মাতার সহিত বারাণসীধামে উপস্থিত হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে উপনীত হইলেন এবং মাতাকে কহিলেন, মা! এই মণিকর্ণিকার ঘাট, এখানে অবগাহন করুন। এই বলিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া ভিক্ষা জন্য গমন করিলেন, কিছু দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে এক মৃত ঘোটক পড়িয়া রহিয়াছে। এক সন্ন্যাসী ঐ ঘোটকের দক্ষিণ কর্ণ চর্ব্বণ করিতেছে। এইরূপ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কাশীতে মৃত ঘোটক সন্ন্যাসী চর্ব্বণ করিতেছে। এই কি কাশীর মাহাত্ম্য? এই কাশীতে আসিতে মাতার এত আগ্রহ, অদ্যই মাতাকে লইয়া এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দয়াময় বিশ্বেশ্বর বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দ্বিজবর! তুমি এত কুপিত হইয়াছ কেন? তোমার ক্রোধের কারণ কি, আমার নিকট প্রকাশ করুন। তখন তিনি ঐ

দ্বিজ বেশধারী মহাকালকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি কি এই কাশীতে বাস করেন?এই স্থানের আচরণ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। অনন্তর ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কহিলেন, বৎস! তুমি কাশীতে এমন কি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়াছ, যে তাহা দেখিয়া তোমার কাশীর প্রতি এরূপ অনাস্থা হইয়াছে। তখন তিনি কহিলেন, আমি দেখিলাম এক সন্ন্যাসী এক মৃত ঘোটকের দক্ষিণ কর্ণ চর্ব্বণ করিতেছে, একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম? ছদ্মবেশী বিশ্বেশ্বর কহিলেন বৎস! কোথায় তুমি এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়াছ, যদ্যপি আমাকে দেখাইতে পার তাহা হইলে আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। অনন্তর তাঁহাকে লইয়া তিনি সেই মৃত ঘোটকের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আর সেই সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইলেন না। তখন ছদ্মবেশী কৃত্তিবাস কহিলেন, বৎস! সন্ন্যাসী কোথায়? তোমার সকল কথা অলীক বোধ হইল, মহাশয়! আমি আপনার নিকটে সত্য কহিতেছি যে এক সন্ন্যাসী এই মৃত ঘোটকের কর্ণ চর্ব্বণ করিতেছিল, ছদ্মবেশধারী ভগবান কৃত্তিবাস

কহিলেন, বৎস! তুমি কি জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছ? তখন ব্রাহ্মণ সমুদয় বিবরণ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশীনাথ কহিলেন, বৎস! বোধ হয় তুমি শ্রবণ করিয়াছ যে কাশীতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, আপনি কাশীনাথ তাহার মৃতদেহের নিকট আসিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম রাম নাম প্রদান করেন। সেই সন্ন্যাসীবেশধারী কৃত্তিবাস ঐ মৃত ঘোটকের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম দিতেছিলেন। তিনি তাঁহার কর্ণ চর্ব্বণ করেন নাই, তাঁহার দর্শন মুনীন্দ্র ও যোগিগণ পান না, তুমি কেবল এক মাত্র মাতৃ ভক্তি দ্বারাই তাঁহার দর্শন পাইয়াছ, তোমার তুল্য পুণ্যবান আর জগতে কেহ নাই। আমি সেই বিশ্বেশ্বর, আমিই সেই ঘোটকের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম দিতেছিলাম।

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি যদি অনুকূল হইলেন তবে কৃপা করিয়া আমাকে আপনার নিজ মূর্ত্তি দর্শন করান। করুণাময় বিশ্বেশ্বর বিপ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

মহাকালের নিজমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ-তলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার মাতাকে দর্শন দিন। করুণাময় কহিলেন বৎস! তোমার মাতা এমন কি পুণ্য করিয়াছেন যে তিনি সেই পুণ্যফলে এই মানব-দেহে আমায় দর্শন পাইবেন। আমি বলিতেছি যে তিনি মানবদেহ ত্যাগ করিলে আমি তাঁহাকে কৈলাসধামে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর অন্তর্দ্ধান হইলেন। সুধীগণ! দেখুন মাতৃভক্তি করিলে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পঞ্চবটীতত্ত্ব।

অর্থাৎ

পঞ্চবটীরূপা গুপ্তবারাণসী এবং নারায়ণ-
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য।

শ্রীকাশীনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত।

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮৬। ৮ই চৈত্র।

মূল্য ।/০ আনা।

উৎসর্গ ।

পোষকাগ্রগণ্যা মহিমান্বিতা শ্রীমশ্রীযুক্তা রাসমণী
চৌধুরাণী মহোদয়া পোষকাগ্রগণ্যাসু ।

বহু বিনয় পুরঃসর নিবেদন মেতৎ ।

মহাশয়া, আপনি ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে দৃঢ়মনা এবং বিষ্ণু ভক্তি বিষয়ে অতীব নিপুণা। আপনি যে স্বর্গীয় রাম কানাই বসু রায় বাহাদুর মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী, আমি সেই মহাত্মার একজন চির-অনুগৃহীত ব্যক্তি। অতএব কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মৎ-বিরচিত 'পঞ্চবটী তত্ত্ব' নামক পুস্তকখানা আপনাকে উপহার প্রদান করিবার জন্য একান্তই বাসনা হইল। যদিচ ইহার রচনা এরূপ সুচারু হয় নাই যে ইহা আপনার উপহার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু অবগত আছি যে আপনি আমাকে মাতৃবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন। অতএব সেই স্নেহ বলেই নির্ভর হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম। বাসনা এই যে কৃপা পুরঃসর গ্রহণ করিয়া আমাকে সন্তোষিত ও চরিতার্থ করেন নিবেদন ইতি সন ১২৮৬। ৮ইং চৈত্র।

গাম্ভীরীয়ং পল্লী বিদ গ্রামাৎ
অরঙ্গাবাদ গ্রামে।

নিবেদন
শ্রীকাশীনাথ দাস গুপ্তস্য।

অনুক্রমণিকা।

প্রথমে এই পুস্তক মৃত্যুসদ্গতি নামে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণ দেখা যায় যে, কোনং, অপরিণামদর্শী যুবক মৃত্যুসদ্গতি শব্দ শ্রবণেই শঙ্কা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পুস্তিকার সমালোচনা দূরে থাকুক উহা স্পর্শ করিতেও বিমুখ হইয়াছেন। এবং ইদানীং কতিপয় মহোদয় এতৎ পুস্তক প্রাপ্ত হইবার মানসে পুনঃ মুদ্রাঙ্কিত করার জন্য আমাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব উক্ত উভয় কারণে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সংশোধন পুরঃসর পুস্তকের পূর্ব্ব নিরূপিত মৃত্যুসদ্গতি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পঞ্চবটীতত্ত্ব নাম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ইহা পুনঃ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত করা হইল। প্রার্থনা এই যে, বিজ্ঞমহোদয়গণ ইহা গ্রহণ ও অবলোকন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করেন ইতি।

ঢাকা প্রদেশস্থ
বিক্রমপুর
বিদগ্রাম } শ্রীকাশীনাথ দাস গুপ্ত।

প্রকাশকের দুই একটি কথা।

এই পুস্তিকা লেখক বিক্রমপুরস্থ বিদগ্রাম নিবাসী বৈদ্য-কুলজবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত মুন্সি কাশীনাথ দাস গুপ্ত মহাশয় একজন অতি দেশহিতৈষী ব্যক্তি। ইঁহার প্রযত্নে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের ১৮৫২ সনের ১১ই মার্চ্চের আজ্ঞাক্রমে গ্রাম্য ডাক স্থাপিত হইয়াছে। অপর ইনি কন্যাপণবিনাশিকা ও বিক্রমপুরের পথ বিষয়ক প্রস্তাব নামে পুস্তকদ্বয় * প্রচার করিয়া ঐ উভয় বিষয়েও বহুলপরিমাণে সফলমনোরথ হইয়াছেন। তৎপরে পঞ্চবটী মাহাত্ম্য সম্পর্কে এতৎ পুস্তক প্রচার করায় অনেক মহোদয়কেই তৎস্থাপনে উৎ-

---

* কথিত গ্রাম্য ডাক-স্থাপন, কন্যাপণ বিনাশিকা ও বিক্রমপুরের পথ বিষয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে উক্ত মুন্সি মহাশয় ১৮৫২সনের ১০ই এপ্রেলের ও ৩১শে আগস্টের এবং ১২৬৭ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠের সংবাদভাস্কর পত্রিকার লিপি দ্বারা, ১২৭১ সনের ১৬ই শ্রাবণের ঢাকাদর্পণের, ১২৭১ সনের ২৭শে কার্ত্তিকের ও ১২৭২সনের ২৪শে ভাদ্রের ঢাকা প্রকাশের লিপি উপলক্ষে এবং ঐ সনের ২১শে বৈশাখের ও ২৭শে ভাদ্রের হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকার লিপিমতে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য পত্রিকা ও বিজ্ঞ মহোদয়গণের পত্র দ্বারা বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সহিত দেখা যাইতেছে। কিয়ৎকাল হইল ইনি শব্দের আদি ও অন্ত অক্ষরের শ্রেণী স্থিরতর রাখিয়া শব্দ-দীপিকা নামে একটি অভিধান অতি বিস্তাররূপে প্রণয়ন করতঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রচার করিতেছেন, এবং সেই অভিধান বিষয়ে বর্দ্ধমানের রাজা ও রাণী মহাশয়দের স্থান হইতে পারিতোষিকও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রমে মৃগমদকান্তিনামে প্রকাশিত এই পঞ্চবটীতত্ত্ব পুস্তিকার প্রশংসা বিষয়ে যে যে মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার সার এই ;—

শ্রীশ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচন রায় বাহাদুর ১২৭৯ সনের ২৪শে পৌষের পত্র দ্বারা লিখিয়াছেন, এই পুস্তক খানি যে সাধারণের তৃপ্তিকর হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

১২৭৯ সনের ১৩ই মাঘের হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকায় তৎসম্পাদক লিপি করিয়াছেন যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ লিখিতে যে বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহারও পরিচয় হইয়াছে।

ময়মনসিংহ হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ১২৮১ সনের ২২শে বৈশাখের পত্র দ্বারা লিপি করিয়াছেন যে, এই পুস্তকখানি সময়ে সময়ে সভায় সমালোচিত হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে

সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ সতত আনন্দ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার উক্ত দাস গুপ্ত মহোদয়কে ধন্যবাদ দিতেছেন।

দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম-বোধিনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ খাসনবিশ ১২৮১ সনের ৮ই আষাঢ়ের পত্র দ্বারা লিপি করিয়াছেন যে, সভার নিয়মিত দিনে উক্ত পুস্তিকা পঠিত হওয়াতে সভাস্থ সমুদয় সভ্যগণ মহা সন্তোষসহকারে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পুরঃসর উক্ত দাস গুপ্ত মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন।

১২৮১ সনের চৈত্র মাসের বান্ধব পত্রিকায় তৎসম্পাদক লিখিয়াছেন, যাঁহারা পুরাণ তন্ত্রাদিতে বিশ্বাস করেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন, যাঁহাদের তাদৃক বিশ্বাস নাই তাঁহারাও অনেক উপদেশ পাইবেন।

হে মহোদয়গণ! এই পুস্তিকা পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। তাহা বিতরণগতিকে একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় ইদানীং উহা আর কেহই প্রাপ্ত হইতেছেন না। অতএব ঐ পুস্তিকা পুনঃ মুদ্রাঙ্কণ করার জন্য অনেক মহোদয় অনুরোধ করাতে,গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহা প্রচার করিলেন। অতএব প্রার্থনা এই যে বিজ্ঞতম মহোদয়গণ এই পুস্তিকা গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত ও চরিতার্থ করুন।

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত।

প্রকাশক।

পয়ার।

অবশ্য হবেই হবে এদেহ পতন।
হবেনা হবেনা কভু মৃত্যু নিবারণ॥
যুবা বোধে ত্যজিবানা মরণের ভয়।
বৃদ্ধ অগ্রে যুবকেরো দেহপাত হয়॥
অতএব নিশ্চিন্ত না হইয়া মরণে।
স্থাপন করহ পঞ্চবটী ভদ্রাসনে॥
ব্যয় নাই কষ্ট নাই সেবটী স্থাপনে।
কিন্তু মুক্তিলাভ হয় তন্মূলে মরণে॥
তাহার প্রমাণ আর মুক্তি বিবরণ।
লেখা আছে এপুস্তকে কর বিলোকন॥
এরূপ সুলভ কার্য্যে অনিচ্ছা অন্যায়।
চরমে কি হবে গতি চিন্তা কর তায়॥
স্থাপনে সে পঞ্চবটী পুরুষানুক্রমে।
মরণে পাইবে মুক্তি সেবটী আশ্রমে॥
পাইতে পারিলে মুক্তি স্বীয় বাসস্থলে।
ইহা হতে ভাগ্য আর কি আছে ভূতলে॥
মৃত্যুই মুক্তির মূল বলে সর্ব্বজন।
অতএব মৃত্যু-শুভ কর আহরণ॥

পঞ্চবটীতত্ত্ব।

পদ্য।

অহে দেব বিশ্বেশ্বর ত্রিলোক-আধার।
পরিগ্রহ কর বিভো প্রণাম আমার॥
পঞ্চবটী গুণচয় প্রকাশের তরে।
ইচ্ছা হইয়াছে মম হৃদয় বিবরে॥
অতএব পাদপদ্মে এই নিবেদন।
বাঞ্ছাপূর্ণ কর করি কৃপা বিতরণ॥

পৃথিবীস্থ মানবগণের পরস্পর অবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধন বংশ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া পরলোক গত হয়েন, কেহবা ধনজন উভয় হারাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেহ ত্যাগ করেন। ইত্যাদি নানা প্রকার মানববর্গের অবস্থার কত তারতম্য আছে যে তাহার সীমা করা মনুষ্য মাত্রের অসাধ্য। কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে এ অবনীস্থ কি মানব কি পশু পক্ষ্যাদি সকলেই তুল্য অবস্থাপন্ন, পৃথিবী মধ্যে এরূপ একটী প্রাণীরও দর্শন হয়না যে, সে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি হইতে পারিবে। সুতরাং যখন ইহা দৃঢ়রূপে অবোধ হইয়াছে যে, আমাদের মৃত্যু এক সময়ে হইবেই হইবে. তখন

সেই মৃত্যু কার্য্যটি যাহাতে সৎস্থানে ও সদ্‌জ্ঞানে সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্ন করা অতীব কর্ত্তব্য।

হে সুধীমহোদয়গণ! পৃথিবী মধ্যে যত জাতীয় লোক আছেন, সকল জাতীয় মানবই অন্তিমসময়ে যথাসাধ্যরূপে পবিত্রভাবে ঈশ্বরের প্রতি তদ্গতচিত্ত হন, ও আত্মীয়বর্গেরা মৃত্যু অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের নাম এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পরকালের হিত (১) সাধন জন্য অন্তিমকালীয় কার্য্যসমূহ অর্থাৎ বৈতরণী ক্রিয়া ও দান ধ্যান ইত্যাদি যাহা শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, তাহাও সম্পাদন করেন। না করিবেন কেন? পরকালের শুভাশুভের অধিকাংশই মৃত্যুদ্বারা সঙ্ঘটন হয়। (২) যথা, শাস্ত্রেও কথিত

---

(১) মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থলে যবনেরা উত্তরশিরা এবং খ্রীষ্টিয়ানেরা পূর্ব্বশিরা করিয়া স্থাপন করেন, উহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত আছে যে, এরূপ করিলে সুকৃতি লাভ হয়।

(২) নানা সংবাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, লণ্ডনস্থ ধীমান লোকেরা বলেন মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্তের দৃঢ়তাসহ বস্ত্বাদি যাহা দর্শন করা যায়, তাহার প্রতিরূপ মরণের পর প্রত্যেক প্রাণীর চক্ষুতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকাবাসী সুধীগণ বলেন হত্যাকারীর প্রতিরূপ হত ব্যক্তির চক্ষুতে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। যথা, [illegible]

আছে যে, "মরণে যামতিঃ সাগতিঃ" সুতরাং মৃত্যু কা-
র্য্যটি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়া যে অতি প্রয়োজনীয়, তাহা
কেনা স্বীকার করিবেন।

মৃত্যু সময়ে অপরিষ্কার হইলে জীব যে পরকালের অ-
সীম যন্ত্রণা ভোগ করেন তাহাতে সংশয় নাই। ভূতবিদ্যা-
বিৎ মহোদয়গণের সহিত একত্রে এক সভাতে উপবেশন
করিয়া দর্শন করিয়াছি যে, ঐ স্থানমধ্যে ভূত কিংবা দৈত্য
সমাগত হইয়া আশ্চর্য্য কার্য্য সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন,
এবং আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির অপ্রকাশ্য মনোগত কথা
সব বিজ্ঞাপিত হইল লণ্ডনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক
গুপ্ত স্থানে হত হওয়ার পর কোন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ফটোগ্রাফ
দ্বারা হত ব্যক্তির চক্ষুর প্রতিবিম্ব চিত্র করেন। তাহাতে
সেই চিত্রমধ্যে হত্যাকারী ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি দর্শন হওয়ায় ঐ
প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে হত্যাকারকে ধৃত করিয়া বিচার করাতে
হত্যাপরাধ বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া হন্তা দণ্ডপ্রাপ্ত হ-
ইয়াছে। অতএব যখন ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, মৃত্যুর প্রা-
ক্কালে মনের দৃঢ়তার সহিত মৃত্যুকল্প ব্যক্তির নেত্রে যাহা
দর্শিত হয়, তাহা কেবল মনে কেন, মৃত দেহস্থ চক্ষুতেও
বিশিষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তখন 'মরণে যামতিঃ সা-
গতিঃ' এই মহাবাক্য যে আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,
তাহার সত্যতা দেখিয়া তৎপ্রতি ধন্যবাদ দিতে হয় কিনা
পাঠক মহোদয়গণই প্রণিধান করিবেন।

সকল বলিয়াছেন। যে কর্ম্ম-সাধন জন্য তাঁহাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছে,সেই কর্ম্ম যেরূপে সংসিদ্ধ হইবে তাহার উপদেশ দিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসু হওয়াতে আপন মৃত্যুর দুরবস্থা নিবন্ধন ভূত * দেহপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ এবং তজ্জনিত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া রোদন করিয়াছেন। মৃত্যুতে অপব্যবহার হইলে জীব যে

* ইদানীন্তন ১৮৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে আমেরিকাস্থ ভূত কি প্রেতদেহ প্রাপ্ত চার্লস্ বিদনমর নামা ব্যক্তির মৃত আত্মার নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক মৃত আত্মা সম্পর্কে অশেষ আলোচনা করিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণদেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ ও অপরাপর ৭০ লক্ষ লোক যে মৃত আত্মার পারলৌকিক সুখ শান্তির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে যে বহুতর সভা স্থাপন ও ৫০০ শতের অধিক পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, সেই চারলসের ভূতদেহ প্রাপ্তি ও অপমৃত্যু ঘটিত অর্থাৎ ধনলোভী জানসি বেল নামক ব্যক্তি দ্বারা হত হওয়া গতিকেই বটে। তদ্বিবরণ উক্ত পুস্তকসমূহের সারসংগ্রহরূপে অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে যে পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, সেই পুস্তকের প্রথমভাগে লিখিত আছে।

আমাদের শাস্ত্রমতে মৃত্যু সময়ে আত্মা যে অতি সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া ইহকালীয় শরীর পরিত্যাগ করেন ও অপমৃত্যু হইলে যে আত্মা ভূতদেহ প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বে

পরকালে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা একান্তই সত্য।

মৃত্যুর এক নাম মহানিদ্রা, সেই মহানিদ্রা আর সাধারণ নিদ্রা এ উভয়ের যে আংশিক তুল্যতা আছে, তদ্বিষয় ধরাতলস্থ সকল জাতীয় মানবই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। অতএব যখন সাধারণ নিদ্রাতেই স্বপ্নাবস্থায় আমাদের নানা প্রকার সুখদুঃখ প্রচুররূপে ভোগ হইতেছে, এবং মধ্যের ভূ-

---

খ্রীষ্টিয়ানেরা সত্য বলিয়া মান্য করিতেন না। বরং আমাদেরদ্বারা কখন তদ্বিবরণ কথিত হইলে মহা পরিহাস করিতেন। কিন্তু ইদানীং মৃত আত্মাসমূহের সমালোচনা দ্বারা মহাজ্ঞানবান ডেবিস নামক জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্বীয় ক্লেয়ার্বয়েন্স শক্তি দ্বারা উক্ত সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করা বিলোকন করিয়া, সেই সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এবং অপমৃত্যু হইলে যে মৃত আত্মা ভূত শরীর প্রাপ্ত হন, তাহা সর্ব্বাগ্রে আমেরিকাতে যে চার্লস্ বিরসমযের মৃত আত্মা বিকাশ হন, তাহার পরিচয়েই অনুমিত হইতেছে। যদি ঐ উভয় বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞান পুস্তকের ১।২।৩।৪।৫ ৬।৭ ৮ তদ্ভিন্ন ৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টি করুন, তাহা হইলেই সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

নিরাকার উপাসকগণ এইক্ষণ বুঝিলেন ত দিন দিন হিন্দুশাস্ত্রের সত্যতা অন্য জাতীয় লোকের সাক্ষ্যদ্বারা কিরূপ প্রমাণিত হইতেছে।

বিষ্যৎ ঘটনাও বিলোকিত হইয়া তদ্রূপ ফল লাভ হ-
ইতেছে ও কোন স্থলে কেহ সেই নিদ্রা ঘটিত স্বপ্ন
দ্বারা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া তৎসেবনে নানাবিধ রোগ (৪)

---

(৪) মলঙ্গাস্থানীয় এক রজক রমণী দীর্ঘকাল প-
র্য্যন্ত কাসরোগে অত্যন্ত কাতর ছিল। অকস্মাৎ মাণিক্য
নামক তাহার এক পুত্রের মৃত্যু হইল; রমণী একেত কা-
সরোগে কাতরা, তাহাতে পুত্রশোক, সুতরাং অচলভাবে
প্রায়ই শয্যায় নিপতিতা থাকিত। এক দিবস রাত্রের
শেষভাগে স্বপ্নে দর্শন করিল যে, স্বীয় পুত্র মাণিক্য আ-
সিয়া বলিতেছে 'মা, তোমার রোগযন্ত্রণা দৃষ্টে আমি অতি
দুঃখিত আছি, অতএব তোমার হস্তে এই ঔষধ প্রদান
করিতেছি, তুমি ইহা তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া খাইবা,
তাহা হইলে তোমার কাসরোগ বিনাশ হইবে।' ইহা
দর্শন ও শ্রবণ করার পর রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, জানিল
যে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির মধ্যে সেই ঔষধ আছে। আহা!
যে মৃত পুত্রকে লাভ করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন
করিতেছিল, আচম্বিত সেই পুত্র অদর্শিত হওয়াতে তদ্ভিন্ন
উক্ত ঔষধ প্রদানীয় কাণ্ড দর্শন করায় অবলা অতি দুঃখিত
হইয়া রোদন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত করিল। পরে
আত্মীয়গণকে ঐ ঔষধ দর্শন করাইয়া সবিশেষ অবস্থা
ব্যক্ত করায় সকলেই তাহা সেবন করার বিধি দিল, তদনু-

হইতে আরোগ্যলাভ করিতেছি, তখন মহানিদ্রা অবস্থাতে স্বীয় সুকৃত দুষ্কৃত অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং ভাবী বিপদ বিলোকনে মহাসন্তপ্ত হইয়া জন্মান্তরে যে সেই বিপদে নিপতিত হইতে হইবে, তাহাতে আর স-

---

সারে রজক-রমণী উক্ত ঔষধ তিন দিবস ভক্ষণ করিয়া কাস রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল।

দেশীয় যুবকগণ স্বদেশস্থ অধ্যাত্মবিষয়ক কথায় প্রায় বি-শ্বাস করেন না; এজন্য যে দেশের কথায় তাঁহাদের প্রত্যয় হইবে, সে দেশের একটী ঘটনা প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন এদেশীয় সৈন্যগণ রাজ-বিদ্রোহিতাচরণ করে, তখন ইংলণ্ডবাসী একজন সে-নানায়ক আপন স্ত্রীকে বিলাতে রাখিয়া যুদ্ধার্থে এদেশে আগমন করেন। পরে ঐ অব্দের ১৪ই ও ১৫ই নবেম্বরের মধ্যে যে রাত্রি শেষ হয়, সেই রজনীতে তাঁহার স্ত্রী স্বপ্নে স্বামীকে ক্লান্ত ও পীড়িত দেখেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হ-ইলে পর তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রমার উজ্জ্বল কিরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, তিনি আপন মস্তক উঠাইয়া ভর্ত্তাকে স্বীয় শয্যার নিকট এরূপ দেখিলেন যে, তাঁহার যুদ্ধপরিচ্ছদ, হস্ত বক্ষের উপর, কেশ অসজ্জীভূত, বদন মলিন, চক্ষু রক্তবর্ণ ও তদুপরি পতিতদৃষ্টি। এবং ব্যাকুল। ভর্ত্তা দেখিতে দেখিতে একনিমেষেই অন্তর্হিত হইলেন। সৈ নিকপত্নী আপনি জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায় আছেন, তাহার

ন্দেহ কি ? সুকৃত দুষ্কৃতের ফল পুনর্জ্জন্মেও ভোগ করিতে হয়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লেখা আছে যে;—

বালোযুবাচ বৃদ্ধশ্চ যৎ করোতি শুভাশুভং।

গর্ভশয্যামুপাদায় ভুঙ্ক্তে পৌর্ব্বদেহিকং॥

নানা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে ভর্ত্তাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখিয়াছেন। পরদিবস ঐসংবাদ আপন মাতার নিকট বলিয়া সকল আমোদ আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিলেন। ঐ অব্দের ডিসেম্বর মাসীয় বিলাতের এক সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল যে, উক্ত সেনানায়ক ১৫ই নবেম্বর দিবসে লক্ষ্ণৌর নিকটে হত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ কাপ্তেনের উকীল মেস্তর উইলেমসন বিলাতস্থ ওয়ার আফিস হইতে যে সার্টিফিকেট পাইলেন, তাহাতে ঐ মৃত্যুর দিবস ১৫ই নবেম্বর লিখিত হইল। অপর উক্ত উকীল তৎসংবাদ কথিত মহিলাকে বলাতে তিনি বলিলেন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু কখনও ১৫ই নবেম্বর হয় নাই। পরে এদেশ হইতে বিলাতে যে পত্র যায় তাহাতে প্রকাশ পায় যে, ঐ কাপ্তেন ১৪ই নবেম্বর বৈকালে এক গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং দেলকোসায় তাহার সমাধি হইয়াছে। তখন ওয়ার আফিসের সার্টিফিকেটের লিখিত দিবস পরিবর্ত্তিত হইল। উক্ত ঘটনা না ঘটিলে ঐ মৃত্যুদিনের পরিবর্ত্তন কখনও হইত না। জনৈক ব্রাহ্মদ্বারা যে "যৎকিঞ্চিৎ" নামক একখণ্ড পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে

অর্থ—বালক, বৃদ্ধ এবং যুবা শুভাশুভ কর্ম্ম যাহা করেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার গর্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদেহের ফল ভোগ করিতে হয়। কার্য্যেও তাহা লক্ষিত হইতেছে। যথা ; কোন মনুষ্য ধনবানের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহা·

তাহার ২০,২১,২২ পৃষ্ঠায় কথিত বিবরণ লিখিত আছে।

হে মহোদয়গণ! আত্মা অবিনাশী, ইহার নাশ নাই, এতদ্বিষয় পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। বিশেষ শাস্ত্রেও লিখিত আছে। যথা ভগবদ্গীতা ;

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

অর্থ— মনুষ্য যেরূপ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া নবীন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হন্তাচেন্মন্যতেহন্তুং হতশ্চেন্মন্যতেহতং উভয়ৌতৌ বিজানীতো নায়ংহন্তি নহন্যতে। কঠোপনিষৎ।

অর্থ—যে হন্তা সে যদি হনন করিল এরূপ মনে করে এবং যে হত সে যদি আপনাকে হত মনে করে, তবে উহারা উভয়েই ভ্রান্ত। কারণ আত্মাকে কেহ হনন করিতে পারে না, হতও হন না। এবিষয়ে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানপুস্তকের ৯৫, ৯৬,৯৭ পৃষ্ঠ দেখুন তাহা হইলেই বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও যে আত্মার অবিনাশত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। আর আমেরিকাস্থ বহুসংখ্যক লোক, যাঁহারা নাস্তিক ভাবে পরকাল একেকালে অস্বীকার করিতেন,

সুখে দিনযাপন করিতেছে, কোন মানব নীচ মলবাহী মেস্তরবংশজাত বলিয়া অপর জাতীয় লোকের মল বহন ও নিক্ষেপণ করতঃ লোক সমাজে মহাঘৃণিত হইতেছে; কোন ব্যক্তি যানারূঢ় হইতেছেন, কোন মানব অতি-

তাঁহারা ও যে ইদানীং মৃত আত্মার কাণ্ড দৃষ্টে পরকাল স্বীকার পূর্ব্বক আপন আপন চরিত্র শোধন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

যখন প্রাণীর বাহ্যজ্ঞান বিশেষ রূপে তিরোহিত হইয়া থাকে, তখনই আত্মা নানা বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন। নিদ্রিত অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান যে যৎকিঞ্চিৎ রূপে তিরোহিত হইয়া থাকে, তাহাতেও আত্মা বহুবিধ বিষয় চাক্ষুষ করিয়া তজ্জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করেন; সুতরাং এমত অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে পর আত্মা যে নানা বিষয় প্রচুর রূপে বিলোকন করিয়া তজ্জনিত ফল ভোগ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? পুরাকালে মুনি ঋষিগণ যে ধ্যানযোগে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দৃষ্টি করিতেন, বাহ্যজ্ঞানের তিরোধানই তাহার কারণ। একালে ১৭৬৬খৃষ্টাব্দে যে একজন ব্রাহ্মণ তপস্বী ইংরেজবংশীয় মান্যবর হাজেস মহোদয়কে বলিয়াছিলেন, "তুমি প্রথমতঃ তেলিচেরি ও সুরটের কালেক্টরী পরে বোম্বের গবর্ণরিপদ প্রাপ্ত হইবা"। তদনুযায়ী হাজেঃ কতিপয় বৎসর মধ্যেই প্রথমতঃ উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের কালেক্টরের ও অপর বোম্বের গবর্ণরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

ক্লেশে এবং সঘনশ্বাস ঘর্ম্মাক্ত শরীরে সেই যান বহন করি-
তেছে; কেহ অশন বসন অভাবে ক্ষীণকলেবর হইয়া
অশ্রুপূর্ণ নয়নে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কেহবা
পরম সুখে অট্টালিকাতে বাস করিয়া শতশত লোককে

সেই ভবিষ্যৎ বাক্যও বর্ণিত ধ্যানবলেই কথিত হইয়াছিল।
কিয়ৎকাল হইল বিলাতে ক্লারভোএন্স নামে যে এক অ-
বস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে অবস্থায় শারীরিক কার্য্য স্থগিত
ও চক্ষু নিমিলিত থাকে, কেবল মনশ্চক্ষু দ্বারা নিকট ও দুরস্থ
বস্তু সকলের দর্শন হয়, অন্যের মনের কথা জানা যায়, বর্ত্তমান
ও ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনা পরিব্যক্ত হয়। এই ক্লারভোএন্স
দ্বারা অনেক পাপকারী ধৃত হইয়াছে, রোগী আরোগ্যলাভ
করিয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন
তাহার শরীরের চেতনা থাকেনা। শরীরে অগ্নি অথবা অস্ত্র
প্রয়োগ করিলেও ক্লেশ বোধ হয়না। অতএব বাহ্যজ্ঞান প-
রিত্যাগ করিলে আত্মার কিরূপ শক্তি ও ব্যবহার হয় এবং
তদ্রূপ মৃত্যু সময়ে এই বাহ্য দেহত্যাগ হইলে পর আত্মার
কিরূপ ক্ষমতা ও আচরণ হইবে, তাহা কথিত বিবরণ দ্বারাই
বুঝিতে পারিবেন। যৎকিঞ্চিৎ নামক পুস্তকের ৩১, ৩২
৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রস্তাবিত বিবরণ লেখা আছে।

দেহের সহিত যে আত্মা সম্পর্ক রহিত এবং দেহ তাড়-
নাগ্রস্ত অথবা ধ্বংস হইলেও সে আত্মা বিনষ্ট হয়না, তাহার
আনুসঙ্গিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

অন্নদান করিতেছে; এক ব্যক্তির যমজ সন্তানদ্বয় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমীষ্ঠ হইয়া তন্মধ্যে একজন অসীম বুদ্ধি ও মেধা শক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে মহাবিদ্বান্ হইয়া সুখে রহিয়াছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি প্রাপ্ত না হওয়া বশতঃ

১২৪৫ বঙ্গাব্দে সুন্দরবনে পুষ্করিণী খনন সময়ে অনেক মৃত্তিকার নিম্নদেশে ধ্যাননিমগ্ন ও যোগাসনস্থ দুই তপস্বীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খনকারিগণ ঐ তাপস দ্বয়কে উত্তোলন করত দর্শন করে যে, তাঁহাদের চক্ষু মুদ্রিত কিন্তু শরীর অতি তেজস্বী ও উঁহাদের শরীরে কণ্টক বিদ্ধ করিলে সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। তখন খননকারিগণ তপস্বী দ্বয়কে নৌকায় উত্তোলন করতঃ কলিকাতা অভিমুখে গমন করে। পথিমধ্যে একটি তপস্বী অন্তর্হ্ত হইয়া কোথায় প্রস্থান করেন তাহার নিশ্চয় হয় না। তৎপশ্চাৎ অবশিষ্ট এক তাপসকে কলিকাতায় আনয়ন করায় অনেক প্রধান ইংরেজ মহাপুরুষ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান জন্মাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। অবশেষে উজ্জ্বল অনল সেই যোগী মহাত্মার শরীরের ৩। ৪ স্থানে প্রদান করাতেও তাঁহার জ্ঞান জন্মে না; কেবল শরীরে বৃহৎ ক্ষত হয়। তৎপরে ঐ তাপসকে খিদিরপুর ভূকৈলাসস্থ ঘোষালবাহাদুরদিগের বাটীর বহির্ভাগে একটি মন্দিরে নিবেশিত করা হয়। সেই সময়ে যোগস্নানের কাল থাকাতে

অত্যন্ত মূর্খ হইয়া দুঃখে দিন যাপন করিতেছে; কেহ অতি ক্ষুদ্র রোগে বহু ঔষধ সেবন করিয়াও প্রাণে নষ্ট হইতেছে, কেহ প্রবলরোগে আক্রান্ত হইয়াও বিনা চিকিৎসায় প্রাণে রক্ষা পাইতেছে। মহাশয়গণ আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ বহুসহস্রলোক কলিকাতাস্থ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন এবং অসংখ্য মানব সেই তাপসের নিকট যাইয়া তদবস্থা দর্শন করেন। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে তাঁহার জিহ্বাতে নানাবিধ মনোরম মিষ্টবস্তু অর্পণ করিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তঃকরণ না হইয়া, জিহ্বা হইতে পতিত হইয়া যাইত। অপর ঘোষালবাহাদুর মহোদয়গণ ঐ যোগীর কষ্টদৃষ্টে দুঃখিত হইয়া উহাঁকে গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করেন।

পঞ্জাবে কাপ্তান আসবরণ সাহেব স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া আহারনিদ্রাত্যাগী এক সন্ন্যাসীকে বাক্সের মধ্যে পূরিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করেন এবং সমাধির উপর যব বুনাইয়া দেন। ঐ যব পক্ক হইলে কাটান হয়। তাহার পর উক্ত সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অসংখ্য মানবসমক্ষে ঐ বাক্স উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসীকে জীবিত দেখেন, তদ্বিবরণ উপরোক্ত যৎকিঞ্চিৎ নামক পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলে অবগত হইতে পারিবেন। অতএব শাস্ত্রীয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মার কখনও ধ্বংস

করিয়াছি এক নৌকারোহণে পাঁচজন গমন করিয়া মহাঝড়ে কীর্ত্তিনাশা নদী মধ্যে পতিত হয়, তন্মধ্যস্থিত অত্যন্ত রোগগ্রস্ত মহাদুর্ব্বল কলেবর বিক্রমপুরের বানারি গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র মজুমদার প্রাক্তন

হয় না, কেবল আত্মা অন্য শরীর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ-ঘটিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করেন মাত্র।

আহা! জ্ঞানী লোকের জ্ঞান গৌরব কি বর্ণন করিব? যাঁহারা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বীয় মৃত্যুর বিবরণ অবগত হইয়া সদ্গতির অনুষ্ঠান করেন। তদুদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত বিবরণ বিদিত করিতেছি। বিক্রমপুর বড়াহলী গ্রামে রামনরসিংহ গুপ্ত মহোদয়ের পুত্র রামমণি গুপ্ত বঙ্গীয় অঙ্কবিদ্যাতে অতি সুদক্ষ এবং ভুলুয়া প্রদেশস্থ কালেক্টরির খাস মুন্সি ছিলেন। ১২৫৯ বঙ্গাব্দে বাটীতে অবস্থান সময়ে এক দিবস নিত্য নিয়মানুসারে স্বীয় ইষ্ট পূজা সমাপন করণান্তর পূজার আসন হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্বাটীস্থ দুর্গামণ্ডপে, যেখানে তাঁহার পিতা রামনরসিংহ গুপ্ত অন্যান্য লোক সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপনীত হইয়া পাদবন্দন পূর্ব্বক করপুটে বলিলেন " হে পিতঃ! পিতার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা পুত্রের স্বধর্ম্ম, কিন্তু সেই ধর্ম্ম আমার দ্বারা সংসাধিত হইতে পারিল না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, অদ্য অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই আমার মৃত্যু

পুণ্যপ্রভাবে প্রাণে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অবশিষ্ট ব্যক্তিগণমধ্যে অরোগী ও বলবান্ দুই ব্যক্তি প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব এ অবস্থা ও অন্যান্য বিবরণ যাহা উপরে লিখিত হইল, তদৃষ্টে বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব আমি বংশহীন ব্যক্তি পিতায় নিবেদন করিতেছি যে অদ্যাবধি আপনি পিতৃভাবে আমার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সুনির্ব্বাহিত করিবেন।" পিতা এবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন "রামমণি! তুই কি বাতুল হইয়াছিস্? মৃত্যুর কথা কি অগ্রে কেহ বলিতে পারে?" অপর রামমণি বলিলেন "মৃত্যুর বিষয় যাহা বলিলাম তাহা অসত্য হইবেক না, যাহা হউক সংপ্রতি মানস এই যে আমি মহাশয়ের স্থাপিত এই পঞ্চবটী মূলে উপবিষ্ট হইয়া কিছুকাল ইষ্ট নাম জপ করি। পিতা তদ্বিষয়ে অনুমতি করাতে রামমণি স্বীয় হস্তস্থিত আসন পঞ্চবটীতলে সংস্থাপন করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং ইষ্ট নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে পাড়াতে একথা প্রকাশ হওয়ায় স্ত্রীপুরুষ অনেক ব্যক্তি দর্শনজন্য উপস্থিত হইল। কিছুকাল জপকরার পর পিতাকে বলিলেন, "যদি মহাশয় অনুমতি করেন তবে এইক্ষণ শয়ন করিতে ইচ্ছা করি।" পিতা তদ্বিষয়ে আদেশ করায় কথিত আসনে শয়ান হইয়া কএকবার ইষ্ট নাম জপাকরণান্তর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ঐ চক্ষু

হইবে যে, এই সমস্ত শুভাশুভই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত দুষ্কৃতের ফল। নচেৎ তদ্বিষয়ে এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা পক্ষপাতসূত্রে একের প্রতি অনুগ্রহ, অন্যের প্রতি নিগ্রহ করিতেছেন। তার ইহাও দৃষ্ট

মুদ্রিত মাত্রই তাঁহার জীবাত্মা দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। তৎকালীন তাঁহার অবস্থা দৃষ্টে উপস্থিত মানববর্গের বোধ হইতে লাগিল যে, যেরূপ নরগণ নিদ্রাকে চক্ষে আকর্ষণ করিয়া মহা সুখলাভ করিতে থাকে, তদ্রূপ উক্ত গুপ্ত মহাত্মা মহানিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতেছেন। ইঁহার মৃত্যুতে পিতা একেকালে বংশ হীন হওয়া সত্বেও কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষোভ করিলেন না, বরং বলিলেন যে আমি ধন্য, যেহেতু আমি এপ্রকার মহাজ্ঞানবান্ পুত্র লাভ করিয়াছিলাম।

১২৭৭ শকাব্দের ৫ই ভাদ্রের হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, আটিয়ার অন্তর্গত সাখরাইল নিবাসী ফকির ক্ষৌরকার ও তাহার পত্নী পরমবৈষ্ণব এবং দেবভক্ত ছিল। ফকির স্বীয় মুনিব শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন রায়ের সহিত পবিত্র জগন্নাথধামে উপস্থিত হওনান্তর এক দিবস শ্রীমন্দির পরিভ্রমণ এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ভোজন কার্য্য সম্পাদনের পর মন্দিরসম্মুখে উপবেশন করিয়া উক্ত রায় মহোদয়কে বলিতে আরম্ভ করিল "এইক্ষণই আমার মৃত্যু হইবে, এক প্রহর হইল বাটীতে আমার

হইতেছে যে, সামুদ্রিক বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা করকুষ্ঠী অর্থাৎ হস্তস্থিত রেখাসকল বিলোকন পূর্ব্বক লোকের জন্ম-তিথি, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি এবং তদ্ভিন্ন শুভাশুভ বিবরণ বিলক্ষণ-রূপে অবগত হইবা তদনুযায়ি কুষ্ঠী অতি পরিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত

স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। অতএব নিবেদন করিতেছি যে মহাশয় আমার পুত্রগণের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহ রাখিবেন।” এই বলিয়া জগন্নাথের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শয়ান হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিল! বাটীতে যে উক্ত ফকিরের পত্নী অবস্থিত ছিল, সে ইতিপূর্ব্বে আপন মৃত্যু নিকটস্থ জানিয়া গোয়ালপাড়া হইতে পত্রদ্বারা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিকে বাটীতে আনাইল। হরি ও নরসিংহ এই দুইভ্রাতা একত্র হইলে মাতা বলিলেন “আগামী বৃহস্পতিবার দিবা এক প্রহরের সময় তোমাদের মাতৃবিয়োগ ও দ্বিপ্রহরের সময় তোমাদের পিতৃবিয়োগ হইবে।” যদিও তাহারা এই আশু অমঙ্গলজনক বাক্যে প্রত্যয় করিল না, কিন্তু তথাপি শোকে তাহাদের মন আকুল হইল নির্দ্ধারিত বৃহস্পতিবার উপস্থিত হওয়ায় প্রাতে ক্ষৌরকার-রমণী এক পুত্রবধূকে বলিল “তুমি তুলসী বৃক্ষের নিকটস্থ স্থান লেপন করিয়া তথায় কুশাসন স্থাপন কর।” অপর প্রতিবেশিগণকে আহ্বান করিয়া তনয়দ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের প্রার্থনা জানাইল এবং স্বীয় মন্ত্রদাতা গোস্বামীর পাদবন্দন করিবার পর উক্ত কুশাসনে শয়ন করিয়া গো

করিতেছেন ; কার্য্য দ্বারা তাহার সত্যতাও বিশেষরূপে স-
প্রমাণিত হইতেছে। অতএব যদি জীবের পূর্ব্বদেহ ও তৎ-
কর্ত্তৃক সুকৃত দুষ্কৃত স্বীকার না করা হয়,তবে কথিত প্রকারে
সুখ, দণ্ড লাভের এবং হস্তে রাজকুষ্ঠী ও শুভাশুভ লিপি

স্বামীর পদে মস্তক ও তনয়দিগের হস্তে হস্তদ্বয় ও পুত্রবধূ-
দ্বয়ের ক্রোড়ে পদদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক হরিনাম করিতে ক-
রিতে নিদ্রিতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। এই নিদ্রাই
তাহার সর্ব্বসন্তাপনাশিনী মহানিদ্রা হইল। ধন্য ফকির
ক্ষৌরকার, ধন্য তাহার রমণী! এরূপ মৃত্যুবিবরণ আর
কখনও শ্রবণগোচর হয় নাই।

এস্ বি ব্রিটেন সাহেব যখন হোস্পডেল নগরে কি-
য়ৎকাল বাস করেন, তখন নিম্নলিখিত ঘটনা অবগত হই-
য়াছিলেন। বুদ্ধিমান, সম্ভ্রান্ত, সচ্চরিত্র এবং খ্রীষ্টীয় সমা-
জের একজন ক্ষমতাপন্ন সভ্য, এমত একটি ভদ্রলোকের
নিকট ১৮৫৩ সালের ১৪ই এপ্রেল দিবসে একটি আত্মা
আসিয়া তাঁহার হস্ত বশীভূত করতঃ তদ্দ্বারা ভবিষ্যদ্বাক্য
লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন, ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে
সমাধিস্থলে অনুগমন করিতে হইবে। এই কয়েক কথা
লিখিত হইবামাত্র ঐ ভদ্রলোক মনে করিলেন যে, আত্মা
অনর্থক আমার অন্তঃকরণে বেদনা দিতে চাহেন। এই
বিবেচনা করিয়া তিনি সক্রোধে উক্ত শক্তির বিরোধী হ-
ইয়া উক্ত লিপিকার্য্যে বাধা দিলেন, কিন্তু ঐ ছয়সপ্তাহ-

হওয়ার অন্যকারণ আর কি বক্তব্য হইবে ? সর্ব্বস্থানীয় সকল লোকেই ইহা স্বীকার করেন যে কারণ ভিন্ন কার্য্যের কখনো উৎপাদন হয় না। রাজদত্ত স্বর্ণাভরণ কোন মানবের গলদেশে বিলম্বিত এবং রাজ-অর্পিত লৌহশৃঙ্খল কোন ব্যক্তির জানুদ্বয়ে দেখিতে পাইলে অবশ্য হৃদ্বোধ হইয়া থাকে যে,কথিত স্বর্ণাভরণ সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ এবং লৌহশৃঙ্খল দুষ্কর্ম্মের তিরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। তদ্রূপ প্রস্তাবিত শুভাশুভ ও করচিহ্নের কথাও স্বীকার করিতে হইবে। কথিতরূপে মানববর্গের সুখ ও শান্তি এবং দেহসৃষ্টিসময়েই হস্তে ইত্যাকার শুভাশুভ চিহ্ন লিখিত হওয়া দেখিয়াও কি পূর্ব্ব দৈহিক সুকৃত দুষ্কৃত যে তাহার মূলকারণ তদ্বিষয় স্বীকার করিবেন না ? যদি কাল যত শেষ হইতে লাগিল তত তাঁহার মনে চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। পরিশেষে যখন ঐকাল প্রায় অতীত হইল তখন হইতে যে পর্য্যন্ত তাঁহার পরিজনের মধ্যে কাহার ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই, সেই পর্য্যন্ত তিনি নির্ভয় হইলেন। পরন্তু আত্মা যেরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপ ঘটনাই উপস্থিত হইল, অর্থাৎ মে মাসের শেষ দিবসে তাঁহার ছোট পুত্র দৈবাৎ জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত ও সমাধিস্থ হইল। সুতরাং সেই সমাধিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঐ ভদ্র লোককে সমাধিস্থলে গমন করিতে হইয়াছিল। (অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পুস্তকের ৪৪। ৪৫ পৃষ্ঠা।)

স্বীকার না করেন তবে বলুন দেখি ইহার অন্যকারণ আর কি হইতে পারে? মনে করা কর্ত্তব্য যে কর্ম্মফল ভোগ-জন্য ত্রিলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও ব্যাধ-বাণাঘাতে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং জানকীদেবীও যাবজ্জীবন দুঃখে দিন যাপন করিয়াছিলেন। অতএব কথিত প্রমাণ ও অবস্থা দেখিয়া পরকালের হিত লাভ জন্য সুকৃত সাধন করা ও অন্তিমে মরণ-সময়ে পুণ্যকর স্থানে দেহ ত্যাগ করা বিধেয় বিবেচনা করিয়া বহু আয়াস সহকারে নানা ধর্ম্ম গ্রন্থ অন্বেষণপূর্ব্বক পঞ্চবটী নামক গুপ্তবারাণসী এবং নারায়ণ ক্ষেত্রের প্রমাণ সকল সঙ্কলিতও প্রকাশিত করিতেছি; বাসনা এই যে বিজ্ঞ মহোদয়গণইহা পাঠ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করেন।

গঙ্গা কাশী প্রভৃতি মোক্ষলাভের যত যত প্রধান স্থান আছে, তাহা পর্য্যটন করা সর্ব্ব সাধারণের আয়াস ও শক্তিসাধ্য নয়; কিন্তু পঞ্চবটীনামা মোক্ষ ক্ষেত্র ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল, এবং রাজা হইতে ক্ষুদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলের অল্প আয়াসে, বিনা অর্থ ব্যয়ে স্থাপিত হইতে পারে। মৃত্যুকালে সেই পঞ্চবটী তলে দেহ ত্যাগ করিয়া সকলে মোক্ষলাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাহার প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিলাম, আশা করি তদ্দৃষ্টে অনেকেই পঞ্চবটী স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি যথোচিত যত্ন ও ভক্তি প্রকাশ করিবেন। এই যে পঞ্চবটী নামক নারায়ণ ক্ষেত্র, যাহাকে

গুপ্ত বারাণসী ধাম বলিয়া অভিহিত করা যায়, তাহাতে অজ্ঞান অবস্থাতে দেহ ত্যাগ করিলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে। পশু পক্ষী কীটাদির মোক্ষলাভের যে সকল বিধি পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে, তাহাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এমত অবস্থাতে তৎপ্রতি মানব কুলের যত্ন ও ভক্তি প্রকাশ করা অবশ্যই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর স্বীকার করিতে হইবে।

অনুমান করি অধিকাংশ মানবই পঞ্চবটী স্থাপনের নিয়ম ও তাহার মাহাত্ম্য-বিবরণ বিশেষ জ্ঞাত নহেন, সুতরাং মর্ম্ম অজ্ঞাত থাকিলে যেরূপ মূল্যবান মণি মুক্তাও লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ গুণ অজ্ঞাত থাকা হেতু পঞ্চবটীও অনেক লোকের বিশেষ আদরণীয় ও ভক্তির স্থল না হইতে পারে। গুণ-মাহাত্ম্য অবগত থাকাই শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্রেকের ও ফললাভের মূল কারণ, তজ্জন্যই বিজ্ঞগণ বিশেষ যত্নসহকারে তন্ত্রপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসকল দর্শন করিয়া নানা যাগযজ্ঞ ও তীর্থ ইত্যাদির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া থাকেন। অতএব এতদ্বিবেচনায় আমি সর্ব্বসাধারণের পরিজ্ঞানের জন্য পঞ্চবটী বিষয়ক প্রমাণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। ইহা সত্য যে শাস্ত্রস্থিত এক ব্যক্তি পঞ্চবটী স্থাপন করিলেই সেই বাস্তুবাসী বহুতর মানব পুরুষপরম্পরা তন্মূলে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, অথচ সেই পঞ্চবটী

স্থাপন-দ্বারা স্থাপয়িতার এত পুণ্যলাভ হইবে যে তাহা একান্তই বাক্যাতীত। ব্রহ্মপুরাণোক্ত বচনসমূহ তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেদীপ্যমান আছে। অতএব এবম্প্রকার মুক্তিদায়ক সুলভসাধ্য বারাণসী অথচ নারায়ণক্ষেত্র স্থাপনে কোন ব্যক্তি যে পরাঙ্মুখ হইবেন, ইহা কোন ক্রমেই অনুমান করিতে পারি না।

উল্লিখিত পঞ্চবটী মাহাত্ম্য যাহা ভগবান্ মহাদেব প্রমুখ দেবগণ দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেহ অত্যুক্তি জ্ঞান করিবেন না। কারণ যদি উহাই অত্যুক্তি হয় তবে কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে শিবত্ব লাভ হইবার বিধি যাহা মহাদেব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, তাহাও অত্যুক্তি বলিতে হইবে, কেননা উভয় বাক্যই মহাদেব প্রভৃতির দেববাক্য। সত্য স্বীকার করিলে উভয়ই সত্য মান্য করিতে হইবে, তাহা না হইলে উভয়ই মিথ্যা। পঞ্চবটীর গুণ মাহাত্ম্য যাহা তন্ত্র পুরাণ ইত্যাদিতে উক্ত হইয়াছে, ভক্তি ও মনের দৃঢ়তাই তাহার ফললাভের মূল কারণ। চিত্তের একাগ্রতাতেই কর্ম্মসকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতি একাগ্রভাবে ভয়, শোক, কাম, হিংসা প্রভৃতিকে মনে ভাবনা করিলে তাহার ফল অবিলম্বেই লাভ হইয়া দেহ জর্জ্জরিত হয়, অতি জঘন্য দুর্গন্ধ বস্তু চিত্তে কল্পনা করিলে অমনি বমন হইতে থাকে, দৃঢ়রূপে আনন্দ চিন্তা করিলে মন একান্তই উল্লসিত হয়। এতদ্ব্যতীত লিপি, শিল্প

চিত্রাদি ও ইহকালের যত কর্ম্ম আছে, তাহাও মনঃসংযোগের সহিত সাধন করিলে সিদ্ধ হয়, অমনোযোগভাবে সম্পাদন করিলে কিঞ্চিম্মাত্রও সুসিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বর আরাধনাও একান্ত মনঃ স্থান করিবেন। শাস্ত্রেও এইরূপ লেখা আছে।

তোরণতন্ত্রে।

স্তুতিপাঠাৎ দৃঢ়জ্ঞানাৎ তত্ত্বজ্ঞানাৎসাহসাৎ। জনসঙ্গপরিত্যাগাৎ ষড়্ভিঃ কর্ম্ম সুসিদ্ধতি, সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ দেবতাসন্নিবির্ভবেৎ।

অর্থ। স্তব পাঠ, দৃঢ়জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সাহস, জনসঙ্গ-পরিত্যাগ ও সাধকের বিশ্বাস এই ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা দেবতা সাক্ষাৎ হন।

রামেশ্বর তন্ত্রে।

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

অর্থ। মনুষ্যের মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা যখন মনঃসন্নিবেশ এবং মনের দৃঢ়তার ফল এরূপ দৃষ্ট হইল, তখন মনের একাগ্রতাসহ ভক্তি প্রকাশ করিলে যে পঞ্চবটীর মাহাত্ম্য গুণে মোক্ষলাভ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? বাস্তব কোন ক্রমেই সন্দেহের স্থল নহে।

হে মহোদয়গণ! সংশয়চিত্ত হইলে যে কার্য্য নষ্ট হয় এবং বিশ্বাস দ্বারা যে কর্ম্ম সংসিদ্ধ হইয়া থাকে, এইক্ষণ তদ্বি-

দরূণ কিঞ্চিৎ বলিতে বাঞ্ছা করি। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প, রজতখণ্ডকে শুক্তির অংশ বলিয়া সন্দেহ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত রজ্জু ও রজত কখনও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যে মানব বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ থাকা হেতু নিঃসন্দেহচিত্ত, সেই ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসবলে ঐ উভয় বস্তু করস্থ করিয়া তদ্দ্বারা মানসসাধন করে, অতএব একান্তস্মরণ প্রণিধানপূর্ব্বক সংশয়কে পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবটীর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ভক্তি স্থাপন করুন তাহা হইলে মোক্ষলাভ একান্তই হইবে। দেখুন দেখুন, মহাত্মা পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন "ভগবান্ হরি এই স্ফটিকস্তম্ভে অবস্থান করিতেছেন" তাহাতে সেই ত্রিলোকনাথ নারায়ণ সেই স্তম্ভ হইতেই বহির্গত হইলেন। যখন একটী ভক্তের কথা রক্ষা করার জন্য তাঁহার স্ফটিকস্তম্ভে আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল, তখন তিনি সর্ব্বদা তুলসী, ধাত্রী ও বিল্বের মূলে অবস্থান করার কথা যে স্বয়ংবার পুরাণাদি নানা গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই অঙ্গীকার ও অবস্থান কি সত্য হইবে না? অবশ্যই সত্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পঞ্চবটীর মাহাত্ম্যগুণে অজ্ঞান পশুকীটাদির মোক্ষলাভের বিধি পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ২ বলিতে পারেন "যখন জ্ঞানহীন পশু প্রভৃতির মুক্তি ঐরূপ বিধি হইয়াছে, তখন পঞ্চবটীর প্রতি বিশেষ

জ্ঞান ভক্তি না থাকিলেও আমরা তথ্যলে দেহত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিব।" উত্তর এই,—পশুকীটাদির সহিত জ্ঞান প্রাপ্ত মানবকুলের অনেক প্রভেদ। পশু কীটাদির কর্ত্তৃক (হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বর্ত্তৃক) নরহত্যা সংঘটিত হইলে রাজা তাহাদের সেই অপরাধ অজ্ঞানকৃত বিবেচনায় ক্ষমা করেন, কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্ত কোন মানব দ্বারা ঐরূপ অপরাধের কার্য্য করিলে তাহাকে ক্ষমা করেন না, একান্তই দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। অতএব ত্রিলোক-কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধেও পশুকীটাদি এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত মানবকুলের অবস্থা তদ্রূপ স্বীকার করিতে হইবে।

হে মহোদয়গণ! ইহা অতীব সত্য যে, যদি আমরা দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে নারায়ণ * শঙ্কর † এবং কালীরূপা ‡ শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবটীকে অর্চ্চনা করিয়া তথ্যলে দেহত্যাগ করিতে পারি, তবে মহানিদ্রা নামক মৃত্যুসময়ে সেই ত্রিলোক দাতা পরম দেবতার দর্শন ও কৃপালাভ করিয়া মোক্ষরূপ মহা আনন্দধাম অবশ্যই প্রাপ্ত

* নারায়ণ—নার = জীবসমূহ + অয়ন = আশ্রয়। যিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়।

† শঙ্কর—শং = মঙ্গল + কর = কারক। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলকারক।

‡ কালী—কাল = সংহার + ঈ = কর্ত্রী। যিনি সংহারকারিণী।

হইতে পারিব। অতএব যে মানবগণ ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা মৃত্যুলাভের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে অথবা মৃত্যুর প্রাক্কালে জ্ঞান থাকার সময়ে পঞ্চবটী মাহাত্ম্য অতি যত্নক্রমে শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলে সেই মাহাত্ম্যবিবরণ বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া প্রকৃষ্টরূপে মনে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইবে এবং মাহাত্ম্য শ্রবণের পুণ্যপ্রভাবে নিম্নলিখিত পদ্মপুরাণোক্ত বিধিমতে তাঁহাদের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে, সুতরাং মৃতকল্প ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থাতে থাকিয়াও পঞ্চবটীমূলে দেহত্যাগ নিবন্ধন প্রাক্কালীয় ভক্তিবলে পাপ বিনষ্ট হইবে বলিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

হায়, কি পরিতাপ! যে পারলৌকিক সুখ দুঃখ পৃথিবীস্থ সকল জাতীয় মানবই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, সেই পরকালকে আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করিতেছি না। ইহকালে ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে খাদ্যবস্তু ও সুশীতল জলদ্বারা সেই বুভুক্ষা ও তৃষ্ণাকে বিদূরিত করিতেছি; দণ্ড কি দুঃখের অবস্থা সমাগত হইলে তাহা নিবারণের নিমিত্ত আত্মীয়গণ ও উপার্জ্জিত ধন দ্বারা অশেষ সাহায্য লাভ করিতেছি; কিন্তু বিবেচনা করিতেছি না যে আমাদিগের দেহত্যাগ হইলে আমরা কোথায় উপনীত হইয়া কিরূপে অবস্থান করিব; ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে কোন্ বস্তু আহার ও পান করিয়া সেই কষ্টকর দশা হইতে পরিমুক্ত

হইব; দণ্ড ও দুঃখ উচ্ছেদ এবং অন্যান্য কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত অন্যদীয় সাহায্যের প্রয়োজন হইলে তৎসময়ে আত্মীয়গণ কোথায় পাইব? অতএব সেই পরকালের নানা কার্য্যের শুভসন্ধান হেতু এবং দণ্ড ও দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ার নিমিত্ত পরমার্থ ধন উপার্জ্জন করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য এবং তৎকালে বিশেষ অনুকুলতা লাভ করার জন্য ইহকালে দৃঢ়তরা ভক্তিসহ ত্রিলোককর্ত্তা স্বীয় আরাধ্য দেবের অর্চ্চনা করা একান্ত শ্রেয়স্কর।

উপসংহারকালে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেখা যাইতেছে যে কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞান বালক বালিকাগণের মৃত্যুসময়ে তাহাদিগকে পঞ্চবটীমূলে আনয়ন করেন না, ইহা অতি অশুভকর। তাদৃশ ব্যবহার নিতান্ত অন্যায়; অজ্ঞান পশুপক্ষী কীটাদিই যদি পঞ্চবটীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভে ক্ষমবান হইল, তবে তাহাতে জ্ঞানহীন বালক বালিকাগণের মোক্ষলাভ না হইবে কেন, অবশ্যই হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এই ধর্ম্ম পুস্তকে যে যবনদিগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা উচিত হয় নাই। উত্তরে আমরা এই বলিতে চাই যে, মহাভারতের আদিপর্ব্বে যতুগৃহ নির্ম্মাতা ম্লেচ্ছজাতীয় পুরোচনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসু মহাশয় বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির সহিত হিন্দু ধর্ম্মমর্ম্ম নামে

যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তম্মধ্যেও ভূরি ভূরি যবনের নাম ও তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এতদনুকরণ দৃষ্টে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকে যবনদিগের নাম ও উদাহরণ লিখিত হওয়া অযৌক্তিক ও দোষণীয় হইতে পারে না।

পয়ার। যেইরূপ সুর্পচয় অসার ত্যজিয়া,
পরিগ্রহ করে সার যতন করিয়া,
সেইরূপ এই গ্রন্থ দোষগুণাশয়,
ত্যাগ পরিগ্রহ করিবেন সুধীচয়, ॥

ঢাকাপ্রদেশস্থ বিক্রমপুর বিদগ্রাম। শ্রীকাশীনাথ দাস গুপ্ত।

এই পুস্তকে, যে তন্ত্রপুরাণ ইত্যাদির প্রমাণ সঙ্কলন করা হইল, সেই তন্ত্রপুরাণ সমূহের নাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ মহাভারত।
২ তোরণ তন্ত্র।
৩ বামকেশ্বরতন্ত্র।
৪ যোগিনীতন্ত্র।
৫ পুরশ্চরণরসোল্লাস।
৬ রুদ্রযামল।
৭ নির্ব্বাণতন্ত্র।
৮ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।
৯ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।
১০ জ্ঞানভৈরবতন্ত্র।
১১ গুপ্তসাধনতন্ত্র।
১২ বিশ্বার্ণব।
১৩ যামল।
১৪ স্কন্দপুরাণ।
১৫ পদ্মপুরাণ।
১৬ ভবিষ্যপুরাণ।
১৭ ব্রহ্মপুরাণ।
১৮ নন্দিতন্ত্র।
১৯ শাক্ততন্ত্র।

যোগিনীতন্ত্রে পূর্ব্ব খণ্ডে পঞ্চম পটলে।

মহাদেব উবাচ।

বিল্বমূলে• মহেশানি প্রাণাংস্ত্যজতি যোনরঃ। রুদ্র-দেহো ভবেৎ সত্যং পাপকোটিযুতোঽপি সন॥

অর্থ—হে মহেশানি! বিল্ব মূলে যে মানব প্রাণত্যাগ করে, সে কোটি কোটি পাপযুক্ত হইলেও রুদ্রদেহ লাভ করে, ইহা সত্য।

পুরশ্চরণরসোল্লাসে দশম পটলে

শিব উবাচ।

বিল্ববৃক্ষস্তথাদেবি ভগবান্ শঙ্করঃ স্বয়ং। বিল্ববৃক্ষ-তলে স্থিত্বা যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ। তৎক্ষণান্মোক্ষমা-প্নোতি কিন্তুস্য তীর্থকোটিভিঃ। যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তি-ষ্ঠন্তি শক্তিহেতবে, বিল্ববৃক্ষতলে স্থানং যদি কিট্টাদিপূ-রিতং। তদেব শাঙ্করক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থময়ং সদা। সর্ব্ব পীঠময়ং তত্তু সর্ব্বদেবময়ং সদা। ন ত্যজেচ্ছাঙ্করক্ষেত্রং নচ গঙ্গাং ত্যজেৎ প্রিয়ে। সমীপেষুচ চার্ব্বঙ্গি বিল্ববৃক্ষো যদি প্রিয়ে, কাশীপুরসমং তত্তু তত্র প্রাণাংস্ত্যজেদ্ যদি। কিন্তস্য কোটিতীর্থেন কাশীবাসেন কিংপ্রিয়ে। করবী-রস্য চার্ব্বঙ্গি জবাবৃক্ষতলেষুচ। বিল্ববৃক্ষস্য মূলেচ জ-ন্তুস্তু সাধকোভবেৎ। করবীরং যথা দেবি স্বয়ং কালী নচান্যথা। জবাচ চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী করবীরজবামূলে তুলসী নগনন্দিনি, যদি প্রাণাংস্ত্যজে

দেবি মাহাত্ম্যং তস্য সুন্দরি। বক্ত্রকোটিসহস্রেণ জিহ্বাকোটিশতেন চ। কথিতুংতস্য মাহাত্ম্যং ন শক্নোমি কদাচন। শুক্লং কৃষ্ণং তথা পীতং হরিতং রক্তমেবচ। করবীরং মহেশানি জবাপুষ্পন্তথৈবচ। স্বয়ং কালী মহামায়ে স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী, অত্র দ্বৈধং নকর্ত্তব্যং কৃত্বাচ নরকং ব্রজেৎ।

অর্থ। শ্রীফলবৃক্ষ স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করস্বরূপ বটেন, ধীমান্ মনুষ্যগণ যদি বিল্ববৃক্ষ তলে স্থিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন, তাহাদের কোটি তীর্থ দ্বারা প্রয়োজন কি? যে বিল্ববৃক্ষতলে ব্রহ্মাদি দেবতা সকল শক্তি হেতু স্থিত আছেন, যদি সেই বৃক্ষতলস্থ স্থান মল-পরিপূরিতও হয়, তথাচ তাহা শঙ্করক্ষেত্র এবং সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বপীঠ ও সর্ব্বদেবময় হয়; হে প্রিয়ে! শঙ্করক্ষেত্রকে কেহ ত্যাগ করিবে না এবং গঙ্গাকেও কেহ ত্যাগ করিবেক না। হে উত্তমাঙ্গি! যাহার নিকটে বিল্ববৃক্ষ বিরাজমান, তাহার সেই স্থান কাশীপুর তুল্য হয়; সেই স্থলে যদি কেহ প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহার কাশীবাস এবং কোটি তীর্থ দ্বারা প্রয়োজন কি? হে উত্তমাঙ্গি! করবীর জবা ও বিল্বমূলে জপ করিয়া সাধক হয়; হে প্রিয়ে! করবীর বৃক্ষ স্বয়ং কালী রূপা, জবা ত্রিপুরাসুন্দরী স্বরূপা হয়; হে পর্ব্বতাত্মজে! করবীর, জবা, তুলসীমূলে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তবে তা-

ছার মাহাত্ম্য সহস্রকোটি জিহ্বা দ্বারাও আমি কহিতে শক্ত হই না। হে মহেশানি ! শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, হরিত ও রক্তবর্ণ করবীর এবং জবাপুষ্প স্বয়ং কালিকা ও ত্রিপুরাসুন্দরী স্বরূপা হয় ; ইহাতে সংশয় জ্ঞান করিবেক না করিলে নরকগামী হইবে।

অথ রুদ্র যামলে।

এতৎক্ষেত্রং বিজানীয়াদ্ধস্তমাত্রং চতুর্দ্দশ। এতৎ ক্ষেত্রে মহাপুণ্যে হুত্বা দত্বাক্ষয়োভবেৎ। বিল্ববৃক্ষ সমাশ্রিত্য বসন্তি ত্রিদশেশ্বরাঃ, বারাণস্যাঃ সমংতীর্থং বিল্বক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতং ফলপুষ্প-সমাযুক্তং, নাত্র কার্য্যবিচারণা।

অর্থ—শিবক্রমক্ষেত্র পরমোৎকৃষ্ট স্থান, এই ক্ষেত্রের প্রমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত ; এই মহাপুণ্য ক্ষেত্রে হোম কিংবা দান করিলে অক্ষয় হয়। বিল্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দেবতা সকল বাস করিতেছেন, ফল ও পুষ্পযুক্ত বিল্বক্ষেত্রকে কাশীক্ষেত্র সদৃশ মহাতীর্থ বলা যায়, এবিষয়ে কার্য্যাকার্য্য বিচারের আবশ্যক নাই।

অথ নির্ব্বাণতন্ত্রে।

সর্ব্বানন্দকরোদেবো হার্দ্ধনারীশ্বরো বিভুঃ, ভক্তস্য মুক্তিদোনিত্যং নিষ্কৃতদায়কঃ প্রভুঃ। বিল্বপত্রৈঃ পূজকস্য সদাঃ নির্ব্বাণদায়কঃ, বিল্বক্ষেত্রে বসেদ্দেবী সদা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।

অর্থ—যে ভক্ত কেবল শুদ্ধ বিল্বপত্র দ্বারা বিভু বিশ্ব-ময় বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করে, অর্দ্ধনারীশ্বররূপধারী মোক্ষকারী বিষ্ণুত্বপ্রদাতা ভগবান্ মহাদেব ইহলোকে তাহার পরমানন্দ দায়ক হইয়া, পরলোকে নির্ব্বাণ দায়ক হন; শিবক্রমক্ষেত্রে সর্ব্বানন্দপ্রদাত্রী ভুবনধাত্রী মহেশ্বরী বাস করেন, তাহার সংশয় মাত্র নাই।

অথ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

তস্য পত্রফলৈর্ব্বাপি পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ, তুষ্টো ভবেন্নীলকণ্ঠঃ কিন্তস্য ন দদাতি চ॥

অর্থ—শ্রীফল বৃক্ষের পত্র কিংবা ফল দ্বারা আশুতোষ যার পর নাই পরিতুষ্ট হন; তিনি পরিতুষ্ট হইলে, না-দিতে পারেন এরূপ কিছুই নাই।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে একাদশ অধ্যায়ে

বিষ্ণুবাক্যং।

ঊর্দ্ধংপত্রং হরোজ্ঞেয়ঃ পত্রং বামং বিধিঃ স্বয়ং। অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলমিত্যতঃ। চৈত্রাদি-চতুরোমাসান্ সদা ভ্রমতি শঙ্করঃ নবীনবিল্বপত্রার্থী ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়কঃ। চৈত্রাদিচতুরোমাসান্ শম্ভবে পরমাত্মনে। দত্তংস্যাদ্বিল্বপত্রৈকং লক্ষধেনুঃ সমং স্মৃতৈঃ।

অর্থ—ঊর্দ্ধ্ব অর্থাৎ মধ্য পত্র মহাদেব, বামপত্র ব্রহ্মা, দক্ষিণ পত্র আমি (বিষ্ণু), এই ত্রিপত্রের ব্যাখ্যা। এই ভুক্তি মুক্তি দায়ক এবম্ভূত যে মহাদেব তিনি নবীন বিল-

পত্রাকাঙ্ক্ষী হইয়া চৈত্র আদি চতুর্মাস ব্যাপিয়া ভ্রমণ করেন; স্বয়ং পরমাত্মা. তাঁহাকে চৈত্র আদি চতুর্মাস লক্ষ ধেনুতুল্য একটি বিল্বপত্র তাহা দেবতারাও প্রদান করিয়াছেন।

অথ নন্দিকেশ্বরতন্ত্রে।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ত্রিজটাস্তবং। পত্রং ব্রহ্মময়ং দেবি অদ্ভুতং বরবর্ণিনি॥ একেন বিল্বপত্রেণ, হরো বা হরিরর্চ্চিতঃ। কৈবল্যং তস্যতেনৈব শক্তিপূজা বিশেষতঃ। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং নৈবিদ্যং ধূপদীপকং। সর্ব্বস্যার্চ্চনতো দেবি ত্রিজটস্যৈকমাপ্নুয়াৎ। শতঞ্চকরবীরাণাং সহস্রাঞ্চাপরাজিতাং। অযুতং কনকঞ্চৈব লক্ষং দ্রোণকুরন্তথা যৎপুণ্যমর্পণে দেবি তৎফলং ত্রিজটৈকতঃ। শিবরাত্রি সহস্রঞ্চ দুর্গাষ্টম্যযুতং প্রিয়ে। কৃষ্ণাষ্টমীনাং লক্ষঞ্চ যৎফলঞ্চোপবাসতঃ। বিল্বপত্রার্পণে দেবি তৎকোটি ফলমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থ—হে মহাদেবি। ত্রিজটে স্তব শ্রীফলপত্রের মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মময় যে এক শ্রীফল পত্র, তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি হর অথবা হরি বিশেষতঃ শক্তি পূজা করে, সেই ব্যক্তির কৈবল্য পদ লাভ হয়। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, নৈবিদ্য, ধূপ ও দীপ এসকলদ্বারা অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয়, একটি শ্রীফলপত্র দ্বারা সেই ফল লাভ করিতে পারে। একশত করবীর, সহস্র অপরাজিতা, লক্ষ

সহস্র কনক, লক্ষ দ্রোণ, লক্ষ জয়ন্তি, অর্পণেতে যে ফল হয়, একটি ত্রিপত্র অর্পণে সেই ফল হয়। সহস্র শিবরাত্রি, দশসহস্র দুর্গাষ্টমী, লক্ষ কৃষ্ণাষ্টমীর উপবাস করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ত্রিপত্র অর্পণেতে তাহাহইতে কোটিগুণ ফল হয়।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে।

সর্ব্বশক্তি সমাযুক্তঃ সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ। অস্য মূলং সমাশ্রিতা গঙ্গাতিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥ বিল্বমূলং পরং ব্রহ্ম বিল্বমূলং পরন্তপঃ। বিল্বমূলাৎ পরংনাস্তি সত্যং সত্যং নসংশয়ঃ॥ তদ্রাগ্রে পূজনাদেকং কোটিলিঙ্গফলং লভেৎ।

অর্থ—সকল শক্তির সহিত সমুদয় দেবতা মিলিত হইয়া এই মূল অর্থাৎ শ্রীফলমূল আশ্রয় করিয়া স্থিত আছেন এবং গঙ্গাও সর্ব্বদা স্থিত বটেন। শ্রীফলমূল পরম ব্রহ্ম, বিল্বমূল পরমতপ, বিল্বমূল হইতে অপর আর কিছুই নাই, ইহা সত্য সত্য, ইহাতে সংশয় নাই। এই বৃক্ষাগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে একটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে কোটি শিবলিঙ্গ পূজার ফল হয়।

তথাচবিশ্বসারে।

জবামূলে বসেদ্দেবী সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। সর্ব্বতীর্থানিতত্রৈব ভুবনানি চতুর্দ্দশ। শুভদা বরদা দেবী মুক্তিদা পুষ্পিতাচসা। শ্বেতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সর্ব্বদেবপ্রিয়া তথা। পাণ্ডবা সর্ব্বদেবেভ্যো দত্বাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তদ-
[illegible] বিনিয়ং কোটিগুণং ধ্রুবং।

অর্থ—জবামূলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী পরমেশ্বরী এবং সর্ব্বতীর্থ ও চতুর্দ্দশ ভুবন সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে জবা রক্তবর্ণা হইলে শুভদায়িনী, বরদায়িনী ও মুক্তিদায়িনী হন; শ্বেতজবা বিষ্ণু-প্রিয়া লক্ষ্মী স্বরূপা এবং সর্ব্বদেবতাদিগের ও হরিবাঞ্ছিতা পরমাদরণীয়া হন; পীত জবা হইলে ইনি সর্ব্বদেবোদ্দেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণের দানযোগ্যা হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব এরূপ শ্রেষ্ঠ ত্রিবিধ প্রকার জবা মানববর্গেরা রোপণ করিবে।

তথাচ যামলে।

দৈবযোগাজ্জবামূলে দেহত্যাগো ভবেদ্যদি। তত্রৈব মোক্ষোভবতি নাত্র কার্য্যবিচারণা।

অর্থ। যদি দৈবক্রমে মনুষ্যেরা জবা বৃক্ষমূলে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে নিশ্চয়ই মুক্ত হয়। এবিষয়ে কার্য্যাকার্য্য বিচারের আবশ্যকতা নাই।

অথ স্কন্দ পুরাণে।

বিংশতিহস্তবিস্তীর্ণং বিল্বক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতং দেব ব্রতাদিকং তত্রপুরশ্চরণপূজনং। মালূরারোহণে জন্তোঃ সর্ব্বং কোটিগুণম্ভবেৎ তস্মাৎক্ষেত্রং গরিষ্ঠঞ্চ সন্দেহোনাত্রবিদ্যতে। বিল্বধাত্রীদ্বয়োর্মধ্যে সদা বহতি জাহ্নবী, অত্রযৎ কুরুতে কিঞ্চিত্তদক্ষয় মুদাহৃতং।

অত্রধাত্রী মাহাত্ম্য।

ধাত্রীবৃক্ষং সমাশ্রিত্য বসন্তি ত্রিদশেশ্বরাঃ ধাত্রীফলঞ্চ সংস্পৃষ্টা যোদদাদ্বিনমালিনে। কুলকোটি সমুদ্ধৃত্য মোদতে হরিমন্দিরে।

অর্থ। শিবক্রমক্ষেত্র বিস্তারে বিংশতি ধনু পরিমিত, এই শিবক্রম সোপানে অর্থাৎ মূলে মানবগণ দেবব্রত নিয়মাদি কার্য্য কি পুরশ্চরণ কিংবা পূজা করিলে সকল কার্য্যেরই কোটিগুণ ফল লাভ হয়। অতএব শিবক্রমক্ষেত্র যে সকল ক্ষেত্র হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার সংশয় নাই। শ্রীফল ও ধাত্রী এই দুয়ের মধ্যে ভাগীরথী সর্ব্বদা বহমান। এস্থলে যে কোন কার্য্য করা হয়, তাহা অক্ষয় মনে করিবে। ধাত্রী অর্থাৎ আমলকী আশ্রয় করিয়া ত্রিদশেশ্বরদেবতা সকল নিয়ত বাস করিতেছেন, ধাত্রীফল আহরণ করিয়া যে মনুষ্য ভগবান নারায়ণোদ্দেশে প্রদান করে, সে ব্যক্তি কোটিকুল উদ্ধার করিয়া শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে পরমানন্দে বাস করেন।

অথ পদ্মপুরাণে নারায়ণ উবাচ।

মূলদেশে বসেদ্ব্রহ্মা মধ্যে বিষ্ণুর্বসেৎসদা। শাখায়াং শঙ্করস্তিষ্ঠেৎতীর্থানি প্রতিপত্রকে। তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং যেনৈবেকুরুতে যদি, গয়াশ্রাদ্ধং কৃতস্তেন শতাব্দা নাত্রসংশয়ঃ॥ তুলসীপত্র মাশ্রিত্য বসন্তি ত্রিদশেশ্বরাঃ। তত্রৈব গঙ্গাবসতে সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থকঃ। বিনাচ তুলসী-

পত্রৈর্যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ, নিষ্ফলং জায়তে স্বাস্তব সঙ্কল্পাদি নচান্যথা। দৈবযোগাদিষ্টকাদৌর্মূলমাসাদ্য ভক্তিতঃ। উদ্ধৃ চন্দ্রাতপং দত্বা সাক্ষান্নারায়ণোভবেৎ। এতৎক্ষেত্রবরে পুণ্যে যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। কিংবা দানঞ্চ ধ্যানঞ্চ তদনন্তং নসংশয়ঃ॥ দৈবযোগাত্তস্য মূলে, যে ত্যজন্তি কলেবরং, মানুষাঃ পশুকীট দ্যা স্তেপিযান্তি পরাংগতিং। এতৎক্ষেত্রবরং শ্রেষ্ঠ তুলসীবনাখ্যাতি ভূতলে, বর্ণিতুং নৈব শক্নোমি কিংপুনঃ পঞ্চবক্ত্রতঃ। গুপ্তবারাণসী খ্যাতা দেবৈরপি সুদুর্লভা, যথাবারাণসীক্ষেত্রং ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতং। যথা মায়াচ মথুরা অযোধ্যা কাঞ্চিস্তথৈবচ, অবন্তীনগরঞ্চৈব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবৎ। তস্মান্নারায়ণক্ষেত্রং ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতং। এতৎক্ষেত্র বরে পুণ্যে ভারতং শ্রূয়তে যদি। সহস্রঞ্চকৃতং তেন নরমেধাশ্বমেধকং। প্রোক্তকস্থ রামাঙ্গাম্মাং শ্রূয়তেনৈরন্তুত্তমং। পলায়ন্তেচ পাপানি সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ। ফলপুষ্প সমাযুক্তং ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতং। মহাত্মাং শৃণুয়াদ্যস্তু নিত্যং যেকমল নরে তস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা বাঞ্ছন্তু সর্ব্বদা।

অর্থ—তুলসীর মূলদেশে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে বিষ্ণু, শাখাতে শঙ্কর, প্রতিপত্রে তীর্থ সকল স্থিত আছেন; তুলসী কাননে যদি মানবসমূহ শ্রাদ্ধ করে, তবে শত বর্ষ গয়াশ্রাদ্ধের ফললাভ হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তুলসীর

পাদোদক আশ্রয় করিয়া ত্রিদশেশ্বর দেবতাগণ নিয়ত বাস করেন, এবং সার্দ্ধ ত্রিকোটিতীর্থ সমভিব্যাহারে স্বয়ং ভাগিরথীও পরিবাসিনী হন; তুলসীপত্র বিনা মনুষ্যগণ যে সকল কর্ম্ম করে, সঙ্কল্পাদি সহিত সেই কর্ম্ম সমূহ নিষ্ফল হয়; ভক্তিভাবে দৈবযোগাধীন যদি ক্ষেত্রের মূল গ্রহণ করিয়া ইষ্টকাদিদ্বারা উর্দ্ধদেশে চন্দ্রাতপ প্রদান করে, তবে সেইক্ষেত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ স্বরূপ হয়; এরূপ পুণ্য পূর্ণক্ষেত্রে মনুষ্যগণ যে কিছু দান কিংবা ধ্যান করে সে সকলি অনন্ত অর্থাৎ সংখ্যাতীত পরিগণিত হয়, এবিষয়ে মাত্রও সংশয় নাই। দৈবযোগে এই ক্ষেত্রের মূল দেশে দেহত্যাগ হইলে মনুষ্য কিংবা পশু অথবা কীটাদি হউক না কেন, নিশ্চয় পরমমোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। এই ক্ষেত্র যার পরনাই উৎকৃষ্ট, পৃথিবীতে কিছুই ইহার তুল্য হইতে পারেনা। যাঁহার মাহাত্ম্য আমি ও পঞ্চানন বর্ণনা করিতে অশক্ত অন্যে কি কহিবে? ইনি গুপ্ত বারাণসী বলিয়া খ্যাত এবং দেবতাদিগের অতি দুঃখে পরিলভ্য ধন হইয়াছেন। যেমত কাশী ক্ষেত্র এবং মায়া মথুরা অযোধ্যা কাঞ্চি অবন্তী নগর পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, ইহারা ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন, তাহা হইতে এই নারায়ণ ক্ষেত্র, ক্ষেত্র-শ্রেষ্ঠ জানিবে। এই ক্ষেত্রোত্তম পুণ্যময় স্থলে মহাভারত শ্রবণ করিলে সহস্র নরমেধ এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়; যে ব্যক্তি ইহার অত্যুত্তম মা-

হাত্মা প্রাতঃকালে শ্রবণ করে তাহার শরীর হইতে কেশরিমর্দ্দী কুরঙ্গের ন্যায় পাপ সকল পলায়ন করে। হে কমলাননে! ফল এবং পুষ্পযুক্ত ক্ষেত্রকেই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ বলা যায়, তন্মাহাত্ম্য যে মানব নিত্য শ্রবণ করে, দেবগণও তাহার সন্দর্শন সকল সময়ে বাঞ্ছা করেন। *

অথ ভবিষ্য পুরাণে।

প্রয়াগে পুষ্করেচৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নাত্বা যৎফলমাপ্নোতি, তদ্ধাত্রীবৃক্ষদর্শনাৎ। বিস্তরং দ্রুক্ততং কৃত্বা-ধাত্রীবৃক্ষস্য সেবকঃ স ব্যক্তি স্বর্গলোকস্থ তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। বরদা ধাত্রি পুণ্যদা মুক্তিদায়িনী মুক্তিং প্রয়ান্তি তে লোকা জন্মজন্মান্তরাদপি। যৎপুণ্যং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বতীর্থানি সেবনাৎ, তৎপুণ্যং লভতে লোক ধাত্রী বৃক্ষস্য দর্শনাৎ। বিশাকৈ যত্র ধাত্রি চ ফলপুষ্পসমন্বিতা তত্রৈব সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি ভুবন ত্রয়াৎ। ধাত্রি বৃক্ষতলে স্থিত্বা দেহং ত্যজন্তি যে নরাঃ, সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত স্তেপিযান্তি পরাঙ্গতিং।

অর্থ—প্রয়াগে, পুষ্করে, গঙ্গাসাগরে অবগাহন করিলে মনুষ্যেরা যে সকল ফল প্রাপ্ত হয়, ধাত্রী বৃক্ষ-অর্চ্চক

---

* মহাপণ্ডিতগণ তুলসীব্যতীত গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডার্পণ এবং বিল্ব পত্রবিনা কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা হইতে পারে না। অতএব বিল্ব ও তুলসী পত্র কিরূপ শ্রেষ্ঠ ও ফলদায়ক প্রণিধান করিবেন।

মানবকুল বহু দুষ্কৃত কর্ম্ম ক'রলেও স্বর্গগামী হইয়া সর্ব্বদা স্বর্গে অবস্থান করিবে। ধাত্রী পুণ্যদাত্রী, শুভকরী ও বরদায়িনী অথচ মুক্তিদায়িনী হন ; ইনি মানবগণের জন্মজন্মান্তরেও মোক্ষ প্রদান করেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা যে সকল পুণ্য লাভ হয়, ধাত্রী বৃক্ষ দর্শনেই সেই পুণ্যসমূহ লভ্য হইয়া থাকে ; ফল এবং পুষ্পযুক্তা ধাত্রী যেস্থানে পরিস্থিতা হন, সে স্থানে ত্রিভুবনস্থ সকল তীর্থ স্থিত থাকেন। ধাত্রী বৃক্ষতলে স্থিত হইয়া মনুষ্যেরা দেহত্যাগ ক'রলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

অথ ব্রহ্ম পুরাণে।

করবীরজবামূলে বিল্বে বা নগনন্দিনি ? অত্র প্রাণ পরিত্যাগাৎ কাশীবাসেন কিং পুনঃ। অথ পুণ্যক্ষেত্র নিরূপণং॥ জবাচ করবীরশ্চ বিল্ব ধাত্র্যৈবচ, তুলসীচ মহাভাগা পঞ্চ পুণ্যপ্রদায়কাঃ। ধাত্রীবৃক্ষতলে স্নানং নরো বৈ কুরুতে যদি অশ্বমেধকৃতস্তেন সত্য মেতন্নসংশয়ঃ। তস্য পত্রফলৈর্ব্বাপি পরিপূজ্যো মহেশ্বরঃ তুষ্টোভবেন্নীলকণ্ঠ স্তদাকিং ন দদাতিচ। ধাত্রী বৃক্ষং সমাশ্রিত্য সার্দ্ধহস্তশতত্রয়ং হরিক্ষেত্রং বিজানীয়াত্র কার্য্যবিচারণা। দ্বাদশহস্তবরং ক্ষেত্রং বিষ্ণু-ক্ষেত্রং নরাধিপ। যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে যত্র অশ্বমেধফলং লভেৎ। তুলসি পঞ্চবটীষত্র রোপয়েদ্বিল্বকান্বিতঃ পৃথিব্যাং মর্দ্দিকং

যর্থং কৃতং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। দুর্লভঞ্চ কুরুক্ষেত্রং কন্যাদান শতানিচ, চান্দ্রায়ণসহস্রানি রাজপেয়শতানিচ। অশ্বমেধ-সহস্রানি অগ্নিষ্টোমাযুতাযুতৈঃ সর্ব্বতীর্থং কৃতংতেন সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতং। ধাত্রীবৃক্ষং শিরে কৃত্বা সুহৃদ্ভিঃ সহিতং-গতঃ। রোপয়েদ্ভক্তিভাবেন স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ॥ দ্বাদশহস্তবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ। উত্তরে বিল্ব সংস্থাপ্য মনিমানন্তরেপিচ। মধ্যে গঙ্গা বসেন্নিত্যং সর্ব্ব-তীর্থসমন্বিতা। পশ্চিমোর্দ্ধদমন্বিতষ্ঠেৎ স্থিরচ্ছায়া সুপা-শ্রুতঃ তেনার্চ্চিতানি লিঙ্গানি কোটি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। পশ্চিমে করবীরঞ্চ হস্তমেকাদশান্তরে, তদুত্তরে জবাচৈব বিহস্তনাত্র সংশয়ঃ। এতস্মানান্তরে যাম্যে পাণ্ডবং শ্বেত-মেবচ, শোভাৰ্থং রোপয়েদ্ধীমান্ করবীরঞ্চ সর্ব্বথা। নো-ত্তরে রোপয়েৎ শ্বেতং করবীরঞ্চ দক্ষিণে শত মষ্টোত্তরং যাম্যেস্থানং বাপি হরিপ্রিয়ে॥

অর্থ—হে পর্ব্বতাত্মজে! করবীর জবা বা শ্রীফল বৃক্ষমূলে প্রাণত্যাগ হইলে কাশীবাসে তাহার নিষ্প্রয়ো-জন। জবা, করবীর, শ্রীফল, ধাত্রা ও তুলসী মহাপুণ্য প্র-দায়ক কানন; সুতরাং ইহাদিগকে পুণ্যক্ষেত্র কহাযায়। ধাত্রী বৃক্ষ-তলে স্নান করিলে মনুষ্যেরা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; যাঁহার সন্তোষ দ্বারা সকলই লাভ হইতে পারে, ধাত্রী পত্র কিম্বা ফল দ্বারা সেই জগদীশ্বর শঙ্কর অর্চ্চিত হইলে বৎপ-রোনাস্তি পরিতুষ্ট হন, ধাত্রীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া সান্ধিক-

শত হস্ত পর্য্যন্ত হরিক্ষেত্র জানিবে ; ইহাতে কার্য্য বিচার নাই।

দ্বাদশ হস্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বক্ষ্য ক্ষেত্র, সেস্থলে যে কিছু দান করা করা যায় তাহা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলদায়ক হয়। অতএব এরূপ পঞ্চবটীকে যে মনুষ্য ভক্তি করিয়া রোপণ করে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্ম তাহাদ্বারা কৃত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অতিশয় ভক্তিক্রমে ধাত্রীতরু মস্তকোপরি করিয়া আনয়নপূর্ব্বক সুহৃদ্বন্ধুগণের সহিত যে স্বজনগণ সমারোপণ করেন, সেই মনুষ্যগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তুলা ভস্মান কুরুক্ষেত্র, শত কন্যাদান সহস্র চান্দ্রায়ন, শত রাজসূয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, অযুতাযুত অগ্নিষ্টোম, সর্ব্বস্থ নীর তীর্থ, এসকল সাধন জন্য যে ফল তৎসমুদয়ের পরিভোগী হন। ক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ হস্ত বিস্তার, বিধানক্রমে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্ত হস্ত ব্যবহিত উত্তরদিগে বিল্ব সংস্থাপন করিলে সর্ব্বদা সর্ব্ব তীর্থ সহকারে স্বয়ং জাহ্নবী তথায় সংস্থিতা হন। যদ্যপি পঞ্চবটীক্ষেত্রে কোন পথিক স্থিত হইয়া ছায়াবলম্বী হয়, তবে তাহার কোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চনের ফল লাভ হয়, ইহা যথার্থ বলিয়া মানিবে, সংশয় করিবে না। ক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে একাদশ হস্ত অন্তরে করবীর রোপিত করিয়া তাহার দ্বিহস্ত উত্তরে জবা স্থাপন করিবে, জবার দ্বিহস্ত ব্যবহিতে দক্ষিণদিকে পাণ্ডব ও শ্বেত জবা রোপণ ক-

রিয়াৎ ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধনার্থ পণ্ডিত মানবেরা সর্ব্ব প্রকার করবীর স্থাপন করিবে; কিন্তু উত্তরদিগে শ্বেত বর্ণ করবীর রোপণ করিবে না, দক্ষিণে রোপণ করিবে। তদ্ভিন্ন দক্ষিণদিগে অষ্টোত্তর শত কিংবা তন্ন্যূন তুলসী রোপণ করিবে।

অথ নন্দিতন্ত্রে।

নৈঋতোগ্নিমূলে নেক্ষত্যাগোভবেদ্ যদি, পিশাচত্ব মবাপ্নোতি তস্মান্নিম্বং নরোপয়েৎ।

ইতি বেদাগম পুরাণসম্মত গুপ্তবারাণসী এবং নারায়ণক্ষেত্র মাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

অর্থ। ক্ষেত্র মধ্যে নিম্ব বৃক্ষ স্থাপন করিবে না, যেহেতু তন্মূলে দেহত্যাগ হইলে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা নন্দিতন্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইতি বেদাগম পুরাণ সম্মত গুপ্তবারাণসী এবং নারায়ণ ক্ষেত্র মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

অথ ক্ষেত্রস্থাপননিয়মঃ।

এক হস্তোচ্ছ্রিতাং চতুর্দ্দিক্ষু দ্বাদশহস্তমিতাং বেদিং নির্ম্মায় পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে ধাত্রীং সংরোপ্য তদুত্তরে সপ্ত হস্তাৎ পরং বিল্বং রোপয়েৎ। ধাত্রীবৃক্ষস্য পশ্চিমে একাদশ হস্তাৎ পরং করবীরং সংরোপ্য উত্তরে হস্তদ্বয়াৎ পরং জবাং রোপয়েৎ। বেদ্যা দক্ষিণাংশে তুলস্যষ্টোত্তর-

শতং তস্মান্নং বা রোপয়েৎ,বেদ্যা দক্ষিণাংশে শ্বেতকরবীরং শ্বেতপাণ্ডব জবাঞ্চ শোভার্থং রোপয়েৎ।

অর্থ—উচ্চ একহস্ত হইয়া চারিদিগে দ্বাদশহস্ত পরিমিত বৈদি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণকোণে আমলকী রোপণ করিবে, তাহার উত্তর ভাগে সপ্ত হস্তান্তর বিল্ববৃক্ষ স্থাপন করিয়া আমলকী বৃক্ষের পশ্চিম দিকে একাদশ হস্ত ব্যবধানে করবীর রোপণ পূর্ব্বক, করবীর উত্তরে দ্বিহস্ত অন্তর জবা রোপণ করিবে। বেদির দক্ষিণাংশে তুলসী অষ্টোত্তর শত কিংবা ইহার ন্যূন রোপণ করিবে, বেদির দক্ষিণাংশে শ্বেত করবীর এবং শ্বেত জবা শোভার নিমিত্ত রোপণ করিবে।

দ্বিতীয় প্রকার পঞ্চবটী প্রমাণ।

স্কন্দ পুরাণে।

অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককং বটী পঞ্চক মিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চ দিক্ষুচ। অশ্বত্থংস্থাপয়েৎ প্রাচিং বিল্ব মুত্তরভাগতঃ বটং পশ্চিমভাগেতু, ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্য তপস্যার্থং সুরেশ্বরি। মধ্যেবেদিং চতুর্হস্তাং সুন্দরি সুমোনহরাং প্রতিষ্ঠা কারয়েত্তস্যাঃ পঞ্চবটোত্তরং শিবে, অনন্ত ফলদাত্রী সা তপস্যাফলদায়িনী।

কিন্তু এই যে দ্বিতীয় প্রকার পঞ্চবটী, ইহা তপস্যার্থ স্থাপন করার বিধি বটে; মৃত্যু জন্য স্থাপিত করা বিধি প্রতিপাদ্য নহে। বিল, ধাত্রী, জবা, করবীর, তুলসী এই

পঞ্চবটীই বেদাগম পুরাণ সম্মত, চরমে ব্যবহার্য্য ও মৃত্যু সময়ে মোক্ষ প্রদায়ক বটেন ইতি।

হে যুবকগণ! আপনাদের বয়স অল্প বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিতে বিরত হইবেন না। মৃত্যুর নিকট যুবাবৃদ্ধ পরিজ্ঞানে তাগাত্যাগের নিয়ম নাই; দেখা যাইতেছে যে সেই অকরুণ মৃত্যু মহা প্রাচীনকেও জীবিত রাখিয়া অতি অল্পবয়স্ক যুবককে গ্রহণ করিতেছেন। অতএব নিবেদন আপনারা মৃত্যুর আক্রমণ হইতে নিশ্চিন্ত না হইয়া এতৎ পুস্তক পাঠ বা শ্রবণে বিশেষ মনোযোগী হউন, তাহা হইলে অল্প বয়সের অনুশীলন বিধায় দৃঢ়-রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তির উদয় হইবে এবং চরম-কাল উপস্থিত হইলে, তৎসময় সেই ভক্তিসহ পঞ্চ বটী আ-শ্রয় করিয়া অক্ষয় অমৃতরূপ মোক্ষ ফল লাভ করিতে পা-রিবেন সন্দেহ নাই। *

হে মহোদয়গণ! নর-আত্মা দেহত্যাগ করিলে পর

* মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতিনিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং, মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু-বিদিত্বা॥ মোহমুদ্গার

অর্থ। হে মানব, ধনজন যৌবনের গর্ব্ব করিওনা, কাল নিমেষমধ্যে সকলই হরণ করিতে পারে; এই জগত মায়া-ময় ইহা ত্যাগ করিয়া জ্ঞান যোগে শীঘ্র ব্রহ্ম পদে প্রবেশ-কর॥

বান্ধবগণ পক্ষে যাহা নিষেধ এবং বিধি, অধুনা তাহা প্রকটন করিতেছি বিদিত হইবেন।

শুদ্ধিতত্ত্বে।

শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্ম্মুক্তং প্রেতোভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ অতোন রোদিতব্যংহি, ক্রিয়া কার্য্যাবিধানতঃ।

অর্থ—বান্ধববর্গের পরিত্যক্ত শ্লেষ্মাশ্রু প্রেত অবস্থাপন্ন মৃতের আত্মা অবশভাবে ভক্ষণ করে, অতএব বান্ধব বর্গেরা রোদন করিবে না। বিধিমতে ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।

বান্ধব কাহাকে বলে তদ্বিবরণ লিপি করিতেছি। ঋষিবাক্য এই;—

উৎসবে ব্যসনেচৈব, দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে, রাজদ্বারে শ্মশানেচ, যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

অর্থ—উৎসবে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, শত্রুসহ বিবাদে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে উপস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি সহায়তা করে, সেই ব্যক্তিই বান্ধব।

আহা! এই বান্ধবতা কেবল মানবমণ্ডলীতে কেন, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জন্তুমধ্যেও স্পষ্টরূপে বিলোকিত হয়। বিহঙ্গম মধ্যে কাক অতি জঘন্য, তাহারাও আহার ঘটিত উৎসব সময়ে স্বীয় বান্ধববর্গকে আহ্বান করে এবং তদনুসারে অন্যান্য কাক সমাগত হইয়া একত্রে ভোজন করতঃ সন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। তদ্ভিন্ন সেই বায়সগণ

মধ্যে কোন একটি কাক শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বহু সংখ্যক বায়স উপস্থিত হইয়া বিপদগ্রস্ত কাককে উদ্ধার করার চেষ্টা করে এবং কোন কাকের মৃত্যু হইলে যদি তাহার মৃত শরীর অতি দূরস্থিত স্থান হইতেও দর্শন করে, তবে একান্তই তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় জাতীয় নিয়মমতে সেই মৃত কাকের সৎকার স্বরূপ আক্ষেপ ধ্বনি করিতে থাকে। সুতরাং ইত্যাকার নানা কারণ দৃষ্টে আত্মীয়গণ সহিত বান্ধবতা রক্ষা করা বিশ্বকর্ত্তার নিরূপিত নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি না এবং নিরূপিত নিয়ম হইলে তাহা মানবগণ কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত হওয়া মহাপাতকের কার্য্য কি না বিজ্ঞ মহোদয়গণই তাহার বিচার করিবেন।

ইদানীং হিন্দুকুল মধ্যে এই এক কুব্যবহার বিলোকিত হইতেছে যে, কোন মানবের দেহ ত্যাগ হইলে পর প্রায় বান্ধবগণই তৎসৎকার সম্পাদনের জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইতে অনিচ্ছুক হন এবং সেই অনিচ্ছার কারণ প্রদর্শন-নিমিত্ত কতই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন, কত ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিতে থাকেন যে তাহার সীমা নাই। তাঁহারা মনে করেন না যে, এই সৎকার্য্য সাধনে বিরত হইলে এবং বান্ধবতাধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে কি ভয়ানক পাপী হইতে হইবে, কিরূপ অশ্রদ্ধার ভাজন হইতে হইবে এবং তদ্ভিন্ন ইত্যাকার

কার্য্য সাধনসময়ে ভগ্নমনা বান্ধব দ্বারা কি প্রকার প্রতি ফল ভোগ করিতে হইবে!

হে মহোদয়গণ! যে ব্যক্তি বান্ধব কি আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত বটেন, তিনি জন্মজন্মান্তরের জন্য বিদায় গ্রহণ করার সময়ে যদি আমরা তাঁহার অন্তিমকালীয় কার্য্য সাধনে বিমুখ হই, তবে তাহা যে মহাকলুষকর কর্ম্ম এবং মনুষ্য দেহের অনুচিত কার্য্য হইবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আহা! পক্ষিগণের এরূপ ভদ্র ব্যবহার দর্শন করিয়াও কি আমাদের জ্ঞানের চৈতন্য হইবে না? এবং চিত্তকে দয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আমরা ব্যগ্র হইবনা? যদি না হই, তবে বলুন দেখি মানবকলেবরের শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে স্থিরতর থাকিবে? এবং যৎকালে ধর্ম্মরাজ কর্তৃক প্রশ্ন হইবে যে, তোমরা মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হইয়া এরূপ সৎকার্য্য না করিয়া দুষ্কৃত লাভ করিলে কেন? তখন কি উত্তর করিয়া আত্ম সংরক্ষণে সক্ষম হইব? পাঠক মহাশয়গণ! কেবল শুক্ল কি চিত্র বিচিত্র বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়াযায় এরূপ নহে; কিন্তু কি পুণ্যাত্মা শব্দে বাচ্য হইবার অভিলাষ হইলে, তদনুরূপ কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিবেন। যদি দয়া ইত্যাদি ভদ্র ব্যবহার ব্যতীত কেবল শরীরস্থ ধবল ও চিত্র বিচিত্র বসনের প্রভাবেই ধর্ম্মশীল ও সভ্য হওয়া যায়, তবে শুক্ল ও বিচিত্র আচ্ছা-

দনে আচ্ছাদিত বক ও শিখি এই দুই পক্ষী ধার্ম্মিক ও সভ্য বলিয়া পরিগণিত না হইবে কেন ? অবশ্যই হইবে।

হে মহাপুরুষগণ এস্থলে আর একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ; দেহত্যাগ হওনান্তর দ্বাদশদণ্ড অতীতে যে সৎকার করার বিধি আমাদের শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, ঐবিধিমতে কার্য্য সম্পাদন হইতে অধিক স্থলেই দেখা যায়না। ১২৮১ সনের পৌষ মাসের ভ্রমর পত্রিকার ২১৯ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্তের লেখা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বিলাতে ও ফ্রান্সে ৩ জন এবং গাজিপুরে একজন ব্রাহ্মণ মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে পর শ্মশান ও সমাধি স্থলের নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপন আলয়ে আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞ ডাক্তরগণ বলেন সৎকার বিষয়ে অন্যূন ১২ ঘণ্টাকাল বিলম্ব করা উচিত। শ্বাস ও স্পন্দহীনত মূর্চ্ছা ও অন্যান্য বহু রোগেও হইয়া থাকে ; যদি সবিস্তাররূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তবে উপরোক্ত পৃষ্ঠা কতিপয় দেখুন। মহাশয়গণ আমাদের শাস্ত্র-মর্ম্ম অতিনিগূঢ়, সেই শাস্ত্রবিধিমতে সৎকার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া যে অতীব উচিত অনুভব করিবেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই পঞ্চবৃক্ষ যদ্দ্বারা পঞ্চবটী গঠিত হয় তদুপরি বিশ্বকর্ত্তার এত কৃপা হইল কেন ? উত্তর এই, পৃথিবীমধ্যে যত প্রাণী আছে, সমুদয় প্রাণীই কামক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি ষড়রিপুর বশীভূত ; কিন্তু প্রাণবিশিষ্ট বৃক্ষ কু-

জ্ঞপানছে, ইহারা সেই ষড়রিপু হইতে বিমুক্ত। বিশেষ বৃক্ষগণ যে প্রকার পৃথিবীস্থ প্রাণিবর্গের উপকার সাধন করে ত-দ্রূপ উপকারী অন্যান্য প্রাণী মধ্যে অতি বিরল। দেখুন ত-রুগণের ও লতিকা নিচয়ের ফলমূল পুষ্প পত্র বল্কল ত্বক, মজ্জা রস ও ছায়া দ্বারা প্রাণীসমূহের কিরূপ উপকার হইতেছে। কোন কোন বৃক্ষ ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া, কোন কোন বৃক্ষ ঔষধরূপী হইয়া এবং কোন কোন বৃক্ষ অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া, প্রাণি সমূহের মহোপকার করিতেছে। আহা! বৃক্ষগণ কেবল জীবিত অবস্থাতে কেন মৃত হইলেও স্বীয় শরীর দ্বারা বহুতর উপকার সাধন ক-করিয়া থাকে। আর ইহাও অসত্য নয় যে, বৃক্ষ যাহার ভূ-মিতে বাস্তব্য করে নিরূপিত সময়ে কর স্বরূপ ফল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণের প্রার্থনা ভূস্বামী সমীপে বি-দিত করিতে থাকে। তদ্ভিন্ন ইহাও দেদীপ্যমান যে, কেহ ছে-দন করিতে গেলেও বৃক্ষ তাহাকে ছায়া দানে বিরত হয়না এবং ছেদন জন্য ক্রোধ কি বিরক্তি প্রকাশ করে না। সু-তরাং যে বৃক্ষগণ ঋষিতুল্য ষড়রিপু বর্জ্জিত, যাহাদের তুল্য নিঃস্বার্থ পরোপকারী পৃথিবী মধ্যে আর নাই; * এবম্প্র-

* ভাগবতে মহারাজ যযাতির পুত্র যদু মহাত্মার শিক্ষা প্রসঙ্গে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জ্ঞানশিক্ষার নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তন্মধ্যে পৃথিবীর নিকট ধৈর্য্য, বৃ-ক্ষের নিকট পরোপকার ইত্যাদি জ্ঞানশিক্ষার উপদেশ

ক্ষার উক্ত প্রতি ত্রিলোককর্ত্তার কৃপা হওয়া অবশ্যই বিচারসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, বৃক্ষ নানা প্রকার আছে, কিন্তু অন্য বিটপী প্রতি সেই সর্ব্বেশ্বরের বিশেষ কৃপা না হইয়া, কেবল এই পঞ্চবটী বৃক্ষের প্রতিই যে কৃপা হলে তাহার কারণ কি? উত্তর এই,—ইহারা পূর্ব্বজন্মে অতিসাধক ছিল, অতএব স্বীয়সাধনাগুণে জগদীশ্বরের কৃপাভাজন হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল, যে পঞ্চবটীর আদি বিবরণ বিশেষরূপে লিপি করি কিন্তু তাহা করিলে পুস্তক অতি বড় হয়, অতএব তাহা লিপি করা হইতে বিরত রহিলাম।

হে মহোদয়গণ! জগৎকর্ত্তা মহেশ্বর জগদ্বন্ধু ও জগন্নিস্তারক; প্রাণীমাত্রকে নিস্তার করার জন্য তাঁহার যেরূপ দয়া ও ইচ্ছা বোধ করি সেই জগদ্বন্ধু উদ্দেশে প্রাণিগণের চিরবন্ধু তাহার কোটি অংশের একাংশও নাই। প্রণিধান করুন যদি গঙ্গাদেবী কেবল মূর্ত্তিরূপা থাকি-

---

আছে। অতএব বিবেচনা করিবেন যে পৃথিবীর মধ্যে বৃক্ষ আমাদের কিরূপ পরোপকারী।

১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখের প্রভাকরের ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮ পৃষ্ঠাতে উক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জ্ঞান শিক্ষার বিবরণ লিপি আছে। তাহা দৃষ্টি করিলেই পৃথিবী হইতে উদ্ভূত বৃক্ষ পরোপকার সাধন বিষয়ে কিরূপ প্রধান তাহা বিস্তাররূপে প্রকাশ হইবেক

তেম ভবে পৃথিবীস্থ অধিকাংশ মানব ও কীট পতঙ্গাদি কখনও তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিতে পারিতনা ; এতদ্বিবেচনাতেই সেই ত্রিলোক নিস্তারিণী সুরধুনী দয়ার্দ্রচিত্তে জলরূপা হইয়া নানা স্থানে বিশেষ ব্যাপ্ত হওতঃ মনুষ্য অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রাণিগণকে বিধান নিস্তার করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি অতি দূর দেশে অবস্থান করে, তাহাদিগকে স্বীয় নীর প্রেরণ পূর্ব্বক এবং দূরস্থিত ব্যক্তিদিগের মৃত শরীরের অস্থি গ্রহণ দ্বারা উহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেছেন। এতদৃষ্টে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পঞ্চবটীরূপে যে সেই বিশ্বকর্ত্তা নানা স্থলে এবং প্রত্যেক ভদ্রাসনে অবস্থানের নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, *তাহার উদ্দেশ্যও প্রাণিবর্গ অনায়াসে ত্রাণ হওয়ার* জন্যই বটে। ধন্য সেই বিশ্বকর্ত্তার দয়া, ধন্য সেই বিশ্বেশ্বরের বাৎসল্য।

হে নিরাকার উপাসকগণ, আপনারা আমাদিগের এবম্প্রকার সাকারোপাসনার প্রতি দোষারোপ করিবেন না কারণ আপনারাও সেই সাকার বাদীই বটেন। বাইবেল পুস্তকে লিখা আছে যে, খ্রীষ্টের বেপ্টাইজ অর্থাৎ দীক্ষাকালে পরমেশ্বর ঘুঘু দেহ ধারণ করিয়া খ্রীষ্টের মস্তকোপরি অবতরণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত খ্রীষ্ট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল বাক্যদ্বারা কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য, মুদিত চক্ষুর্দ্বয় বিকসিত এবং অস্ফুরিত বাক্য স্ফুট

করিয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন প্রাণদানে মৃতদেহ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের খোলাসতল্ আম্বিয়া নামক পুস্তকে লিখা আছে, মুসাকে তদীয় চকমকী বলিল, তোমাকে অগ্নি দিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা নাই। তচ্ছ্রবণানন্তর মুসা তুরনামক পর্ব্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুলবৃক্ষের ন্যায় অগ্নিরাশি দর্শন করেন এবং সেই অগ্নিতে স্বীয় যষ্টি সংলগ্ন করায় তন্মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করে না।

প্রায়ই দৃষ্ট হয়, নব্য ব্রাহ্মেরা গান, স্তব এবং বক্তৃতাতে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, 'হে পরম পিতা পরমেশ্বর তোমার পাদপদ্মে আমাদিগকে স্থান দান কর।' অতএব বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর উক্ত নিরাকারবাদিগণ মধ্যেও সময়ে সময়ে সাকারভাবে বিলোকিত ও কল্পিত হইতেছেন। তিনি তাহাদের মতেও সাকাররূপী ও সাকার প্রবাচিত হন কি না, বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণই বিচার করুন। আর ইহাও বিদিত করিতেছি, পরমকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর জীব নিস্তার জন্য অবতীর্ণ হইতে হইলে, যে বৃক্ষ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনে পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় দয়া ও বিচারক্রমে সেই বৃক্ষে আবির্ভূত হওয়া যুক্তিযুক্ত, কি ঘুঘু প্রভৃতি রূপ ধারণ করা বিচারসিদ্ধ, তদ্বিষয়েরও বিচার করিবেন। যে ব্যক্তি অহরহঃ সর্ব্বসাধারণের হিতকার্য্য সাধন করে, সম্রাট তাহার প্রতি দয়া প্রচার করিয়া অবশ্যই তাহাকে অত্যচ্চ সম্মান প্রদান করেন,-

ও পাদকরূপে তাহার গলদেশে বিদোলিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত ব্যবহারী, তাহার প্রতি তদ্রূপ দয়া কখনও প্রকাশ করেন না।

হে মহাশয়গণ। পরমেশ্বর যে অসীম দয়াপূর্ণ ও দয়াময় ইহা সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন; কিন্তু দেখিতেছি, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এরূপ বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, প্রাণীর দেহত্যাগ হওনান্তর পৃথিবীর চরম অবস্থায় অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া প্রতিফল প্রদান করিবেন। অতএব বলিতেছি কোটি কোটি বৎসর পর্য্যন্ত বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, কি বিচার হয়, কি শাস্তি হয়, এই চিন্তা আগুণে মৃত আত্মাকে বিদগ্ধ করা দয়ার কার্য্য, কি আত্মা দেহত্যাগ করা মাত্রই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত স্থানে ও তুলসী ইত্যাদির মাহাত্ম্য গুণে মুক্তি প্রদান করা দয়ার চিহ্ন, বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক তদ্বিষয়েরও বিচার হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছা।

হে হিন্দুমহোদয়গণ হিন্দুধর্ম্ম অতীব শ্রেষ্ঠ; হিন্দুদিগের যত ক্রিয়াকলাপ আছে, সকল কর্ম্মেই ঈশ্বরের নাম উল্লেখ ও স্তোত্র ইত্যাদি যে যে কর্ম্মে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, তৎসমুদয় সাধনের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ লিখিতে হইলেও পুস্তক অতি বৃহৎ হয়; অতএব

তৎ, আশঙ্কায় অধিক লিপি করা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল একটি কার্য্য মাত্র আপনাদের অবগতির জন্য লিখিলাম। আহার যে নিত্যকর্ম্ম সেই আহারীয় বস্তুও স্বীয় ইষ্টদেবকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ভোজনপাত্রে যে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অন্ন রাখার নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে তাহাও বিড়াল ও কুক্কুর ইত্যাদি প্রাণিগণের ভোজনোদ্দেশ্যে; এরূপ সৎনিয়ম অন্য কোন জাতির মধ্যেই নির্দ্ধারিত নাই; অতএব এসকল বিবেচনাতেই আমি হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছি। আহা কেবল আমি কেন, অন্যজাতীয় সুধী মহোদয়গণও হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। যথা আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা জনসন যে হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে একখানা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনি তন্মধ্যেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন পত্রপ্রেরক লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন,পৃথিবীর সকল লোকেরই হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত কারণ,হিন্দুধর্ম্ম শান্তি ও প্রেমপূর্ণ, বিশেষ উহাতে অনেক বিনয় শিক্ষা দেয়। তদ্রূপ ইউরোপবাসী ব্যক্তিগণ দিন দিন হিন্দু আচারে অগ্রসর হওয়ার নিয়মও বিলক্ষণ রূপ বিলোকিত হইতেছে। যে তিন বেলা স্নান ও মৃত দেহের দাহ করার প্রথা পূর্ব্বে খ্রীস্টানদি-

গের মধ্যে ব্যবহার ছিল না, তাহা এইক্ষণ ইউরোপের কোন কোন স্থানে প্রচলিত হইতেছে *। এতদ্ভিন্ন ইহাও প্রত্যক্ষীভূত, হইতেছে, যে হিন্দুদিগের চির পরিগৃহীত ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন করার রীতি, যাহা অন্য জাতীয় লোকের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল না, ইদানীং সেই সংকীর্ত্তন নিয়ম ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই, বিলক্ষণরূপ প্রচলন হইয়াছে। মহা সমারোহে তাঁহারাও সংপ্রতি স্বীয় আরাধ্য দেবের নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন।

১২৮০ সনের ৫ই শ্রাবণের হিন্দু হিতৈষিণীর লিপি অনুসারে আরো বলিতেছি যে পুনর্জন্ম যাহা খ্রীষ্টান প্রভৃতি নিরাকারোপাসকেরা স্বীকার করিতেন না সংপ্রতি তাহা স্বীকার করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন। প্যারিসস্থ এক ফরাসী রমণী, আত্মা সম্বন্ধে যে একখানা পুস্তক লিখিয়া তৎপ্রচারে উদ্যত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এরূপ অপন মত প্রচার করিয়াছেন যে, মরণের পর আত্মা কতিপয় বৎসর ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মহাশয়গণ হিন্দুগণের ব্যবহার ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা

---

* প্রমাণ ১২৭৮ সনের ২৮ শ্রাবণের ও ১২৮০ সনের ২২ ভাদ্রের হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা ও জল চিকিৎসা পুস্তক।

স্বীকার বিষয়ক নানা ক্রিয়া কর্ম্ম অতীব প্রশংসনীয়। তাঁ-হারা মাতা পিতার অবমাননা করেননা, কেবল জীবিত অ-বস্থাতে কেন মরণান্তেও বৎসর বৎসর কৃতজ্ঞতা সূচক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া মাতা পিতার এবং আপনার সুকৃত সাধন করেন, বাঙ্গালি নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য শ্রাদ্ধাদি নানা কার্য্য ভূস্বামির পূজা করিয়া থাকেন। অধিক কি বলব হেমন্তিক ধান্যচ্ছেদন হইবার পরে তাহার তণ্ডুল প্রথমত নবান্ন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মাতা পিতা ও ভূস্বামী রাজা উদ্দেশে দান করিয়া পরে সেই তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করেন।

এই হিন্দুকুল মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কর্ম্ম যত আছে, বোধ করি অন্য জাতীয় লোক মধ্যে তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। সকল জাতীয় লোকই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ভোজন প্রদান কার্য্যটি অতীব পুণ্য প্রদায়ক, কারণ আহার দ্বারা আত্মার তৃপ্তি ও সন্তোষ বিশেষ-রূপে জন্মিয়া থাকে এবং অন্নদাতাও সেই তৃপ্তি ও স-ন্তোষ স্বচক্ষে বিলোকন করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, যে হিন্দুগণ দুর্গোৎস-বাদি নানা বার্ষিক কার্য্য, শ্রাদ্ধ ও ব্রত নিয়মাদি বহুতর সৎকার্য্যে বৎসর বৎসর যেরূপ ভোজ দিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভোজ দেওয়ার নিয়ম অন্য জাতিমধ্যে অতি বিরল আছে। হিন্দু জাতীয় লোকের মনের মর্ম্ম ও উদ্দেশ

যে জাতি মহৎ এইক্ষণ তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্র-বণ করুন। যাহাদের সহিত পুরুষ পরম্পরা সাক্ষাৎ ও আলাপ নাই, অথবা যাহারা স্বজাতীয় নহে, অন্য জাতি, হিন্দুকুল তর্পণ দ্বারা সে সকল জাতীর মৃত লোককেও জল প্রদান করিয়া থাকেন। "আব্রহ্ম ভুবনলোকা দেবর্ষিপিতৃমানবা" ইত্যাদি তর্পণ বচনই তাহার প্রমাণ। অতএব সকল প্রাণীর হিত কামনা বি-ষয়ে হিন্দুকুলের মনের ভাব যে কিরূপ সৎ, বিজ্ঞ মহোদয়গণই তাহা বিবেচনা করিবেন।

মুসলমান ও খ্রীষ্টানজাতীর ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে, মানবগণের মরণ হইবার পর শেষ দিবসে অর্থাৎ মহা-প্রলয় কালে পরমেশ্বর তাহাদের দেহ সমাধি অর্থাৎ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া সেই মৃত ব্যক্তি সমুহের আত্মা সেই দেহে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার করণান্তর প্রতি ফল প্রদান করিবেন। এবিষয়ে আ-মার চিত্তে দুইটি কথা উদয় হইল, একটি এই যে যাহারা দৈব ঘটনায় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তনু ত্যাগ করিয়াছে, অ-থবা নদী কি সমুদ্রে পতিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে কবলিত হইয়াছে, তাহাদের ত দেহ এককালেই নাই অগ্নিতে দগ্ধ ও মৎস্য ইত্যাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তদগতিকে সে সকল দেহ কবরস্থ হইতে ও পারে নাই, সুতরাং এ সকল মানবের কবর

কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা কিছুই বুদ্ধিস্থ হয় না, অথবা হইতেও পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই—মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত যে মৃতদেহ কবরস্থ থাকিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ১০।১৫ বৎসরের কবরস্থ মৃতদেহ অন্বেষণ করিলেই সেই দেহের বিনাশত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোকিত হইয়া থাকে। বিশেষ যাহাদের দেহ অগ্নি দ্বারা ও জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, ও তজ্জনিত কবরস্থ হয় নাই, তাহাদের দেহ কোথা হইতে আসিবে ও কিরূপই বা তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করা হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না অথচ ইহাই বা বোধ হয় যে, পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিগণের দেহ পুনঃ সৃজন করণান্তর তন্মধ্যে মৃত আত্মাকে স্থাপিত করিয়া পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন। দেহে আত্মা পুনঃ সঞ্চারই পুনঃ জন্ম, অতএব যখন উপরোক্ত বিবরণানুসারে মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যেও দেহ সৃজন ও তন্মধ্যে আত্মা স্থাপন করার বিষয় দেখা গেল, তখন উঁহারা যে পুনর্জন্ম অস্বীকার করেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ কি অযৌক্তিক বিজ্ঞ পাঠক প্রণিধান করিবেন।

পদ্য ।

মৃত দেহ শ্মশানেতে নিক্ষেপ করিয়া ।
স্বগণ গমন করে বিমুখ হইয়া ॥
মরণান্তে সঙ্গীয় বান্ধব কেহ নয় ।
কেবল সঙ্গীয় বন্ধু ধর্ম্ম সে সময় ॥
অতএব ধর্ম্ম রত্ন করিলে অর্জ্জন ।
পরকালে সুখ ভোগ হবে বিলক্ষণ ॥

শুন শুন নিবেদন, ধীমান নিচয় ।
হিন্দু ধর্ম্ম উন্নতির ইচ্ছা যদি হয় ॥
যতনে স্থাপন করি পঞ্চবটী চয় ।
হিন্দু ধর্ম্ম পতাকায় কর দেশময় ॥

অশুদ্ধ শোধনী পত্রিকা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৪	পরকালের	পরকালে
ঐ	৭	দৈত্য	ব্রহ্মদৈত্য
ঐ	১৩	প্রতিমূর্ত্তি	মুখের প্রতিমূর্ত্তি
৭	১	করিতেছি	করিতেছে
ঐ	২	অনুসারে	অনুসার যে
৯	২২	যাঁহার	যাঁহারা
১১	১২	তখন কোন	যখন কোন
১২	১১	নৌকার	নৌকায়
১১	২০	দেখিয়াও	দেখিয়া
ঐ	২১	কখনও ধ্বংস	ধ্বংস কখনও
২২	৭	মহাদেব প্রমুখ	মহাদেব প্রভৃতি
২৫	৭	করিলে	হইলে
ঐ	১৩	কালরূপ	কালরূপা
৩৯	১০	বরদাধাত্রী	শুভদা বরদা ধাত্রী
৪১	১	নাস্ত্যত্র	নাস্ত্যত্র
৪৩	৯	ইতি বেদাগম পুরাণস্মৃত ইত্যাদি দুই পংক্তি	ইহা পাঠ হইবে না।
৪৬	১৩	স্পন্দহীনত মূর্চ্ছাও	স্পন্দহীনতা মূর্চ্ছা।
৪৯	১৭	নির্ব্বাহ হওয়া যে	নির্ব্বাহ হওয়া
৫১	১৭	আমাদের কিরূপ	কিরূপ
৫২	৫	বিধান নিস্তার	নিস্তার
৫৩	৬	এবং	কিন্তু

গীতাসভার প্রকাশিত পুস্তকাবলী নং ৬।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ও গীতা সমিতি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বিরচিত।

কলিকাতা।

৫৫নং করপোরেসন ষ্ট্রীট "ক্লাসিক প্রেসে"

শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৯০৭।

মূল্য ৵০ আনা।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ও গীতা-সমিতি।

আমাদের সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীলব্যক্তিই এক-বাক্যে স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ সকল প্রকারেই অধঃপতিত হইতে চলিয়াছে, সামাজিক জীবনে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, আর যাহা কিছু অভ্যুদয়কর, তাহা একে একে সকলই আমাদের সমাজ হইতে অপসৃত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের পরিবর্ত্তে, তেমনি সুন্দর, তেমনি পবিত্র, বা তেমনি অভ্যুদয়কর কোন একটী নূতন সৃষ্টি ত আমরা করিতে পারিতেছি না।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ, যাহা কিছু নিজের অনিষ্টকর বা সর্ব্বনাশের অবশ্যম্ভাবী হেতু বলিয়া একবার বিশ্বাস করে, তাহার হাত হইতে এড়াইবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, হয়, তাহার চেষ্টা সফল হয়, না হয়, সেই নিষ্ফল চেষ্টা করিতে করিতে মানুষ কালে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু এমনটী কথনই হয় না যে, মানুষ নিজের সর্ব্বনাশের পথ দেখিতে পাইয়াও সে পথ হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করে না, অথবা কেবল দাঁড়াইয়া দেখিতেই থাকে।

এই ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণ সাম্য, আবার সামাজিক-জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে বা চীনদেশে যেখানেই চাহিয়া দেখি, সেইখানেই সমাজের জীবনে

এই ব্যক্তিগত জীবনের সাম্য প্রতিফলিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই।

ভারত ছাড়া—পৃথিবীর আর সকল দেশেই দেখি, কি খ্রীষ্টীয়ান, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, সকল সভ্যসমাজই—নিজ নিজ লক্ষ্য স্থির করিয়া—এক এক গন্তব্যপথ ধরিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, যাহা কিছু অনিষ্টজনক ও যাহা কিছু অপবিত্র, তাহা ছাটিয়া ফেলিবার জন্য তাহারা সকলে মিলিয়া প্রাণপণে চেষ্টাও করিতেছে—আর সেই অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে তাহারা ক্রমেই আদর্শ লক্ষ্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসরও হইতেছে।

কিন্তু আমাদের হতভাগ্যে সমাজের দিকে চাহিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? এই পৃথিবীব্যাপী কার্য্যজীবনের উজ্জ্বল আলোক আমাদের সমাজের অজ্ঞানান্ধকারকে কিছুতেই হটাইতে পারিতেছে না।

আমরা বুঝি সব বলিয়া—একটা বিরাট অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি, শুধু কি তাই? আমাদের সমাজের কি কি অভাব? কিরূপে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে? তাহা জগতের সম্মুখে প্রচার করিয়া—বড় বড় সভা সমিতিতে জাঁকাল জাঁকাল রেজোলিউসন্ পাস করিতে—আমরা সকল সময়েই প্রস্তুত, কিন্তু কার্য্যের সময় যাই আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি কি জানি কেন? আমরা সর্ব্বাগ্রে সরিয়া দাঁড়াইয়া নিজের বুদ্ধিমত্তাটা জাহির করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করি না।

কত উদাহরণ দিব? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে তাহা না হয় ছাড়িয়া দিই, যাহাতে কিন্তু কাহারও মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই,—যাহা সিদ্ধ করিতে পারিলে আমাদের

সামাজিক অনেক প্রকার অশান্তি ও বিপদ্ এক দিনেই বার আনা কমিয়া যাইতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বিপন্ন গৃহস্থ—আজীবন ব্যাপী ভীষণ উদ্বেগের হস্ত হইতে চির-পরিত্রাণও পাইতে পারে, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ? সেই প্রকার কার্য্য করিবার জন্য হৃদয়ে যতটুকু বলের আবশ্যকতা—যতটুকু স্বার্থত্যাগ অপরিহরণীয়, সেই টুকু বল ও স্বার্থত্যাগ আমাদের মধ্যে কয় জনের আছে ?

এই যে বিবাহের নামে—একটা জঘন্য ও দরিদ্রপীড়নকর-রীতিমত দোকানদারি আমাদের সমাজে ক্রমেই বাড়িয়া যাই-তেছে বলদেখি এই সর্ব্বনাশকর দোকানদারীর প্রতিকারের জন্য আমরা কি করিতেছি ?

৩০ বা ৪০টী টাকা মাসে অর্জ্জন করিয়া-স্ত্রী—পুত্রের ভরণ-পোষণ করিবার জন্য সমস্তদিন পরিশ্রমেও যাহার কুলাইয়া উঠে না, তাহার পক্ষে একটী কন্যার বিবাহ দিতে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করা যে, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! ও কিরূপ অধঃপাতের হেতু ! তাহা আমাদের মধ্যে কে না জানে ? শুধু জানাত দূরের কথা, সমাজের অন্ততঃ পনর আনার লোকের স্কন্ধে এই দুর্ব্বিষহ ভার প্রায়ই ত দুই তিন বৎসর অন্তরই পড়িতেছে।

এই দুরন্ত কন্যাদায়ের প্রদীপ্ত হুতাশনে পুড়িয়া কত সুখের সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে—তাহার ইয়ত্তা নির্ণয় করাও ক্রমেই কঠিন হইয়া আসিতেছে।

কত সভা—কত মন্তব্য—কত প্রতিজ্ঞা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে, এবং হইবেই বা কত ? কিন্তু কাজের বেলা কতটা হইতেছে ? কিছুই নয় বলিলে কি অত্যুক্তি হয় ?

এদিকে কিন্তু, আমাদের রাজা ইংরাজজাতির অগাধ বাণিজ্যের ন্যায় এই অপত্যবিক্রয় বাণিজ্য ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে, পুত্রের বিবাহের নামে আত্মীয় কুটুম্বের হৃদয়ের শোণিত পান করিবার সুযোগ—যখন যাহার ভাগ্যে আসিয়া পড়িতেছে, তিনিই তখন—লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া নিজকৃত পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা কে পদদলিত করিতে, এবং নিষ্কলঙ্ক পবিত্র আর্য্য নামে কলঙ্ক অর্পণ করিতে, কৈ? অণুমাত্রও সংকোচ বোধ করিতেছেন না।

এরূপ কত দেখাইব? বাল্য বিবাহরূপ দারুণ ভূকম্পনে সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইতে চলিল, গৃহে গৃহে এই বাল্য-বিবাহের দুরন্ত বিষ অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক বিধ্বংসের পথকে দিন দিন প্রশস্ত করিয়া দিতে চলিল। কৈ? ইহার নিবারণের জন্য যাহা করা উচিত, তাহা হইতেছে কি?

এই দুইটী ছাড়া আরও গুরুতর ব্যাপার—অর্থাৎ আমাদের বালক-বালিকাগণের নৈতিকশিক্ষা; ভারতের অলঙ্কার—সেই ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি—বশিষ্ঠ, গৌতম, মরীচি অত্রি ও ব্যাস প্রভৃতির পবিত্র শোণিত যে জাতির শিরায় শিরায় এখনও বহিতেছে সেই জাতির বালক-বালিকাদের চরিত্রগঠন করিবার জন্য আমরা কিরূপ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি? যে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন ছিল বলিয়া এই ভারতে বুদ্ধদেব, কুমারিল-ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের স্বর্গীয় চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল চিত্রগুলি, পূর্ব্বে এদেশের শিক্ষিত সমাজের হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত হইত, সেই শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সম্মুখে।

আমাদেরই উপেক্ষায়—ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, কৈ ? তাহার জন্য সমাজের একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও এ পর্য্যন্ত কর্ণে প্রবেশ করিল না !

সেই প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর স্থান অধিকার করিতে সমর্থ, এমন কোনও শিক্ষাপ্রণালী—এখনও আমরা কল্পনার সাহায্যেও গঠিত করিতে পারিলাম না। যে শিক্ষায়—ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইতে হয়, যে শিক্ষার ফলে—সন্তান পিতা ও মাতার প্রতি বিদ্বেষ করিতে শিখে, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য—কেবল অর্থোপার্জ্জন—আর জঘন্য ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি, যে শিক্ষায়—সহোদর সহোদরকে স্বার্থের পথে কণ্টক বলিয়া বিবেচনা করে, যে শিক্ষায় দেশহিতৈষিতার নামে জঘন্য স্বার্থপরতা—বাল্যকাল হইতেই জীবনের অপরিহার্য্য ব্যসন হইয়া উঠে, সেই শিক্ষা—সেই নীতিহীন—ধর্ম্মহীন এবং ঈশ্বরহীন শিক্ষায় করাল আক্রমণ হইতে আমাদের বালক ও বালিকাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের যে পরিমাণে চেষ্টা করা উচিত, তাহার শতাংশের একাংশও কি আমরা করিয়া থাকি ?

কেন এমন হয় ? দশে মিলিয়া দেশের কার্য্য করিতে গেলেই যে আমরা এমনভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি, একটী স্থির মহালক্ষ্যের দিকে চাহিয়া প্রাণপণে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা যাহা কিছু করিতে যাই—তাহাতেই আমরা যে এমন আত্মহারা হইয়া পড়ি—তাহা কিসের জন্য ?

আমার বোধ হয় আমাদের সামাজিক জীবনের কি উপাদান ? কি লক্ষ্য ? এবং কিসের উপর নির্ভর করিলে ইহার অভ্যুদয় হয় ? তাহা না জানিয়া—বা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়াই

আমরা খেয়ালের উপর নির্ভরপূর্ব্বক—একটা না একটা কার্য্য করিয়া বসি বলিয়াই—আমাদের এই দুর্দ্দশা, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, আমাদের আত্মসত্তার প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, এবং আমাদের আত্মসত্তার উপর ঐকান্তিক অবিশ্বাসই—আমাদের সামাজিক জীবনের যত কিছু অনর্থের মূল, এই আত্মসত্তার উপলব্ধি এবং আত্মসত্তার উপর ঐকান্তিক নির্ভর, যে পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে পূর্ণভাবে জাগিয়া না উঠিবে, তত দিন আমাদের সমাজ বা ধর্ম্মের প্রকৃত অভ্যুদয় অসম্ভব।

বহু দিন হইতে বদ্ধমূল অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের চিরসহচর রাশি রাশি অন্ধ বিশ্বাস—এই দুই প্রকার দুরন্ত—অথচ আভ্যন্তরীণ—শত্রুর করাল গ্রাস হইতে আমাদের আত্মাকে যত দিন আমরা উন্মুক্ত না করিব—তত দিন আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়—আকাশ-কুসুম!

এই অজ্ঞান এবং এই অন্ধবিশ্বাসকে অপনয়ন করিবার জন্য, এপর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে—উল্লেখযোগ্য কোন উপায়ের অনুষ্ঠান হয় নাই বলিলে—বোধ হয় বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। অনেক সময়ে এই নবপ্রতিষ্ঠিত গীতাসমিতির কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার কিন্তু মনে হয়—যেন, এই প্রকার সমিতির আবশ্যকতা এখন আমাদের সমাজের ক্রমেই অধিক হইয়া উঠিতেছে।

যে জাতীয় সমিতির সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মজীবনের ও সামাজিক জীবনের প্রকৃত ভিত্তি কি? তাহা জানিতে পারি—যাহার সাহায্যে দেশের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া গীতার ন্যায় হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে

পারেন, সেই প্রকার সমিতিই এক্ষণে আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক।

ইউরোপ বা আমেরিকার কথা বলিতে চাহি না, পূর্ব্বদেশের—বিশেষভাবে এই ভারতবর্ষের—সামাজিক জীবনের মূলভিত্তি যে ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না—এই জাজ্বল্যমান সত্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া চলিলে আমরা কোন দিনই যে আমাদের জাতীয়তা বজায় রাখিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

যে ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া—আমাদের সমাজ বা জাতীয় জীবন—অনাদিকাল হইতে জগতের সভ্যসমাজের মধ্যে বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া—দিগ্‌দিগন্তে আর্য্যনামের পবিত্র কীর্ত্তির জ্যোৎস্না ছড়াইতে সক্ষম হইয়া আসিতেছে। সেই ধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করিতে যাইয়া—আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি—সেই ধর্ম্মের দুইটী রূপ, এক আভ্যন্তররূপ, আর এক বাহ্যরূপ, ধর্ম্মের যাহা আভ্যন্তররূপ, তাহাই আমাদের সমাজের আত্মা, আর ধর্ম্মের যাহা বাহ্যরূপ অর্থাৎ সাধনামার্গ, তাহা তাহার অবয়ব বা উপকরণমাত্র, ধর্ম্মের বাহ্যরূপ নানা প্রকার ও পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু ধর্ম্মের যাহা আভ্যন্তররূপ তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। যখনই আমরা ধর্ম্মের এই অবশ্যজ্ঞেয় বিভাগের কথা ভুলিয়া যাই—এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আন্তরধর্ম্মের পরিবর্ত্তে—বাহ্য ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক আদর করিতে আরম্ভ করি, তখনই আমাদের সমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়—ক্রমে আমরা আভ্যন্তর-

ধর্ম্মের কথা একেবারে ভুলিয়া যাই, বাহ্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীলতার প্রতি উপেক্ষা করি, তখন অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রসাদে লজ্জা দম্ভ মোহ ও স্বার্থপরতার জ্বলন্ত বহ্নিতে—যাহা কিছু উদার, যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু পবিত্র—ও যাহা কিছু স্থায়ী, তাহারই আহুতি দিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হই না। সেই সময়েই আমাদের অধঃপাতের আর সীমা থাকে না—আমাদের সমাজ এক্ষণে ঠিক্ এই অবস্থার দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আমরা হিন্দুর যাহা আভ্যন্তর ধর্ম্ম তাহা ছাড়িয়া দিতেছি, এখন রহিয়াছে কেবল কতকগুলি বাহ্যধর্ম্ম তাহাও আবার নিজের নিজের মনের মত গড়িয়া আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে চলিয়াছি। ফলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারাইতেছি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মের আপাততঃ সুখকর অগ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া সর্ব্বস্ব আহুতি দিবার জন্য ক্রমেই অগ্রসর হইতেছি! সেই সারধর্ম্ম বা আভ্যন্তর ধর্ম্মের স্বরূপ কি? তাহা অতি স্পষ্টভাবে গীতাতেই ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

জগতের যত প্রকার ব্যবহার আছে, সেই সকল ব্যবহারই, কোন না কোন একটী—ক্রিয়া-কারক ও ফলের পরস্পর পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। এই বিভিন্ন ক্রিয়া—বিভিন্নকারক এবং বিভিন্ন ফলের পরস্পর ভেদরূপ মহাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এই পরিদৃশ্যমান অনাদি অপরিসীম ও অনির্ব্বাচ্য সংসার! যাহার আবর্ত্তে পতিত—আত্মহারা জীব, রাগ দ্বেষ ও মোহের অপরিচ্ছেদ্য জালে পড়িয়া—যথার্থ সুখ ও

শান্তির প্রতিকূল আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তুচ্ছ অতিতুচ্ছ স্বার্থের কুহকে পড়িয়া আত্মার আত্মাকেও পর করিয়া তুলে, আর এই পবিত্র মনুষ্যজন্মের স্বর্গীয় লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—আপনার চারিদিকে—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে—কেবল দুঃখময় ও অশান্তিময় নরকের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই এই দুরন্তসংসারের মূলভূত—যে ক্রিয়া-কারক ও ফল—তাহা প্রকৃত পক্ষে সেই সকলের আত্মার আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে কোন প্রকারেই পৃথক্ নহে, সেই একমাত্র-চিন্ময়-সত্তাময় ও আনন্দময় পরমাত্মাই ক্রিয়া কারক ও ফলরূপে নানা বিচিত্রাকারে জীবনিবহের যাবৎ ব্যবহারের বিষয় হইলেও—বাস্তবিক তাহা, স্বীয় চিন্ময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়রূপ হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত হইতে পারে না, এবং সেই পরমাত্মাই তোমার ও আমার এবং সকলেরই আত্মা—এই দেবদুর্ল্লভ সর্ব্বদুঃখের অত্যন্ত বিজ্ঞানই হিন্দুর সারধর্ম্ম ইহাই হিন্দুর আভ্যন্তর ধর্ম্ম ইহাই গীতা প্রকাশ করিয়া থাকে—তাই শ্রুতিও বলিতেছে—

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন তপসা দানেন অনাশকেন চ।

এই সকল পদার্থের আত্মা—চিন্ময় সত্তাময় ও আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীগণ, কেহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেহবা দান করিয়া থাকেন, কেহ বা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, কেহ কেহ বা অনশন ব্রতও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গীতায় ভগবান্ কি বলিতেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

বহু জন্মের সাধনার পর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, আমাকে কি ভাবিয়া ভজনা করে? বাসুদেব—অর্থাৎ সকল জীবের অন্তর্য্যামী—সর্ব্বশক্তিময় এক পরমাত্মাই, সকল বস্তুর একমাত্র অভিন্ন অধিষ্ঠান. যে মহাত্মা এই প্রকার বুদ্ধিতে—সেই পরমাত্মার ভজনা করে, সে সুদুর্ল্লভ—অর্থাৎ কোটি কোটি সাধকের মধ্যে এরূপ এক জন পরম সাধককে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

এই প্রকার পরমাত্ম বিজ্ঞানরূপ মহাভিত্তির উপর আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই পরমাত্মবিজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে যাহা অনুকূল—তাহাই আমাদের ধর্ম্মের বাহ্যরূপ বা সাধনাধর্ম্ম, কালভেদে দেশভেদে এবং অধিকারী জীবের প্রকৃতিভেদে, সেই সাধনাধর্ম্ম কত প্রকার পরিবর্ত্তন পাইয়াছে? এবং কত প্রকারে রূপান্তরিত হইবে? তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

এই ভারতে এই হিন্দুজাতির ধর্ম্ম যতপ্রকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্য কোন দেশে - অন্য কোনজাতির ধর্ম্ম এত পরিবর্ত্তন পাইয়াছে কি না? তাহা সংশয়ের বিষয়।

কোথায় ভারতের সে দিন? যে দিন আর্য্য সন্তানগণ—পঞ্চনদের বিশাল সমতলক্ষেত্রে শতদ্রুর তীরে দাড়াইয়া—নির্ম্মল নীলাকাশে—প্রাতঃ সূর্য্যে প্রদীপ্ত মণ্ডল দেখিতে দেখিতে—হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া—ভক্তির স্রোতে—কবিত্বের তরঙ্গ ছুটাইয়া গাহিতেন্—

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।

সেই পবিত্রচেতাঃ সরলপ্রাণ বিশ্ববিপ্রেমিক ঋষিগণ—যে ধর্ম্মের

উপাসনা করিতেন, সেই ধর্ম্মের—অর্থাৎ সেই বৈদিকযুগের সাধনা ধর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান—আজ কয়জন হিন্দুসন্তান এই বঙ্গদেশে করিয়া থাকেন?

তাহার পর সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্রাহ্মণযুগের দুর্জ্জেয় ধর্ম্ম—যাগ, দান ও হোম—অদ্য কোথায়? ব্রহ্মাবর্ত্তবাহিনী সরস্বতীর যূপাবলী শোভিত কুল হইতে—পবিত্র বারাণসীর পাদতলবাহিনী পূত সলিলা ভাগীরথীর তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত—বিশাল—সমৃদ্ধিপূর্ণ জনপদ ব্যাপিয়া, যে মহাজাতি, এক দিন—সভ্যতায় জ্ঞানে ও পরাক্রমে—মানবজাতির শীর্ষস্থান অধিকার পূর্ব্বক, দিগ্‌দিগন্তে পবিত্র আর্য্য কীর্ত্তির নির্ম্মল জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছিল—সেই মহাজাতির সেই পবিত্র ধর্ম্ম—যাগ হোম ও দান আজ কোথায়! কোথায় সেই গৃহে গৃহে পবিত্র অগ্নিহোত্রবেদি? কোথায় সেই গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ নামে পবিত্র হুতাশন! কোথায় সেই দর্শপূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম অগ্নিহোত্র—অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ! কোথায় সেই হোতা অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা! আর কোথায় সেই রথন্তর বৃহদ্রথন্তর পবমান প্রভৃতি ও কর্ণে অমৃতধারাবর্ষি সাম-গান! জিজ্ঞাসা করি—সেই ব্রাহ্মণযুগের উজ্জ্বল পবিত্র ও বিরাট হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান—এই সুবিশাল হিন্দুপ্লাবিত বঙ্গদেশে আজ কয় জন হিন্দু সন্তান করিতেছেন?

তাহার পর সেই প্রাচীন স্মার্ত্তযুগের ধর্ম্ম—ক্লেশকর তীর্থ যাত্রা—পার্ব্বণ—অষ্টকা—মহালয়া প্রভৃতি শ্রাদ্ধ, একাদশী সংক্রান্তি প্রভৃতি নৈমিত্তক উপবাস, প্রাজাপত্য পরাক চান্দ্রায়ণ ব্রহ্মকূর্চ্চ সান্তপন প্রভৃতি ভীষণ শারীরিক ক্লেশকর এবং দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যারাশি, এই সকল স্মার্ত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান "যে সময়ে হিন্দ্-

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সে দিন কোথায়? কে আছে হিন্দু সন্তান—এখন—যে বলিতে পারে? যে আমি চান্দ্রায়ণ ব্রত যথারীতিতে করিয়াছি বা করিতে উদ্যত! কত পরিবর্ত্তন! তখন চান্দ্রায়ণ ব্রত হইত এক মাসে, এখন চান্দ্রায়ণ ব্রত হয় এক দণ্ডে, তখন চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইলে প্রায় একমাস ব্যাপি অর্দ্ধাসন বা অনশন করিতে হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এখন চান্দ্রায়ণ ব্রত—সাড়ে বাইশ কাহন কড়ি জুটাইতে পারিলেই যথেষ্ট।

এই প্রাচীন স্মার্ত্তযুগের সঙ্গে সঙ্গে—এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম যুগের প্রবর্ত্তন হয়, সংহিতা, ব্রাহ্মণ শ্রৌত সূত্র, গৃহ্য সূত্র ও ধর্ম্ম-সূত্রের প্রামাণ্যকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া—এই নূতন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, ভারতের সেই সময়ের সামাজিক জীবনকে কিরূপ নূতন আকারে গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, সে সময়—সেই ত্রিরত্ন—অর্থাৎ বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের, প্রভাব ও কীর্ত্তির—শত শত অপূর্ব্ব গাথা ভারতের গৃহে গৃহে গীত হইতে লাগিল, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপে-ক্ষার আলোকে—সাধারণ জনসমাজ—শান্তিময় স্বর্গের চিত্র দেখিতে আরম্ভ করিল, অহিংসাই মানব জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রতরূপে পরিণত হইল, ইন্দ্র, বরুণ, অর্যামা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভারতের মন্দিরে মন্দিরে বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বের বিচিত্র বিচিত্র কল্পিত মূর্ত্তির পূজা হইতে লাগিল, শ্রাবকযান—প্রত্যেক বুদ্ধযান—হীনযান—মহাযান প্রভৃতি, নূতন নূতন আকারে ও নূতন নূতন নামে—শাক্যসিংহের পবিত্র ধর্ম্ম, এই ভারতীয় সমাজে কত নূতন শিক্ষা—কত নূতন দীক্ষার অবতারণা করিল? তাহার সীমা নাই। কিন্তু সেই বৌদ্ধধর্ম্মও এখন ভারতে লুপ্তপ্রায়!—এক

সময়ে—যাহা এই ভারতে—শতকরা নিরানব্বই জনের অবলম্ব-নীয় ধর্ম্ম ছিল, আজ যদিও সেই সুমহান্ বৌদ্ধধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা—চীন, বর্ম্মা, সিংহল, জাপান ও শ্যাম প্রভৃতি দেশ ছাইয়া রহিয়াছে বটে—কিন্তু ভারতে তাহার মূল কোন মাটীতে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়াও—কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা এখনকার কল্পনাকুশল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণের গবেষণার জন্য—লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের জীর্ণপত্রে—অস্ফুট ভাষায়—অস্পষ্ট অক্ষরে—লিখিত আছে মাত্র, সুতরাং উহা এক্ষণে কবি কল্পনার বিষয় বলিলে—বোধ হয় বড় একটা অত্যুক্তি হয় না।

তাহার পর—সেই বিশাল বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে —ভারতে আবার দুইটী নূতন আকারের সাধনাধর্ম্ম প্রবলবেগে আবির্ভূত হয়।

তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্ম্ম এই সময় হইতে কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—ভিন্ন ভিন্ন আকারে—নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ক্রমে এই দুইটী ধর্ম্মও কালের স্রোতে নানারূপে পরিবর্ত্তন পাইতে পাইতে—অবশেষে প্রাচীনস্মার্ত্তধর্ম্মের সহিত মিলিত হইল, ক্রমে এই তিনটী ধর্ম্মের একত্র মিলনে যে ধর্ম্ম প্রসূত হইল তাহার নাম স্মার্ত্ত ধর্ম্ম—এই নবীন স্মার্ত্ত ধর্ম্মই এখন ভারতের সাধারণ হিন্দু ধর্ম্ম, অর্থাৎ হিন্দু সমাজের ইহাই এখনকার ধর্ম্মের বাহ্যরূপ বা সাধনামার্গ।

ইংরাজি শিক্ষার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, এই স্মার্ত্তধর্ম্ম—ভারতে সকল প্রদেশে—সকল হিন্দু সমাজে—অতীব সম্মানের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল, এক্ষণে কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের গতি অন্য পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—সুতরাং এই স্মার্ত্তধর্ম্ম বা সাধনামার্গের অবস্থানুরূপ পরিবর্ত্তন, বা সংস্কারের সময় আসিয়াছে—ইহাই আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস।

অতীত বহু শতাব্দী হইতে প্রতিষ্ঠিত এই স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস—এখনকার শিক্ষিত হৃদয়ে আর আশানুরূপ শান্তি বারিবর্ষণে সমর্থ হইতেছে না, ইংরাজিভাষার সাহায্যে পশ্চিম জগতের নূতন জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিচয়ে—এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে—সময়োপযোগী করিয়া এই স্মার্ত্তধর্ম্মের নূতন সংস্কার করিবার প্রবৃত্তি ক্রমেই বাড়িতেছে - এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পরিবর্ত্তন প্রবণতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া—যাঁহারা আমাদের ধর্ম্মের বা সমাজের সংস্কার করিতে সাহস করিবেন, এবং সেই প্রাচীন সময়ের অনুকূল ভাবে গঠিত এই স্মার্ত্তধর্ম্মের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী পরিবর্ত্তন না করিয়া—সেই প্রাচীন ভাবেই এই বিংশ শতাব্দীর নবোদয়োন্মুখ হিন্দুজাতীয়জীবনের সাধনামার্গের গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, আমি কিছুতেই তাঁহাদের সহিত এক মত হইতে পারি না।

আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত আমার অল্প সামর্থ্যানুসারে যে কয়খানি ধর্ম্মগ্রন্থ বা ইতিহাস পাঠ করিয়াছি—এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয়গণের মুখে অল্প বিস্তর যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহার ফলে আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটী বদ্ধমূল হইয়াছে যে হিন্দু ধর্ম্মে যাহা বাহ্যরূপ অর্থাৎ হিন্দু সমাজের যাহা সাধনামার্গ তাহা প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল, উহা সকল সময়ে সকল অধিকারী

পক্ষে একরূপই ছিল—আছে—বা থাকিবে, ইহা কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারা যায় না।

আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ও যে এই প্রকার বিশ্বাসেরই পোষণ করিতেন—তাহারও প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় কারণ শাস্ত্রেই আছে—

অন্যে কৃতযুগেধর্ম্মা স্ত্রেতায়ামপরে স্মৃতাঃ।
অন্যে তু দ্বাপরে প্রোক্তাঃ কলাবন্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ইতিহাসে দেখিতে পাই—বৈদিকসংহিতাযুগের উপাসনা ব্রাহ্মণযুগের উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আবার ব্রাহ্মণযুগের উপাসনা ও আচার হইতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকযুগের হিন্দুর উপাসনা ও আচার অত্যন্ত পৃথক্। তাহার পর প্রত্যক্ষ—নিজের চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিকযুগ—ব্রাহ্মণযুগ-তান্ত্রিকযুগ—পৌরাণিকযুগ ও স্মার্ত্তযুগের উপাসনা ও আচার পদ্ধতি হইতে এখনকার হিন্দুর উপাসনা ও আচার পদ্ধতি—দিন দিন নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে—এই সকল জাজ্বল্যমান অখণ্ডনীয় প্রমাণনিচয়কে উপেক্ষা করিয়া আমি কি প্রকারে বলিব—যে হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যরূপ অর্থাৎ কালভেদে ও অধিকারিভেদে সাধনাভেদমার্গ বা ব্যবহারিক হিন্দুধর্ম্ম—চির দিন এই ভারতে একই আকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং হইবে।

আমি বলিতে চাহি বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মের সাধনামার্গের বা বাহ্য আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের দিন উপস্থিত হইয়াছে, কালের এই পরিবর্ত্তন পক্ষপাতিতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া—যিনিই আমাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমূলক সমাজের নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইবেন, তিনি যে সর্ব্বতোভাবে অকৃতকার্য্য হইবেন—

সেই বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, তাহা ছাড়া—অঘটন ঘটনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া—তিনি যে আমাদের ধর্ম্মময় সামাজিক জীবনের উন্নতির পথে দুরপনেয় কণ্টকরাশি বিছাইয়া দিবেন—তাহাও এক প্রকার স্থির।

বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে—আচ্ছা প্রথমেই ধর্ম্মের—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিই—যে কর্ম্ম প্রত্যহ না করিলে ব্রাহ্মণ সন্তান আপনাকে আর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না, সেই নিত্য কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান আমাদের বর্ত্তমান সমাজে কি প্রকার হইতেছে তাহাই দেখা যাউক।

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ—ইষ্টদেব চিন্তা—গুরু নমস্কার ও বাহ্য শৌচাদি সম্পাদন।

অন্য বিষয়ী ব্রাহ্মণগণের কথা ছাড়িয়া দিই, আমাদের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কয়জন নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই কার্য্য এখন প্রত্যহ যথাবিধি সম্পাদন করেন—তাহা জিজ্ঞাসা করি ?

তাহার পর—অরুণকিরণগ্রস্ত প্রাচীকে দেখিতে দেখিতে প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যার যথাসময়ে যথারীতিতে অনুষ্ঠান কয়জন ব্রাহ্মণ সন্তান করিয়া থাকেন্ ?

তাহার পর—দেবতা পূজার জন্য স্বহস্তে পুষ্প বিল্বপত্র তুলসী প্রভৃতি চয়ন, তাহার পর—যথারীতি বৈষয়িক কার্য্য—অর্থাৎ যজন—যাজন-অধ্যয়ন—অধ্যাপন—দান ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ছাড় ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত অন্য কোন কার্য্যই প্রশস্ত হইতে পারে না, সুতরাং এই ছয়টী কর্ম্মের যথাসম্ভব—যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া আবার মধ্যাহ্ন স্নান—তর্পণ এবং দেবতাপূজন প্রভৃতি বিহিত

কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার পর--বলি বৈশ্বদেব কর্ম্ম তাহার পর—অতিথিসেবা, তাহার পর—নিজের ভোজন, অবশ্য এই ভোজনের বিহিত কাল দিনে ১২॥টার পর—আর রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে, ইহার উপর নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলেও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা হিন্দু সমাজের মধ্যে আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় সমাজের আদর্শ এবং যাঁহারা হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন ব্রাহ্মণ এই প্রকার নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইতেছেন ?

বর্ত্তমান সময় এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি নিরীক্ষণ করিলে কি বোধ হয় ? এখনকার কতিপয় সাত্ত্বিকপ্রকৃতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—এবং সুসম্পন্ন—সুতরাং পরমুখানপেক্ষী—জন কয়েক বিষয়ী ভদ্রলোক ছাড়া—হিন্দু সমাজের কোন ব্যক্তিই সেই প্রাচীনকালের উপযোগী ধর্ম্মসঙ্গত সকল আচার ব্যবহার যথাবিধি করিতে সমর্থ নহেন, এবং করিবার জন্য উৎসুকও নহেন।

যাহা সকলে করিতে পারিবে না, বা যাহা করিবার প্রবৃত্তি অতি অল্প ব্যক্তির হৃদয়েই জাগিয়া থাকে, সেই আচার বা সেই ব্যবহারকে প্রত্যহ সাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাহারা নির্দ্দেশ করিতে চাহেন—তাঁহাদের মতানুসারে যে বর্ত্তমান হিন্দু সম্প্রদায় কিছুতেই চলিতে পারেন না ইহা কে অস্বীকার করিবে ?

অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারাই ত আর হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্ব নহেন্।

তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও কোটি কোটি হিন্দু নরনারী— এখনও তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের অঙ্গীকৃত শাস্ত্রীয় নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের—শক্ত্যনুসারে পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিতেছেন, এ চিত্র ত এখন ভারতে প্রতিগ্রামে প্রতিনগরে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এই সকল বিশ্বাসী হিন্দু নরনারী-গণকে লইয়াইত হিন্দুধর্ম্ম, তাঁহাদের যখন ঐ সকল প্রাচীন আচার প্রণালীর অনুষ্ঠানে বিরক্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না—তখন কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে—যে কেবল জন কয়েক পরিমিত সংখ্যক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণার বশীভূত হইয়া সমগ্র ভারতের বিশ্বাসী হিন্দু সন্তান তাহাদের পুরুষপরম্পরাগত সাধনাধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিবে ?

এই প্রকার আপত্তিও ঠিক নহে—কারণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সকলসময়ে সকল দেশেই নেতৃত্ব করিয়া থাকে—ইহাই মানব চরিত্রের অপরিবর্ত্তনশীল নিয়ম। চারিদিকে কি দেখিতেছি ? রাজনীতিই বলুন—আর সমাজ নীতিই বলুন—অথবা বাণিজ্য নীতিই বলুন, এই সকল নীতির প্রবর্ত্তনা এদেশে এক্ষণে কে করিতেছে ? ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণ একত্র একমত হইয়া যাহাই স্থির করিয়া দিতেছেন—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, দেশের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধীরে ধীরে ঐকমত্য সহকারে তাহাইত করিতে অগ্রসর হইতেছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি ভারতের রাজনীতি বাণিজ্যনীতি অর্থ-নীতি এবং শিক্ষানীতির নেতা হইতে পারেন এবং ঐ সকল

নীতিতে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত পথের অনুসরণ করিতে যদি সাধারণ লোকের হৃদয়ে কোন সঙ্কোচ বোধ না হয়—তবে কেমন করিয়া বলিব—যে দেশের জন সাধারণ—ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতকে চিরদিন উপেক্ষা করিয়া চলিবে? শাস্ত্রেই ত আছে—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জনঃ॥"

"শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা করে সাধারণ জন তাহাই করিয়া থাকে অনেকে হয়ত ব'লবেন যে রাজনীতি—বাণিজ্যনীতি—বা অর্থ-নীতিতে—আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতা ব্যতিরেকেও যখন এক পদও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন ঐ সকল সাংসা-রিক বিষয়ে আমরা তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে চলিব, কিন্তু আমাদের পারলৌকিক মঙ্গলের চিন্তা করিবার ভার যে সম্প্র-দায়ের হস্তে চির দিন ন্যস্ত আছে, তাঁহাদেরই হস্তে থাকুক্—অর্থাৎ এদেশের চতুষ্পাঠীতে প্রাচীন রীতিতে সংস্কৃতবিদ্যায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে, চিরদিন হইতে যেমন নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন—সেই ভাবেই এখনও তাঁহারাই নেতৃত্ব করিবেন—তাহাতে ক্ষতি কি? এখন হিন্দুসমাজের অধি-কাংশ ব্যক্তিই তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে চলিতেছেন—এবং ঐরূপভাবে চলিয়া আপনাকে গৌরবিত বলিয়াও বিবেচনা করিয়া থাকেন, এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের হস্তে একমাত্র নির্ভর করিয়া—ধর্ম্ম পথে চলাই ত এদেশের চিরন্তন প্রথা! এ প্রথার পরিবর্ত্তনে লাভ কি? ইহার উপর বক্তব্য এই যে বঙ্গ-দেশে হিন্দুসমাজ যে দিন হইতে চতুষ্পাঠীর প্রতি আদর করিতে বিরত হইয়াছেন, সে দিন হইতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের

প্রকৃত শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি নিজে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া জনসমাজে আত্ম-পরিচয় দিতে নিজেকে গৌরবিত বলিয়া মনে করি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের শক্তিহ্রাস হইতেছে দেখিয়া আমি অন্তঃকরণে তীব্র অশান্তির অনুভবও করিয়া থাকি—কিন্তু চারিদিকের ব্যাপার দেখিয়া—এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—আমি এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, কেন যে নিরাশ হইয়াছি তাহা বলি, এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণের মধ্য হইতেই এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায় গঠিত হইয়া আসিতেছে—অর্থাৎ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র এবং বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের বালকই চতুষ্পাঠীতে পড়িয়া পাঠ সমাপনান্তে অধ্যাপকের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিত, এবং তাহারাই কেহ চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করিত, কেহ বা পুরোহিত হইত, কেহ বা শিষ্যগণকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইত, অনেক স্থলে আবার একই ব্যক্তি অধ্যাপনা পৌরোহিত্য এবং গুরুতা-বৃত্তি অবলম্বন করিত, যাহারা চতুষ্পাঠী করিত, তাহাদের সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য কোন চিন্তাই করিতে হইত না, পিতৃ মাতৃর শ্রাদ্ধ, পুত্রাদির উপনয়ন, বিবাহ, মন্দির প্রতিষ্ঠা জলাশয়প্রতিষ্ঠা, তুলা পুরুষ দান প্রভৃতি ধর্ম্ম কার্য্যে—যাহা কিছু ব্যয় হইত—তাহার কতকটা অংশ ঐ অধ্যাপকগণের মধ্যে অতিশয় আদর এবং বিশেষ বিবেচনার সহিত বিতীর্ণ হইত, এইভাবে যাহা আয় হইত—তাহাতে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যত বড় সংসারই হউক না কেন—তাহা বিনা ক্লেশেও সুখে চলিয়া যাইত, এখন কিন্তু দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এক-

জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও এই প্রকার আয়ের উপর নির্ভর করিয়া—বৃহৎ সংসার ত দূরের কথা—একটী ক্ষুদ্র সংসার চালানও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—উদরের অন্নসংস্থান না থাকিলে কোন গৃহস্থ যে সমাজের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে পারেন্ ইহা কখনই সম্ভবপর নহে—এই একমাত্র অন্নের অভাবে আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না. যাঁহারা এক দিন "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা" এই মহাবাক্যের প্রচার করিয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজে স্বাবলম্বন ও উদার চরিত্রের আদর্শ-রূপে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরগণ অধিকাংশই সেই চাকরিরূপ শ্ববৃত্তির জন্য লালায়িত বলিলে কিছুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না।

যাঁহাদের হস্তে দেশের ধর্ম্মজগতের নেতৃত্বভার—তাঁহারা যদি, পেটের দায়ে—অর্থলোলুপ অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন,তবে তাঁহারা অপরকে অধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইয়া ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করিবেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব ?—যে ছেলেটী ভাল সে ইংরাজীই পড়িবে—যাহার বুঝিবার শক্তি কম বা যাহাকে ইংরাজী পড়াইবার খরচ চালাইবার শক্তি অভিভাবকের নাই সেই প্রকার জনকয়েক আবর্জ্জনা তুল্য সেই বালকই হইল এখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নেতা !—তাহার পর—যাঁহারা শিক্ষক—তাঁহারা অন্ন চিন্তাতেই সর্ব্বদা ব্যাকুল পুস্তক ক্রয় করিবার শক্তি নাই, পুস্তক লিখিয়া লইবার সময় নাই, একমাত্র সংস্কৃত ভাষার—টোলে পড়া আট খানি বা দশখানি পুথি ছাড়া—অন্য কোন গ্রন্থের খবরও নাই. এই প্রকারই অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত —এখন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক আর ছাত্র কি প্রকার ? তাঁহাত

পূর্ব্বে বলিয়াছি—এরূপ অবস্থায় আমাদের ধর্ম্ম জগতের নেতৃত্ব ভার এই প্রকার সম্প্রদায়ের হস্তে আর কয়দিন থাকিতে পারে ?

প্রাচীন—ব্যুৎপন্ন—অশেষ ব্যবহারবিদ্-সুসভ্য ও উদার হৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ত দেশের মধ্যে ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতে চলিলেন, যেমনটী যাইতেছেন—তাঁহার স্থান পূরণ ত আর হইতেছে না—এই সমগ্র বঙ্গদেশে যেখানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি গ্রামে এক এক জন ঋষিকল্প—জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিদ্যায় চরিত্রে এবং ঔদার্য্যে সমাজের আদর্শস্থানীয় ছিলেন—আর আজ সেখানে আমরা কি দেখিতেছি ! প্রাচীনদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ম ম কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন ম ম চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ম ম কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং ম ম শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি এহত পরিমিত কয় জন। ইঁহারাত সকলেই প্রাচীন—ভগবান্ করুন ইঁহাদের প্রত্যেকেই শতায়ুঃ হউন—কিন্তু ইঁহাদের পর সমাজের কি অবস্থা হইবে ? ইঁহাদের স্থান অধিকার করিতে পারেন এরূপ কয়জন নব্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ? অতি অল্প ! আমার বোধ হয় ৪।৫টীর বেশী হইবে না তাহার পর এই কোটি কোটি হিন্দুর পারত্রিক মঙ্গল দেখাইবার ভার কে লইবে ? টোল লুপ্ত হইল—ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি দেশের আদর ও শ্রদ্ধা কমিতে লাগিল, অধ্যাপক সম্প্রদায় ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে চলিল—এরূপ অবস্থায় হিন্দু সমাজ—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজ—ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত লইবার জন্য কাহার মুখের দিকে চাহিবে ! বিষয়টী বড়ই গুরুতর ! সমগ্র হিন্দু সমাজের নৈতিক চরিত্র শিক্ষার পথ ক্রমশই ক্ষীণ ও কণ্টকাবৃত হইতে চলিল !

এই বিপদের দিন যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মের এই সম্ভাবিত মহাবিপদের পথকে রুদ্ধ করিবার জন্য একত্র মিলিত না হয়েন—তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব চিরদিনের জন্য এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইতে চলিল—সর্ব্বনাশের এই সূত্রপাত দেখিয়াও যদি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি—তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আমরা কি ভাবে চিত্রিত হইব ? তাহা ভাবিবার ভার আমি আপনাদের উপরই নির্ভর করিতেছি।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছে যে আমাদের ধর্ম্মের বাহ্যরূপ অর্থাৎ সাধনামার্গের পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের দিন উপস্থিত হইয়াছে, এই পরিবর্ত্তন বা সংস্কার কিরূপ হইলে হিন্দুসমাজের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে ? তাহা স্থির করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্য করিবার একান্ত আবশ্যকতা, হিন্দু সমাজ—ধর্ম্মের সমাজ, কেবলমাত্র পার্থিব উন্নতির আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এদেশে—এই হিন্দুজাতির মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন কখনই হইতে পারে না, এই মহান্ সত্যের প্রতি আমাদের সমাজের নেতাগণ যেন অণুমাত্রও উপেক্ষা না করেন—ইহা আমার একান্ত অনুরোধ ও প্রার্থনা।

যে দেশে বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস ও ভবভূতির ন্যায় মহাকবির সুধাস্যন্দিনী কল্পনা প্রতি সামাজিকের হৃদয়ে আত্মোৎকর্ষের পবিত্র আদর্শ প্রতিক্ষণ জাগাইয়া রাখে—যে দেশে শাক্যসিংহ শঙ্করাচার্য্য রামানুজ কবীর ও তুলসী দাসের ন্যায় মহাপুরুষগণ সারধর্ম্মের স্বর্গীয় চিত্র অমর ভাষায় আঁকিয়া গিয়াছেন—

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির সভ্যতার অতি শৈশবাবস্থা আসিবারও বহুপূর্ব্বে—যে দেশের গৃহে গৃহে অদ্বৈতবাদের গভীর তত্ত্ব ঘোষণা করিতে গিয়া আর্য্য কবিগণ গাহিয়া গিয়াছেন :—

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তি—
কুতোহয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং
বিভাতি ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ঋষি—যেদেশে গৃহস্থ জীবনের আদর্শ, গার্গী মৈত্রেয়ী সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় রমণী রত্ন—যে দেশের গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমা—সেই আমাদের দেশে—সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকে চিরসমুজ্জ্বল ভারতে—ধর্ম্মের—আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাধর্ম্মের—দৃঢ়ভিত্তিকে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা নূতন ভাবে হিন্দু-সমাজ গঠন করিতে চাহেন—তাঁহাদের সাহস দেখিয়া—তাঁহাদের ইতিহাসের অনভিজ্ঞতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া—কোন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি বিস্মিত না হয়েন ?

তাই বলিতেছিলাম—হিন্দু সমাজের সকল প্রকার উন্নতির মূল—হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি। সেই হিন্দুধর্ম্ম কি ? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে—সেই হিন্দুধর্ম্ম অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান। অদ্বৈতাত্ম বিজ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্মই যে হিন্দুধর্ম্মের সার—একথা নূতন হইতে পারে না—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং বলিয়াছেন :—

অয়ং তু পরমোধর্ম্মঃ
যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্।

এই অদ্বৈতাত্মদর্শনের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়াই হিন্দুর হিন্দুত্ব অবিনশ্বর- যুগযুগান্তরের শত শত পরিবর্ত্তনের ঘাত প্রতিঘাতে পড়িয়াও হিন্দুর প্রকৃতির—হিন্দুর হিন্দুত্বের—অণু মাত্রও অপচয় হয় নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সেই অদ্বৈতাত্মদর্শনের মূল ভিত্তি যেদিন শিথিল হইবে—সেই অদ্বৈতাত্ম দর্শনের নিত্য সহচর বিশ্বজনীন প্রেম—নিরুপাধি-করুণা—এবং সর্ব্বজীবে সমবেদনা, যেদিন আমাদের ধর্ম্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া আর বিবেচিত হইবে না, সেই দিনই হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত বিপ্লব ঘটিবে, এবং সেইদিনই বাস্তবিক—সনাতন ধর্ম্মের পক্ষে একটী ভয়ঙ্কর দিন।

সেই ভয়ঙ্কর দিন যাহাতে আমাদের সমাজের ভাগ্যে উপস্থিত না হয়—তাহার জন্য আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাহার জন্য আমাদের কর্ত্তব্য - সেই অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান লাভের সরল উপায় স্বরূপ গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন, আর সেই অনুশীলনের ফলে—যদি আমরা দেশের সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে সেই গীতা প্রতিপাদ্য—সেই সত্তার সত্তা—আত্মার আত্মা—পরমাত্মার আনন্দময় রূপ জাগাইয়া রাখিতে পারি—তাহা হইলে কোন কালে—কোন অবস্থাতেই আমাদের সমাজে প্রকৃত ধর্ম্ম বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা নাই। অনন্ত অপার সমুদ্র বক্ষে ভাসমান পোত—যেমন নিজের গতি নির্ণয় করিবার জন্য—সেই অবিচল চিরোজ্জ্বল ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই বিচিত্র ব্যবহারময় অপার অনন্ত সংসার সাগরে পড়িয়া, আমাদের সমাজ—আমাদের ধর্ম্ম—সেই একমাত্র স্থির পরমাত্ম তত্ত্বের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়া—চিরদিনই অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে—যখন—ঐকান্তিক স্বার্থপরতা প্রভৃত—রাগ দ্বেষ ও মোহরূপ কালমেঘের আবরণে সেই আত্মার আত্মা—পরমাত্মা—সেই ধ্রুবতারার আশাময় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় না, সেই সময়ই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। সুতরাং বিপথেও গমন করিতে উদ্যত হই।

সমাজ যাহাতে এই প্রকার বিপদে পতিত না হয়, তাহার জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই যে—আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানের—জ্যোতিঃ, যাহাতে আমাদের সমাজের নেতৃবৃন্দের অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে—সর্ব্বদা প্রকাশ পায়, তাহারই জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা—যে অদ্বৈতাত্ম, বিজ্ঞানের বিমল ও শান্তিময় আলোক—একবার মনুষ্য হৃদয়ে উদিত হইলে—বিশ্বজনীন প্রেমের অমৃত ধারায়—সংসারের তাপক্লিষ্ট হৃদয়ে—স্বার্থপরতা রাগ দ্বেষ হিংসা লোভ ও মাৎসর্য্যের দহনশিখা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হয়, যাহার প্রসাদে—লোক শত্রুকেও সহোদর বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না—যাহার প্রসাদে দেশের জন্য—দেশের জন্য—জীবনের সর্ব্বস্ব—এমন কি জীবন পর্য্যন্তও—বলি দিতে সর্ব্বদা প্রাণের বাসনা জাগিয়াই থাকে, যে অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান—সকল প্রকার বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, সেই অদ্বৈতাত্ম বিজ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতিতে যাহাঁদের মনের অন্ধকার একবার মিটিয়াছে, তাহারা—সেই জ্ঞান বিজ্ঞান পূতাত্মা ব্যক্তিগণ—যে সমাজের ও ধর্ম্মের কালানুসারিণী গতির আনুকূল্য

করিয়া থাকেন, সেই সমাজের এবং সেই ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রসারে এই মরজগতে—অমর ধামের সুখ ও শান্তির সুধা বর্ষণ হইবে—তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সুখের বিষয়—আশার বিষয়—বর্ত্তমান সময়ে সেই অদ্বৈতাত্ম-বিজ্ঞানরূপ হিন্দু সমাজের সার ধর্ম্ম—যাহাতে হিন্দু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে—তাহার জন্য উপযুক্ত সময়েই এই গীতা সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আমার আশা হয় যে এই গীতা সমিতির পবিত্র চেষ্টার ফলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, সেই অদ্বৈতাত্মবাদের বহুল প্রচার হইবে—এবং তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু সমাজের গতি ও লক্ষ্য বিষয়ে যত প্রকার মতভেদ আছে—তাহা একে একে দূর হইবে, তখন তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া—দেশের ধার্ম্মিক সাত্ত্বিক প্রকৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এবং ধর্ম্মপ্রাণ বিষয়ী মহাত্মাগণকে একত্র করিবেন। এই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের এবং হিন্দু সমাজের যেরূপ সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিলে আমাদের জাতির বর্ত্তমান দুরন্ত বিশৃঙ্খলতা মিটিয়া যায়, এবং আবার সেই সত্য যুগের শান্তিময় ও আনন্দময় অবস্থা—সামাজিক প্রত্যেক ব্যক্তিই ভোগ করিতে পারেন, তাহার জন্য—দিন দিন—একতার নূতন বল সঞ্চয় করিবেন। গীতা সমিতির প্রত্যেক সভ্য ও হিতৈষী ব্যক্তির নিকটে আমার নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন গীতা সমিতির এই সুমহান্ ও পবিত্র লক্ষ্যের পথকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে প্রশস্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। আরও তাঁহাদিগের নিকট পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে,—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি লোকে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অপার—অনন্ত—অগাধ সমুদ্রের প্রশস্ত বক্ষে—অশ্রান্তবেগে যেমন দিগ্‌দিগন্ত হইতে—শত শত নদীর জলরাশি অবিরত প্রবেশ করে, অথচ তাহাতে সেই মহাসমুদ্রের কোন প্রকার বিকার অনুভূত হয় না—সেইরূপ অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানের প্রসাদে স্থির সঙ্কল্প সমুদ্র কল্প অবিকম্প্য প্রকৃতি—যে মনুষ্যের মানস সমুদ্রে জগতের যাবতীয় ইষ্টানিষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বিজ্ঞানরূপ নদী সকল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অণুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না—সেই আত্ম তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাই এ জগতে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, যে কামনার দাস—অর্থাৎ ঘৃণ্য স্বার্থপরতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে সর্ব্বদা আবদ্ধ—তাহার ঐহিক বা পারত্রিক জীবনে কখনই শান্তি নাই।

গীতার এই মহামন্ত্রের গভীর ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গীতা সমিতি যদি গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়—তাহা হইলে—একদিন না একদিন, আমরা আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের সকল বিশৃঙ্খলতা যে দূর করিতে পারিব, এবং আবার, সেই পূর্ব্বের ন্যায় জগতের সভ্য-জাতিগণের মধ্যে সমকক্ষভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, আর্য্য মহিমার কীর্ত্তি-গাথা—গৌরব স্ফীতবক্ষে গাহিতে গাহিতে—মনুষ্য জন্মের ঐহিক ও পারত্রিক সাফল্য লাভ করিতে পারিব—তাহাতে সন্দেহ নাই।

গীতাসভার প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২৫।৪নং মটুস লেনে গীতাসভার সহকারী সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। কর্ম্মযোগ প্রথম লেক্‌চার ... ...
(শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ-বিবৃত) ... ৴০

২। ঐ দ্বিতীয় লেক্‌চার (ঐ) ৴০

৩। গীতা-সমালোচনা—মহামহোপাধ্যায় ...
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ-বিবৃত। ... ৴০

৪। বেদান্ত দর্শন—মহামহোপাধ্যায় ... ...
শ্রীনীলমণি ন্যায়ালঙ্কার-বিবৃত। ... ৶০

৫। বেদান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ—মহামহোপাধ্যায় ..
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ-বিবৃত। . ৶০

৬। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ও গীতা সমিতি ..
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বিবৃত) ... ৶০

গীতা-ক্লাস।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার গোলদিঘির উত্তর পূর্ব্ব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইনষ্টিটিউসনে গীতা সভা হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জনসাধারণের উপস্থিতি ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

গীতাসভার চাঁদা—অসমর্থ পক্ষে ।০ আনা; সমর্থ পক্ষে যেরূপ ইচ্ছা।